দুনিয়ার সেরা দশটি রহস্যে ভরা রোমাঞ্চে ঠাসা
কমিক্‌স অমনিবাস
সম্পাদনা-প্রেমেন্দ্র মিত্র
বিশ্বসাহিত্য
চিত্রকথা

কমিক অমনিবাস

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীদুলাল বল
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য : পচিশ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর
লীলা ঘোষ
তাপসী প্রিন্টার্স
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

দূর দূরান্তরের দেশ থেকে কেউ বেড়িয়ে এলে তাঁর রোমাঞ্চকর কাহিনী কাউকে শোনানো খুব সহজ। কিন্তু আমি এখন যে কাহিনী আপনাদের বলতে যাচ্ছি, তাতে কারও মনোহরণ করার উদ্দেশ্য আমার নেই। এগুলি আমার অভিজ্ঞতার অতি সাধারণ ঘটনা। তবু আমার বিশ্বাস, এমনি সব পর্যটনের ভিতর দিয়েই মানুষ আরও জ্ঞানী, আরও মহৎ হয়।

উল্লেখযোগ্য একজন পর্যটক হবার বাসনা নিয়েই আমি ডাক্তারী শাস্ত্র পড়েছিলাম। নৌচালনা আর অঙ্ক শেখার দিকেও যত্ন ছিল আমার। বিশ্বাস করতাম, ভাগ্য একদিন আমার জন্মস্থান নটিংহাম-শায়ার থেকে অনেক দূরে আমায় নিয়ে যাবে। সাগরে সাগরে ঘুরে বেড়ানোর জন্যেই আমার জন্ম।

গ্যালিভার্স ট্রাভেলস

জোনাথন সুইফট

সামাল, সামাল!

১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দের কোনও এক সময়ে যখন অভাব অনটনে আমার সংসার প্রায় অচল, তখন এ্যান্টিলোপ জাহাজে চাকরী হল আমার। স্বপ্নের সেই সমুদ্রযাত্রা এবার শুরু হল।

আমরা ভেসে চলেছিলাম পূর্ব ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জের দিকে। হঠাৎ ...

সর্বনাশ! ডুবো পাহাড়

জাহাজটা ধাক্কা খেয়ে তলিয়ে গেল একসময় ...

একজনও বেঁচে নেই। আমি একা। আমাকে বাঁচতেই হবে। হে ভগবান, আমাকে শক্তি দাও!

স্রোতের বেগ আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল এক অজানা দেশে।

ঘুম যখন ভাঙলো -
এ কি! আমি কোথায়? সারা শরীর দড়ি দিয়ে বাঁধা। কারা এভাবে বন্দী করলো?
আমি কি স্বপ্ন দেখছি, নাকি সত্যি? আমার গালের উপর, চিবুকের উপর মই বেয়ে ওরা কারা? মানুষের মতোই দেখতে কিন্তু এতো ছোট! আহ্, এবার বাঁচলাম। ওরা খেতে দিচ্ছে আমাকে। বড়ো মধুর খাবার!
ওরা বোধহয় ওষুধ দিয়েছিল খাবারে। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন জাগলাম -
ভারী মজা তো! গাড়ী বানিয়ে ওরা নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। দূরে ওটা কী? মন্দির, না প্রাসাদ?
হায়, এখনো বন্দী। বাঁ পায়ে লোহার বেড়ী। এখন আমি ওদের কয়েদী। চারপাশে পিঁপড়ের মতো মানুষ। ঐ বোধহয় রাজা, আমাকে দেখতে এসেছেন।
রাজধানীর কাছে একটা ফাঁকা মন্দিরে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। বাঁধন কেটে দেবার পর অনেক কষ্টে উঠে বসলাম। সামনে দেয়াল ঘেরা এক চত্বরে বিশিষ্ট অতিথিবর্গ।
সে কী এলাহী কাণ্ড! একরাশি খাট জড়ো করে আমার বিছানা করা হল। দু'জন পণ্ডিত লেগে গেলেন ভাষা শেখাতে।
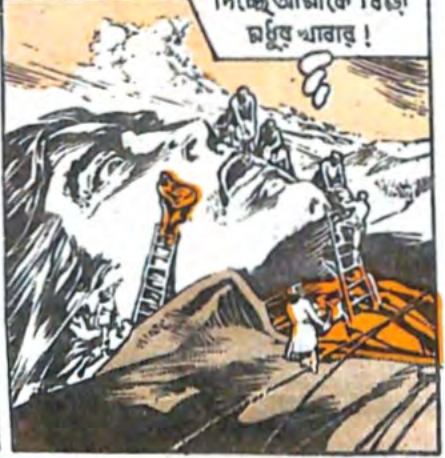
দেশটা দেখাবার ব্যবস্থা করলেন রাজা। রাস্তা থেকে লোকজন সরিয়ে ফেলা হল। আমি স্বাধীনভাবে হাঁটছিলাম।

এই লিলিপুটের রাজধানী, মিলডেনাডো। কী সুন্দর!

কাতারে কাতারে মানুষ আমাকে দেখছে।

সত্যি, আমি ভাগ্যবান। এমন সুন্দর দেশ, এমন অপূর্ব বাড়িঘর, কখনো দেখিনি!

দেশের আইনে কিন্তু সরু দিকে ভাঙার নির্দেশ ছিল। কাজেই মোটা দিকে ভাঙবার পক্ষপাতী যারা ছিল তারা লিলিপুট ছেড়ে পাশের দ্বীপ ব্লেফুশকুতে চলে গেল। সেখানকার রাজা ওদের দলে পেয়ে খুশী হলেন। কারণ ভিতরে ভিতরে তিনি লিলিপুট দখল করবার মতলব আঁটছিলেন।

ওই ওদের নৌবহর আসছে! এক একটাকে ধরবো আর কাগজের নৌকার মতো ছুঁড়ে ফেলবো। তারপর দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়!
কিছুই আর করতে হল না। শত্রুপক্ষের সেনারা সব আমাকে দেখেই ঝপাঝপ ঝাঁপিয়ে পড়লো সমুদ্রে।
আমি বিজয়ীর মতো ফিরে এলাম।
সুস্বাগতম হে বীর গালিভার! আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন
সেনাপতি ঈর্ষান্বিত মনে হচ্ছে!
ব্লেফুশকু থেকে নেতারা শিগগিরই এলেন। তাঁরা বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন লিলিপুটের রাজার।
হে রাজন, আমাদের অপরাধ নেবেন না। আমরা চিরকাল আপনার অনুগত হয়েই থাকবো।
আমরা একসঙ্গেই পানাহার করছিলাম। ওঁরা তখন প্রস্তাব করলেন একটা।
হে মহান বীর, আমাদের দেশবাসী আপনাকে অভিনন্দন জানাতে চায়। দয়া করে আসবেন?
নিশ্চয়, আপনাদের আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করলাম।
ফিরে আসারপর এক সভাসদ বন্ধু চুপিচুপি এসে জানিয়ে গেলেন এক ভয়ংকর খবর।
সেনাপতির অভিযোগে আমার বিচার হয়ে গেছে...
মিঃ গালিভার ব্লেফুশকুর শুভাকাঙ্খী, অতএব আমাদের শত্রু। তাঁর প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত।

খবর পেয়ে চিন্তায় পড়ে গেলাম।
এই সুন্দর দেশটা আমাকে ছেড়ে যেতে হবে। কিন্তু তারপর? আমার নিজের দেশ-- কেমন করে সেখানে পৌঁছাবো?
এখানে আমার পক্ষ নিয়ে কে লড়বে?

অবশেষে আবার ব্লেফুসকুতেই ফিরে গেলাম।
দেখা যাক, এখান থেকে যদি সাহায্য পাই!
হে রাজন, লিলিপুট ত্যাগ করে আমি আপনার রাজত্বে এসেছি। দয়া করে আশ্রয় দিন আমাকে।
আসুন, আসুন মিঃ গালিভার। আপনি ফিরে আসায় আমরা গৌরবান্বিত।

দিনকয়েক পরে আমি আবিষ্কার করলাম...
বাঃ, একটা নৌকা। বোধহয় আমাদের জাহাজ থেকেই এখানে ভেসে এসেছে।

অনেকটাই জখম হয়েছে দেখছি, তবে মেরামত করলে ভেসে পড়া হয়তো যায়। দেখি, রাজামশায় যদি সাহায্য করেন।

মাসখানেক হয়তো লাগবে। তা লাগুক। এ ছাড়া আর দেশে ফিরে যাবার কোন উপায় তো হতে পারে না।
রাজার আদেশে বহু মিস্ত্রী এসে পড়লো আমাকে সাহায্য করতে। যেন একটা মেলা বসে গেল নৌকাটার চারপাশে।

তাঁবু ফেলে মিস্ত্রীরা লেগে রইলো রাতদিন। রাশি রাশি কাপড় এনে পাল তৈরী করা হল। নিপুণভাবে চলতে লাগলো সব কাজ।
আমিও চুপচাপ বসে রইলাম না।
রাজামশায়কে ধন্যবাদ, কত খাবারই না তিনি পাঠিয়েছেন আমার পথের জন্যে।
যথাসময়ের আগেই নৌকা প্রস্তুত হয়ে গেল।
এবার বিদায় দিন রাজন।
আপনার যাত্রা শুভ হোক মিঃ গালিভার।
দু'দিন পরেই একটা জাহাজ দেখতে পেলাম। প্রাণপণে একটা পতাকা নাড়তে লাগলাম আমি।
বাঁচাও, বাঁচাও আমাকে।
জাহাজ তাহলে মিলে গেল! আমার দেশেরই জাহাজ।
এবার ঘরে ফেরার পালা
জাহাজের ক্যাপ্টেন আমার ঘটনা শুনে স্তম্ভিত। তাঁর বিশ্বাসই হয় না।
বেশ, এবার দেখুন - সেই দেশেরই সব প্রাণী। এবার বিশ্বাস হয়েছে তো?

বাড়ী ফিরে স্ত্রী পুত্র কন্যার সাথে মিলিত হলাম।
ওহ্ গালিভার, তুমি এসেছো! দেখো, কতো কষ্টে আমরা বেঁচে আছি।
চিন্তা নেই। এবার আমার গল্প শুনিয়ে প্রচুর আয় হবে আমাদের।

বিশ্বাস হচ্ছে না তো! এবার দেখুন সেই আশ্চর্য দেশের সব প্রাণী।
ও মা! কী সুন্দর! কেমন ছোট ছোট!

বেশীদিন এভাবে ভালো লাগলো না আমার। আবার চাকরী নিলাম জাহাজে। নাম-অ্যাডভেঞ্চারার। লক্ষ্য-উত্তমাশা অন্তরীপ।

বছরখানেক ধরে সবকিছুই চললো ঠিকঠাক। তারপর এক দুর্দান্ত ঝড়ের কবলে পড়ে আমরা হাজির হলাম এক অজানা দেশে। আমাদের প্রবীণতম নাবিকটিও এর পরিচয় কখনো পায়নি।
তীরে আমাদের যেতেই হবে। খাবার এবং জল-দুই-ই দরকার।

জলের জন্যে সাগরবেলা থেকে যারা যাত্রা করলো আমি ছিলাম তাদেরই দলে।
আমি বরং উপরে যাই, তাহলে ভালো করে সব দেখতে পাবো।

হঠাৎ আমি দেখলাম-আমাদের লোকজন প্রবল বেগে দাঁড় টেনে জাহাজে ফিরে যাচ্ছে। আর তাদের পিছনে ছুটে আসছে-
হা ঈশ্বর-এ কেমন দৈত্য!

দৈত্যটা আমাকে দেখতে পায়নি আমি পিছন ফিরে প্রাণপণে ছুটলাম। সামনে গভীর ঘাসের বন।
বাব্বাঃ, কী লম্বা লম্বা ঘাস! প্রায় বিশ-তিরিশ ফুট উঁচু। এখানকার সবই দেখছি বিরাট। আমাদের ধারণার অতীত।

হঠাৎ একটা বজ্রপাতের মতো গর্জন-একটা কণ্ঠস্বর।
সর্বনাশ! আমাকে দেখতে পেয়েছে। মনে হয় ডাকছে। এখন কেমন করে বাঁচবো?

চাষী লোকটি হাত বাড়িয়ে আমাকে ডাকছে। কী করি?
কী বিশাল ওর চেহারা! আমার কাছে যেমন লিলিপুটের মানুষের আয়তন ওর কাছে আমিও ঠিক তাই।

চাষী লোকটি অবাক হয়ে আমাকে দেখছিল। তারপর দু' আঙুলে আমাকে তুলে নিল চোখের সামনে। ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম আমি।
উঃ, মরে গেলাম! দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন।

রুমালের মধ্যে আমায় বেঁধে নিয়ে চাষী বাড়ীর পথ ধরলো।
ওগো এসো এসো, দেখে যাও কী অদ্ভুত একটা উপহার আমি নিয়ে এসেছি, খোকাখুকুর জন্যে।

খোকা আমায় হাতে নিয়েই চেপে ধরলো।
উঃ, বাঁচাও, বাঁচাও আমাকে ছেড়ে দাও এখুনি।
খোকার হাতের চাপে তো আমি মারাই যেতাম যদি না খুকু আমায় বাঁচাতো।

খোকন সোনা, সাঁতার কাটো, আমি তোমার নৌকা বানাই।

খুকু ওর পুতুলের দলে স্থান দিল আমাকে। দিনে দিনে ওদের ভাষাও আমাকে শেখালো। মনের আনন্দে ও গল্প করতো আমার কাছে। মনে হতো বয়সে আমি খুব ছোট, তাই এমন দেখতে।

একদিন এলেন এক বুড়ো চাষী। কী কুতকুতে চোখ। আমি তো হেসেই ফেললাম।
কিপটে বুড়ো, গাঁয়ের খুড়ো!
বটে, মস্করা হচ্ছে! দেখাচ্ছি মজা।

বুড়ো আমার মনিবকে কাছে ডাকলেন।
ওহে, শোনো। একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। তোমার কপাল ফিরে যাবে। মস্তো বড়লোক হয়ে যাবে তুমি।
তারপর ফিস ফিস করে কী সব কথা হল দুজনে। আমি জানতেও পারলাম না। অবশ্যি জানলেও কিছু করার ছিল না আমার।

পরের হাটবার খুকু আমাকে নিয়ে বাজারে চললো ওর বাবার সঙ্গে।
আমরা কোথায় যাচ্ছি খুকুমণি?
বাজারে। সেখানে কতো নতুন নতুন জিনিস দেখবে তুমি।

বাজারে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে একজন ঘোষক নিযুক্ত করলেন আমার মনিব।
জোর খবর, জোর খবর!
সবুজ ঈগল সরাই খানার সামনে। হাতের চেটোর সমান মানুষ, তার আজব খেলা!

চারপাশের লোকজন এবং বাড়ীঘর দেখে আমি স্তম্ভিত। খেলা দেখানোর পর খুকুর আবদারে একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম আমি।
মাননীয়গণ;
মানুষ। পৃথিবীর এক বিরাট অংশ জুড়ে আমার মতো কোটি কোটি মানুষ বসবাস করে।
শেখানো বুলি!
হয় নাকি!

প্রচুর টাকা পেলেন আমার মনিব। গ্রাম গঞ্জ পার হয়ে তিনি এবার এগিয়ে চললেন দেশের রাজধানীর দিকে।
একটু সহ্য করো নাগিমার। রাজধানী আর বেশী দূর নয়।
খুকুমণি, বড়ো ঝাঁকুনি লাগছে আমার।

আঃ, প্রচুর টাকা! আরো অনেক টাকা আমি পাবো একবার রাজার কাছে যদি পৌঁছতে পারি!
আর পারছিনা মনিব, বড়ো কষ্ট!
মনিব আমার কথা কানেই নিলেন না।

অসম্ভব, এটা ব্যতিক্রম।

প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে এমন কোন মানুষ জন্মাতেই পারে না।

এটা একটা আকস্মিক সৃষ্টি, ঈশ্বরের খেয়াল।

আমার জন্মরহস্য ইত্যাদি সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে তিনজন পণ্ডিতকে নিয়োগ করলেন রাজা। তাঁদের মতামত শুনে মনে হল আমি হয়তো হাসতে হাসতে ফেটে যাবো।

আহ, কী আরাম! রাণীকে সত্যিই ধন্যবাদ, এমন চমৎকার একটা বাক্সবাড়ী আমার জন্যে গড়িয়ে দিয়েছেন।

দিন কেটে চললো আনন্দে।

রাণীর কী মায়া আমার জন্যে। আমাকে ছাড়া তিনি খান না, কিন্তু খাওয়া দেখলেই অবাক।
অতো কম খেলে কি চলে? কম খাও, সেই এমন ছোটই থেকে গেলে।

রাজা মাঝে মাঝে ইউরোপের কাহিনী শোনেন আমার কাছে।
কতো বড় বড় দেশ, কতো রাজা, রাণী, প্রবল পরাক্রান্ত সরকার। আছে বিশাল আয়তন শহর, বড় বড় বাড়ী, গাড়ী, নিত্য নতুন আবিষ্কার--

বলো কী হে, তোমার মতো ছোট ছোট পোকার দল, সেরা দেশ শাসন করে,
বাড়ী বানায়, শহর গড়ে, জাহাজ চালায়? হা হা হা--

আমি কিন্তু হাসতে পারতাম না। রাণী যখন হাতের তালুতে তুলে নিতেন আমাকে--
হে ভগবান, এমন ছোট করে কেন গড়লে আমাকে? মানুষ বলে কেউ মানতেই চায় না!

এটা রাণীর পিয়ানো, অথচ আমার কাছে একটা সেতুর মতো বিশাল।

রাণীর পাশে তাঁর বামনকে দেখে একদিন হেসে ফেললাম আমি।
হো হো, কী বেঁটে হে তুমি! যেন একটা বুড়ো আঙুল।

ভারী যে বড় মানুষ হে! দেখি তো এই ক্রীমের বাটিতে কেমন সাঁতার কাটতে পারো!

রাণী আমাকে বাঁচালেন। তবু হবুডুবু যেটুকু খেয়েছিলাম, তাতেই বিছানা নিতে হল।
একদিন ছোট্ট একটা পাখী এসে আমার রুটি ছিনিয়ে নিয়ে পালালো।
আর একদিন-

শিলাবৃষ্টির সময় আত্মরক্ষা করতে হল একটা ফুলের নিচে দাঁড়িয়ে।

আদ্যিকাল থেকেই এই মানবজাতি মুদ্রণ-কলা জানতেন।
কত্তো সরল করে লেখা এঁদের আইন।
কোনও কচকচি নেই, মারপ্যাঁচ নেই।

রাজনীতির দাবা খেলায় ইউরোপ এখন আদর্শ।
কী লাভ গালিভার? তা দিয়ে তো মানুষের পেট ভরবে না।

আমি সর্বদাই আশা করতাম - একদিন না একদিন আমি বাড়ী ফিরে যাবো। বছর দুই পরে এক সফর উপলক্ষে আমরা এলাম সমুদ্রের তীরবর্তী এক রাজপথে।

পাশেই সমুদ্র। হে ঈশ্বর, একটা জাহাজ এ সময় মিলিয়ে দাও!

ভালো করে আমি সমুদ্র দেখবার ইচ্ছা করায় রানী আপত্তি করলেন না। খুকুমণি ছিল অসুস্থ, তাই নতুন এক ভৃত্য আমার বাক্সবাড়ী নিয়ে চললো সমুদ্রের দিকে।
ওহে গালিভার! জানলা দিয়ে সমুদ্র দেখো। আমি দুয়েকটা পাখীর ডিম খুঁজে দেখি!

বাক্সবাড়ীটা নামিয়ে রেখেও চলে গেল।
আহ্, এ সময় যদি একবার বের হতে পারতাম! কিন্তু পালিয়ে গিয়েই বা কী লাভ? জাহাজ পাবো কোথায়?
উল্টে খেতে না পেলে সর্বনাশ, কিংবা কোনও নিষ্ঠুরের হাতে যদি পড়ে যাই!

বাক্সবাড়ীটা হঠাৎ করে ভীষণ কেঁপে উঠলো। শুনতে পেলাম - ডানার প্রচণ্ড গর্জন। আমার প্রাণ এখন এক দানব-পাখীর থাবায়।
বাঁচাও, বাঁচাও, কে আছো, আমাকে বাঁচাও!

পাখীটার পা ফসকে হঠাৎ খসে পড়লো বাক্সটা। আমি আছড়ে পড়লাম সমুদ্রের জলে। জ্ঞান হতে দেখলাম-বাক্সটা ভাসছে, তার মাথার ঢাকাটা নেই।
বিছানার চাদর দিয়ে একটা পতাকা বানিয়ে আমি নাড়তে লাগলাম। মনে নতুন আশা।

ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেল, তারপর কখন যেন একটা জাহাজ আমাকে উদ্ধার করলো। দেখলাম- ছোট ছোট মানুষ।
আপনারা কি দিগম্বী?
বলেন কী! আপনি তাহলে কে?

দানবের দেশে বাস করে এই মতিভ্রম!
ভিতরে অনেক জিনিষ আছে আমার। সব তুলে আনো।

ক্যাপ্টেনকে আমি উপহার দিলাম একটি দাঁত আর রাণীর আংটি।
আশ্চর্য! এমন দেশও আছে?

ক্যাপ্টেন আমাকে বিশ্বাস করলেন।
এই আমার ডায়েরী।
ধন্যবাদ, পড়ে দেখবো, আর পৌঁছে দেবো আপনাকে।

বাড়ী এসে পৌঁছলাম। কী নিচু ছাদ! হাত বাড়ালেই ধরা যাবে মনে হল।
মেয়ে আশীর্বাদ চাইছিল। ওকে দেখতেই পেলাম না।

আমার স্ত্রীকে তো আমি প্রায় মাড়িয়েই ফেলেছিলাম!
হা ভগবান! কী হয়েছে তোমার? দেখতেই পাচ্ছো না আমাকে?
ভুল বুঝতে পেরে লজ্জা পেলাম খুব।

দেশে ফেরার খবর পেয়ে 'হোপ ওয়েল' জাহাজের ক্যাপ্টেন এলেন দেখা করতে। চাকরী হয়ে গেল। এবার শুরু হল আমার তৃতীয় অভিযান।

পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যখন পৌঁছলাম, তখন দেখা গেল আমাদের পণ্যসম্ভার এসে পৌঁছেনি। কয়েক দিন বসে থাকতে হবে।

ক্যাপ্টেন, নৌকা দেবেন একটা? দ্বীপগুলো ঘুরে আসতাম!

ঠিক আছে মিঃ গালিভার

কয়েকটা দ্বীপ ঘোরাঘুরি করবার পর একদিন ঝড় উঠলো ভয়ঙ্কর। একদিকে প্রবল বাতাস, অন্যদিকে উন্মাদ ঢেউ. পরপর পাঁচদিন এভাবে চললো।

আমরা ভেসেই চললাম।
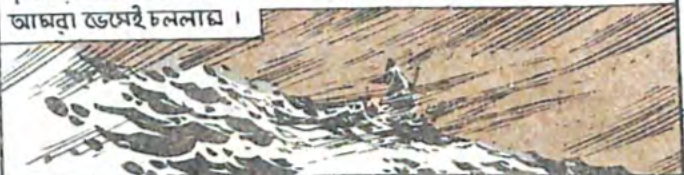
সর্বনাশ, জলদস্যুদের জাহাজ! কী হবে এখন?

বাবু মানুষ দেখে আমার দিকে ওরা তাকালোনা। কিন্তু সঙ্গীদের সকলকে বন্দী করে নিয়ে গেল।

হা ভগবান! কী হবে আমার! চারপাশে ছোট ছোট দ্বীপ আর ন্যাড়া পাহাড়। মানুষজন আছে তো?

কয়েকদিনের মধ্যেই ওঁদের ভাষা আমি শিখে গেলাম।

এবার আমার পোষাক বানানোর পালা, কেমন বিচিত্র ওঁদের মাপ নেবার পদ্ধতি!
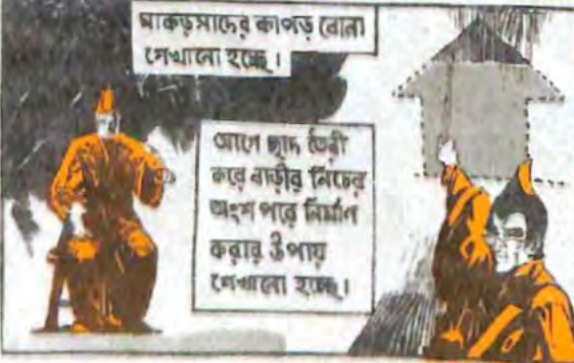
প্রকল্পক আকাদেমীর নির্দেশ মতো সব নির্মাণ করা হচ্ছে। চলুন, আকাদেমীটা আপনাকে দেখাই।

এলাহী কাণ্ড! যেন ছোটখাটো একটা শহর।

শূকরদের বাগান তৈরী করার ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে।

কোন ধারণাই অবশ্য পুরোপুরি কাজে লাগানো যায়নি। ইতিমধ্যে বাড়ীগুলি ধ্বসে পড়েছে, মাঠগুলি অনাবৃত হয়ে গেছে। জনসাধারণ তাদের খাবার আর পোষাক পাচ্ছে না, তবু গবেষণার বিরাম নেই। মনে হল নতুন কিছু আর জানবার নেই। তাই বাড়ী ফেরার জন্যে যাত্রা শুরু করলাম।
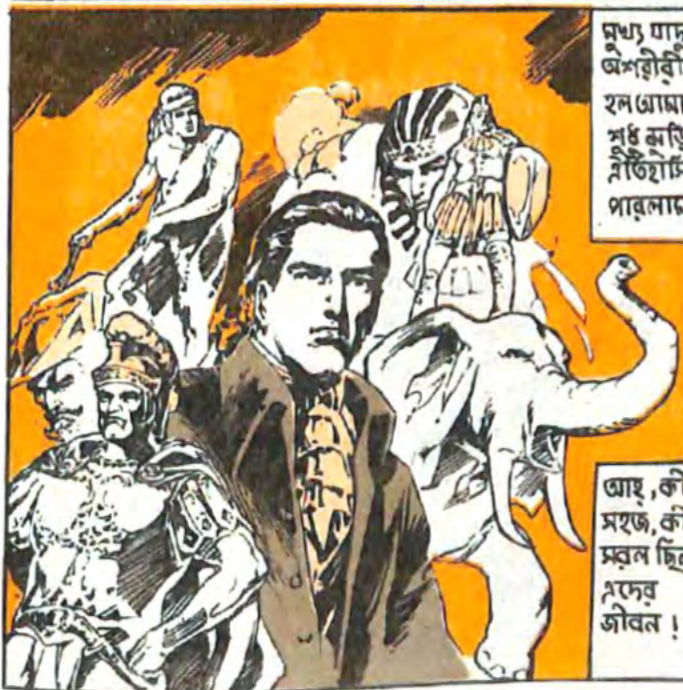
মুখ্য যাদুকরের অনুগ্রহে আমিও সুযোগ পেলাম অশরীরীদের ডেকে আনার। অনেক কিছু এভাবে শেখা হল আমার। বুঝতে পারলাম - ইতিহাসের বইগুলো শুধু ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যার ভাণ্ডার। বিখ্যাত সব ঐতিহাসিক ঘটনার আসল কারণ আমি জানতে পারলাম।

আহ্, কী
সহজ, কী
সরল ছিল
এদের
জীবন!

দেশে ফেরার জাহাজ একদিন এসে গেল। বাড়ীর পথে আরও বহু দেশ আমি দেখলাম। তারপরে ইংল্যাণ্ড- আমার দেশ!

বাড়ী ফেরার পর···
তোমরা সব ভালো আছো দেখে খুশী হলাম খুব।

বাড়ীতেই কিছু দিন কাটালাম। পাঁচমাস পরে আমি ক্যাপ্টেনের পদ পেলাম 'অ্যাডভেঞ্চারার' জাহাজে।
নতুন পদে নতুন উদ্যমে যাত্রা শুরু হল আমার। মনের মধ্যে আশা-নিরাশার ঢেউ - এবারও নতুন কোথাও পৌঁছে যাবে তো আমাদের জাহাজ?

কষ্টকর এই যাত্রায় অনেক সঙ্গীকে আমি হারালাম। ফলে বারবাডোজে এসে একদল নতুন নাবিককে কাজে লাগাতে আমি বাধ্য হলাম। তারপর একদিন··

এ জাহাজ এখন আমাদের। ঐ পোষাকগুলো খুলে দাও, নইলে মরো!

জাহাজটাকে দখল করে নেবার পর যে দ্বীপটি প্রথম দেখা গেল, ওরা সেইখানেই আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

আবার অজ্ঞাতবাস। কে জানে এ কোন্ দ্বীপ, কারা এখানে বাস করে। চারপাশে সারিবদ্ধ গাছের জটলা। প্রকৃতি কেমন আশ্চর্যভাবে এখানে সুশৃঙ্খল। না জানি এখানকার মানুষ-জন কেমন হবে।
হাঁটতে হাঁটতে বন পেরিয়ে আমি অবাক। সামনে বিচিত্র এক প্রাণী।

উহ্ কী কুৎসিত! কী লোমশ!
এমন জন্তু তো আগে দেখিনি!

কিছুক্ষণের মধ্যে আর একটি ঘোড়া এসে পড়লো পাশাপাশি। ওরা দুটিতে আমাকে প্রদক্ষিণ করলো বারকয়েক।

কী যেন বলছে মনে হচ্ছে, কিন্তু কী? মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছে এরা বেশ বিজ্ঞ। পশুরাই যদি এখানে এমন হয় তাহলে মানুষ যারা আছে, তারা নিশ্চয়ই পৃথিবীর মধ্যে বিজ্ঞতম।

ভাষা বুঝতে পারছি না, কিন্তু মনে হচ্ছে - ওদের চোখগুলো যেন কথা বলছে আমাকে।

কথাটা ওরা বুঝলো। বিরাট একটা থালায় অনেকখানি দুধ এনে একটি ঘোড়া আমাকে খেতে বললো তখুনি।

আঃ, ক্ষুধা খানিক মিটলো! দেখা যাক আর কী এখানে পাওয়া যায়।

এখন আমার একমাত্র কাজ - এদের ভাষা শেখা। কতো যত্নেই না এরা প্রতিদিন আমাকে শেখাচ্ছে।

আহ্ - কী আরাম! ঘরটা বেশ ভালোই করে দিয়েছে। ইয়াহুদের থেকে দূরে - কতো শান্ত আর নিরিবিলি!

ভাষা শেখার পর ইউরোপের গল্প শুনতেন আমার প্রভু। আমার প্রতি যে ব্যবহার নাবিকরা করেছিল তা শুনে উনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

বর্তমান সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান-দুর্বলের উপর প্রবলের প্রভুত্ব করবার অন্তহীন অধিকার, সে কথাটা উনি বুঝতেই পারলেন না। একজনের জিনিষ জোর করে আরেকজন কেড়ে নিতে পারে, এটা ওঁদের ধারণার অতীত।

পতাকা কি কোটের রঙ কী হবে তাই নিয়ে দু দেশের মধ্যে যুদ্ধ- এটাও ওঁদের কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য।

অনেক শব্দেরই প্রতিশব্দ ওঁদের ভাষায় ছিল না। তবু সাধ্যমত আমি চেষ্টা করতাম বোঝাবার।

আদালতের কার্যকলাপ শুনে ব্যথিত হলেন প্রভু। টাকা খেয়ে একজনের বিরুদ্ধে আর একজন মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে, সত্য চাপা পড়ে যাবে কথার মার প্যাঁচে, তাহলে ভাষা নিয়ে কী লাভ?

অবশেষে আমার স্বদেশে ঘোড়ার ভূমিকার কথা উনি জানতে চাইলেন।

মহামূল্যবান কোনও রত্নের মতোই সে লুকিয়ে রাখতো ঐ পাথর।

সে যেখানে যেতো, মনে করতো - সেটা তার নিজের বাড়ী।

আমার প্রভু তাঁর প্রতিবেশীর ছেলেমেয়েদের ঠিক নিজের ছেলেমেয়ের মতোই দেখতেন। রাগ, অহংকার, ঔদ্ধত্য, ঘৃণা, অবহেলা - এসব ছিল তাঁর জ্ঞানের অগোচর।

আহ্, বড়ো শান্তি পেলাম এখানে! আর কখনোই এখান থেকে যাবো না। এখানে আমার শরীর নষ্ট করার জন্যে কোনও ডাক্তার নেই, ভবিষ্যৎ নষ্ট করবার জন্যে কোনও উকিল নেই, আমার কথা কিংবা কাজের দিকে চোখ পাকাতে কোনও প্রতিবেশী নেই।
মানুষের সমাজ, মানুষের সভ্যতা সম্পর্কে গভীর মোহ দিনে দিনে দূর হয়ে গেল।

বিবেক এবং ভালোবাসার দ্বারা চালিত এবং পরস্পরের সঙ্গে মিলিত ঘোড়াদের রীতিনীতি ছিল অতুলনীয়। প্রতি চতুর্থ বর্ষে বসন্তকালের প্রথম দিনটিতে একটা সম্মেলন হোতো ওদের। সারা দেশ থেকে ওদের স্বজাতিরা সবাই যোগ দিত এই মহাসম্মেলনে।

এখানে ওরা আলোচনার মাধ্যমে পরস্পরের সমস্যার সমাধান করতো। কারও কিছু অভাব ঘটে থাকলে যার বেশী থাকতো সে পূরণ করে দিতো তার প্রয়োজন।

অবশেষে আবার সমুদ্রে। সামান্য একটা ডিঙি নৌকায় ভেসে পড়ার পর আমি ভেবেছিলাম—এযাত্রা একদিন শেষ হয়ে যাবে সমুদ্রের অতলে। সঙ্গে সামান্য মাত্র খাবার, ডিঙিটা যদি না-ও ডোবে, তবু অনাহারেই আমি শেষ হয়ে যাবো একসময়। দেশে ফেরা আর হবেনা। দিনকয়েক পার হয়ে যাবার পরই কিন্তু জাহাজ একটা পেয়ে গেলাম।

থ্রী মাসকেটিয়ার্স

আলেকজাঁদ্রে দ্যুমা

১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দের ফ্রান্স। ধনী পরিবারের লোকেরা এ সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়েই মেতে থাকতেন। রাজার সঙ্গে রেষারেষি চলছিল মন্ত্রীর। সকলেই জানতেন—রাজার সঙ্গে রাণীর মতের মিল নেই আর। চারপাশে তখন চক্রান্ত আর তলোয়ারের ঝনঝনানি। রাজার যারা দেহরক্ষী, তাদের বলা হত মাস্কেটিয়ার। দেখাদেখি মন্ত্রীও একদল দেহরক্ষী নিয়েই চলাফেরা করতেন। দুপক্ষের রক্ষীবাহিনীর মধ্যে মারামারি বেধে যেতো হামেশাই।

এমনি এক অশান্তির দিনে এক রূপবান যুবক চলেছে ঘোড়ায় চড়ে। সময়টা হচ্ছে এপ্রিল মাস। রাজার মাস্কেটিয়ারদের একজন হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে প্যারির পথে চলেছে। যুবকটির নাম—দার্তাঁয়া।

মাস্কেটিয়ার বাহিনীর অধিনায়ক ত্রেভিয়ে তার বাবার ছেলেবেলার বন্ধু। তাই আশা তার অগাধ।

প্যারি এসে সে পৌঁছলো। খুঁজে নিল ত্রেভিয়ের বাড়ী। একজন পরিচারক তাকে পৌঁছে দিল অধিনায়কের দরবারে ...

বর্ণযোজনা—
গৌতম কর্মকার

খ্যাতিমান তিন মাস্কেটিয়ার অধিনায়কের সামনে এসে দাঁড়াল।
তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে।
সেকি! আমরা আবার কী করলাম?

দারতাঁয়া মুগ্ধ। তিনজনকে এভাবে সামনে পাবে, এমন কল্পনাও তার ছিলনা
মন্ত্রীর রক্ষীদের সঙ্গে আবার মারামারি করেছো শুনলাম।
ওরা তোমাদের গ্রেফতার করেছিল?

কিন্তু স্যার, কাজটা ওদের অন্যায় হয়েছিল।

সংখ্যায় ওরা অনেক বেশী ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত আমরা মুক্ত হতে পেরেছিলাম।

হুঁ, কিন্তু মন্ত্রী সেকথা চেপে গেছেন। তবু এভাবে কোন ঝুঁকি নেওয়া তোমাদের চলবেনা। বুঝলে? এখন যেতে পারো।
মাস্কেটিয়ারদের বিদায় করে এবার দারতাঁয়ার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন ত্রেভিয়ে।

তোমার বাবা আমার খুব প্রিয় ছিলেন। এমন বন্ধু জীবনে আর পেলাম না। তুমি তার ছেলে। বলো - কী করতে পারি তোমার জন্যে?

জীবনে আমার একমাত্র আকাঙ্খা, একজন মাস্কেটিয়ার হওয়া।

তারজন্যে ফৌজে দু বছর কাজ করতে হয় যোগ্যতা দেখাতে, নাহয় বীরত্বপূর্ণ কোনও মহৎ কাজ।

ঠিক আছে। রাজার সেনাদলে তোমাকে ভর্তি করে দেবো। সেখানে অনেক কিছু শিখবে। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। সেনাদলের পরিচালককে একটা পত্র লিখে দিচ্ছি, সেখানে গিয়ে দেখা কর। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি- তোমার আকাঙ্খা যেন অচিরেই পূর্ণ হয়।
পত্র হাতে বাইরে এলো দারতাঁয়া। মনের আনন্দে যেন মাটিতে আর পা পড়তে চায়না।

ফলে পা পিছলে আথসের পিঠে...
ওহ, মাফ করবেন, আমার খুব তাড়া আছে।

মাফ করবেন বললেই যথেষ্ট হয়না হে, আর একটু বিনয়ী হওয়া উচিত।

আপনি আমাকে উপদেশ দেবার কে?

ওহ, তাই নাকি! তাহলে তলোয়ারের মুখেই ঠিক হোক। আজ দুপুরে, সন্ন্যাসীদের মঠের সামনে। বেলা ঠিক বারোটায়। সাহস আছে?
ঠিক আছে, তাহলে ঐ কথাই রইলো। ঠিক বারোটায় আমার দেখা পাবেন।

সদরে দারতাঁয়া দেখল পোর্থস একজন রক্ষীর সঙ্গে কথা বলছেন। পাশ কাটাবার সময় বাতাসের এক ঝটকায় পোর্থসের পোষাক তার গায়ে এসে আটকে গেল।
কী, হচ্ছে কী?
মাফ করবেন, আমার তাড়া ছিল

ংরাবুদ্ধ! লুক্সেমবুর্গে যেন একটার সময়
পাই। ডুয়েল হবে।
ভালো কথা, একটার সময়।

স্যার, মাফ করবেন, আপনার রুমাল।
না হে, ওটা আমার নয়।
আরামিস কথা বলছিল বন্ধুর সঙ্গে, সে-ও চটে গেল।

কিন্তু ওটা যে আপনার পায়ের তলাতেই ছিল!
আহ্! আবার বেয়াদবি! এর কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে হবে।

ঠিক আছে, আমি রাজি। বেলা দুটোয়-

এইযে স্যার, এখানে।
আথসের সঙ্গে বারোটায়, আমার ১টায়!

আমার সঙ্গেও, দুটোয়!

লড়াই শুরু হল আথসের সঙ্গে।
ওহে, থামো, থামো। শিগগির!

কী! মাস্কেটিয়ারদের ডুয়েল? জানো, এটা দণ্ডনীয় অপরাধ। আমরা তোমাদের গ্রেফতার করবো। মন্ত্রীর হুকুম আছে।

আমরা কি লড়বো?
পাঁচজনের বিরুদ্ধে আমরা কিন্তু মাত্র তিনজন।
না মশায়, ভুল করছেন, আমরা চারজন।

দারতাঁয়াও ঝাঁপিয়ে পড়ল তলোয়ার নিয়ে। আরম্ভ হল লড়াই।

যুদ্ধে দারতাঁয়ার অসিনৈপুণ্য প্রমাণিত হল। মন্ত্রীর রক্ষীদল রণে ভঙ্গ দিল। মনের আনন্দে তারা চারজনে চললো হাত ধরাধরি করে।
যদিও আমি কোন মাস্কেটিয়ার নই, তবু আমি তো তিন মাস্কেটিয়ারের বন্ধু!

শুরু হল দারতাঁয়ার নবজীবন। একদিন দুপুরে···
আরে, আসুন, আসুন গৃহস্বামী মশায়!
আমার স্ত্রী কঁন্স্তা রাণীর সীবিকা। তাকে অপহরণ করা হয়েছে। তাকে উদ্ধার করতে হবে।

কাউকে সন্দেহ করেন?

নিশ্চয়, মন্ত্রীকে। রাণীর অনেক গোপন কথা কঁন্স্তা জানে। তাই বোধহয়···
ঠিক আছে, আমি দেখছি কী করা যায়!

গৃহস্বামীর বাড়ী। ভিতরে গোলমাল কেন?

কঁন্স্যার হাত থেকে বার্তা নিয়ে দারতাঁয়া এলো বন্ধুদের কাছে। দীর্ঘ আলোচনার পর শেষে দারতাঁয়াই প্রস্তাব করলে –

আরম্ভ হল বিপজ্জনক অভিযান। চার বন্ধু প্যারি ত্যাগ করল বেলা ছুটোয়। ঘোড়ার খুরে ধুলো উড়িয়ে তারা চলল জাহাজঘাটার দিকে। দারতাঁয়া প্রতিজ্ঞায় অটল, তাকে জিততেই হবে।

দারতাঁয়া কিন্তু আশঙ্কিত। রোশফোর্ট মিলেডীর কথা চিন্তা করে। রাজা তাঁকে ভালোবাসেন না। মন্ত্রী তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন। বাকিংহামের ইংরেজ ডিউক তাঁকে ভালোবাসেন। কিন্তু তিনি ফরাসী দেশের শত্রু। রানীও রাজার প্রতি বিশ্বস্ত। তবু মন্ত্রী তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু কেন?

চিঠি এই ভিতর-পকেটে রয়েছে আমি না পারলে আর একজন...

দিনের শেষে একটা সরাইখানায় তারা থামলো। আহারের জন্য গিয়ে বসলো একটা টেবিলে। এখনো পর্যন্ত সন্দেহ কেউ করেনি।
হঠাৎ পিছনে এলো এক আগন্তুক, হাতে একপাত্র মদ। সে ঘোষণা করলো -

এসো ভাই সবাই, এটা মন্ত্রীর নামে।

আপত্তি নেই, তবে আগে এক পাত্র রাজার নামে

শেষরক্ষা কিন্তু হলনা...
আমি আর পারলাম না। এখানেই রয়ে গেলাম।
ঠিক আছে, শুভকামনা রইলো।

রাতটা কাটলো আর এক সরাইখানায়। সকালে আথস গেল বিল মেটাতে।

এগুলো জাল টাকা, তোমাদের গ্রেফতার করা হল।

ওরেরে মিথ্যুক কোথাকার।

রক্ষীদল ছুটে এলো মালিকের চিৎকারে।

দারতাঁয়া, আমি ধরা পড়েছি। তুমি এগিয়ে যাও।

অবশেষে বন্দর...
আমাকে এখুনি ইংলন্ড রওনা হতে হবে। কোন জাহাজটা যাচ্ছে?
উপায় নেই, মন্ত্রীর আদেশ তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ ইংলন্ড যেতে পারবে না।
দারতাঁয়া হঠাৎ খোঁজ পেলো— মন্ত্রীর আদেশ-নামা একজনের আছে। সে সেটি দাবী করলো যে কোন মূল্যের বিনিময়ে। পেলেই কাজ হাসিল...

দেখুন, ওটা আমার চাই। যদি রাজী না হন,তাহলে প্রস্তুত হোন!

পর পর তিন আঘাত...
আথস, পোর্থস আর আরামিসের জন্যে
লুটিয়ে পড়ল লোকটি এবার বন্দরঅধ্যক্ষ...

আদেশনামাটি কাউন্ট দ্যওয়ার্ডেসের নামে।

বন্দর-অধ্যক্ষের কাছে গিয়ে দারতাঁয়া আদেশনামাটি দিল।
আপনিই কাউন্ট দ্য ওয়ার্ডেস? ঠিক আছে। ব্যাপার কি জানেন- মন্ত্রী একজনকে আটক করতে চান, তাই...

জানি, দারতাঁয়া নামে কে একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধাচরণ করছে, তাকেই মন্ত্রী খুঁজছেন।
কী নাম বললেন? দারতাঁয়া? আসুক সে, সামনে এলেই তাকে গ্রেফতার করা হবে।

পাশপোর্ট হাতে নিয়ে দারতাঁয়া পৌঁছে গেল জাহাজে। তারপর লণ্ডনে - ডিউকের কাছে।
সেকি! রাণীর বিপদ?
এই বার্তাটি পড়লেই বুঝতে পারবেন।

ভেবেছিলাম হীরার বোতামগুলি আজীবন সঙ্গে করে রাখবো, তবে রাণী নিজেই যখন ফেরৎ চেয়েছেন, তখন তাঁর অমর্যাদা করবোনা। তুমি একটু বোসো, আমি আনছি।

সর্বনাশ! দুটো বোতাম কম। এ কেমন করে সম্ভব? আশ্চর্য ব্যাপার, চাবি আমার নিজেরই সঙ্গে, অথচ...
বোতামগুলো পরে কোথাও যাননি?

একদিন মাত্র পরেছিলাম। গত সপ্তাহের বলনাচের আসরে। সেদিন কাউন্টেস দ্য উইন্টার আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ ছিলেন। আর কেউ তো কাছাকাছি আসেনি!
কিন্তু তিনি কেন?

তিনি মন্ত্রীর চর। যাই হোক আমি মণিকারকে দিয়ে একরকম দুটি তৈরী করিয়ে দিচ্ছি।

বোতাম নিয়ে ফিরে এলো দারতাঁয়া। পৌঁছে দিল কঁন্স্যাকে
বলনাচের আসরে রাজা এবং রাণী মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা করলেন।
আমার এই হীরার বোতামগুলি বড়ো সুন্দর, তাই না মন্ত্রী?
নিশ্চয়, মহান রাণী।

পরের দিনই দারতাঁয়ার হাতে চিঠি এলো একটি। কঁন্স্যার চিঠি। দেখা করতে লিখেছেন।

আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ। সেন্ট ক্লাউডের চত্বার কাছে রাত দশটার সময় আসবেন।
কঁন্স্যা

যথাসময়ে সেন্ট ক্লাউডে গেল দারতাঁয়া
গতিক সুবিধার নয় মনে হচ্ছে!

মাটির উপর ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন। কঁন্স্যার দস্তানা, ছেঁড়া এবং কাদামাখা। মন্ত্রীর চরেরা আবার অপহরণ করেছে তাঁকে।

দারতাঁয়া ত্রেভিয়ের কাছে গেল।
এখন উপায়?
দেখি, কী করা যায়!

রাণীকে বলে দেখি, তিনি নিশ্চয়ই পারবেন। তুমি কিন্তু সাবধান!
কঁন্স্যার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হল দারতাঁয়া। তার কর্তব্য শেষ। কিন্তু বন্ধুরা কেউ ফেরেনি। কে জীনে, কে এখন কী অবস্থায় রয়েছে।
বন্ধুদের সন্ধানে এবার যাত্রা শুরু হল দারতাঁয়ার।

বলতে পারেন, আমার বন্ধুর কী হয়েছে ?
পোর্থস ? ওঁর বুকে আঘাত লেগেছিল, এখন ভালো

নাহে, বুকে নয়, পায়ে, সামান্যই...

কেন গোপন করছো বন্ধু ? ঠিক আছে, আমি এখন আরামিস আর আথসের সন্ধানে চললাম ।

আমি এখন জগৎ সংসার ভুলে গেছি, বিশেষত ভালোবাসা

ঠিক আছে, এই চিঠিটা তবে পুড়িয়ে ফেলি ।
চিঠি ? দেখি, দেখি...আঃ- সে এখনো আমাকে ভালোবাসে । আমি কী ভাগ্যবান !

আরামিস এখনো অসুস্থ, তাই আথসের সন্ধানে এগিয়ে গেল দারতাঁয়া ।
বারো দিন আগে আমার বন্ধুকে তুমি বন্দী করেছিলে । সে কোথায় ?
আমাকে বাঁচান !

তিনি এখন ভাঁড়ারঘরে আত্মগোপন করে আছেন । আমরা মারা যেতে বসেছি স্যার !

কিহে, এতদিন খুব ভুরিভোজন হয়েছে মনে হচ্ছে ?
নিশ্চয় !

চলো, বাইরে গিয়ে বরং গল্প করা যাক।

তরুণ কাউন্ট ইচ্ছে করলে তাকে নিয়ে পালাতে পারতেন কিন্তু তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি তাকে বিয়ে করলেন।
একদিন তাঁরা যখন শিকার করে ফিরছেন, তখন মেয়েটি হঠাৎ ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মূর্চ্ছা গেল। কাউন্ট তাড়াতাড়ি তার পোষাক আলগা করতে গিয়ে দেখলেন, কী দেখলেন – ভাবতে পারো দারতাঁয়া? দেখলেন – লিলি-পদ্মের চিহ্ন!

চার বন্ধু ফিরে এলো প্যারিসে। ঘরে এসেই দেখল – একটা দারুণ খবর!

যুদ্ধ! ও হো আমাদের যুদ্ধে যেতে হবে।

মাফ করবেন, আমি জানতাম না।

তাতে কী হয়েছে? আমি লেডি দ্য উইন্টার। কাছেই আমার বাড়ী। চলুন না একদিন!

শয়তানী, কন্স্যান্সকে তুমি কী করেছো ?
দারতাঁয়া ! তুমি !
হা ভগবান ! লিলিপদ্মের ছাপ !
মিলাডির জামা টেনে ছিঁড়ে ফেললো সে।
নরাধম ! আমার গায়ে হাত তোলো - এমন সাহস ! তুমি আমার গোপন কথা জেনে ফেলেছো, এবার মরতে হবে।
মর্মাহত দারতাঁয়া বেরিয়ে এলো রাস্তায়। হাজির হল আথসের দরজায়। তখনো টলছে।
ওহ্ বন্ধু, আমি একটা ভয়ঙ্কর আবিষ্কার করেছি।
মিলাডির কাঁধে লিলিপদ্মের ছাপ !
তুমি তাকে ছেড়ে দিলে ? খুব সাবধান ! একা আর কখনো বেরিয়ো না, যা খাবে দেখে শুনে খেয়ো।
নিজের ছায়াকে পর্যন্ত বিশ্বাস কোরনা। মিলাডি এবার প্রতিহিংসায় উন্মাদ হয়ে উঠবে।
আর তো মাত্র ১ দিন, তারপর যুদ্ধযাত্রা
নির্দিষ্ট দিনে রাজকীয় বাহিনী যাত্রা শুরু করল লা রোঁশের দিকে। দারতাঁয়া তার বাহিনী নিয়ে চলল আগে আগে। পথে রাজা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে থেমে যেতে হল। ফলে বন্ধুদের কাছ থেকে দারতাঁয়া হয়ে গেল আলাদা।

তিন মাস্কেটিয়ার শিবিরের পথে ফিরে এলো। আথসের মনে মিলাডির সম্পর্কে দুশ্চিন্তা- কতো খেলা এখনো ও খেলবে?
একদিন রাতে যখন তারা ইতস্তত ঘোরাফেরা করছিল, তখনি দেখা গেল এক ঘোড়সওয়ারকে। অপরিচিত পোষাক...

অশ্বারোহী তাঁর অশ্ব সংযত করে দাঁড়ালেন। আর্থস, পোর্থস আর আরামিস তাঁর কাছাকাছি এলো।
আমরা রাজার মাসকেটিয়ার। আপনি কে?
মন্ত্রী রিশলু।

মাননীয় মন্ত্রীমশায়! আপনি? অপরাধ নেবেন না, আদেশ করুন।
আমি আজ সন্ধ্যার জন্যে তোমাদের সঙ্গ চাই।

তিন মাসকেটিয়ারকে নিয়ে মন্ত্রী উঠলেন এক সরাইখানায়।
অপেক্ষা কর। উপরে আসার প্রয়োজন নেই। আমি আধ ঘন্টার মধ্যে আসছি।
আথসের মনে সন্দেহ - কে থাকতে পারে এই সরাইখানায়?

পায়চারী করতে করতে চিমনীর নল দিয়ে কিছু শুনতে পেল আথস।
চুপ! উপরে মন্ত্রী কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন!

তিন বন্ধু উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলো ভেসে আসা কণ্ঠস্বর।
আমার জন্যে কোন আদেশ আছে কি?
একজন মহিলার কণ্ঠস্বর!

আগামীকাল সকালে তোমাকে ইংলণ্ড যেতে হবে। বাকিংহামের ডিউককে জানাতে হবে - আমরা যুদ্ধ চাইনা।
কিন্তু উনি যদি রাজী না হন?

না, রাজী ওঁকে হতেই হবে।
রাজী না হলে শেষ পর্যন্ত ওঁকে হত্যা করেও আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হবে।
সে দায়িত্বও কি আমার?
নিশ্চয়, তুমি ছাড়া আর কে?

বেশ, আমি দায়িত্ব নিলাম, কিন্তু বিনিময়ে আমি চাই দারতাঁয়ার মৃত্যু। বলুন, রাজী আছেন?
ঠিক আছে, তাই হবে। কাগজ কলম দাও। লিখে দিচ্ছি।

তুমি যা-ই করো, এতে তার সমর্থন রইলো। তোমার কোন ঝামেলা হোক, এটা আমিও চাই না।
পত্রবাহক যে কাজ করেছে
তা আমারই নির্দেশে,
দেশের মঙ্গলের জন্যে।
রিশলু

মিলাডির ভয়ঙ্কর চক্রান্তের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সরে পড়ল আথস। মন্ত্রী নেমে এসে দেখলেন – দুজন মাস্কেটিয়ার।
কই হে, চলো। একি, আর একজন কোথায়?
আজ্ঞে, রাস্তা নিরাপদ কিনা দেখতে গেছে।

ঘোড়া ছুটিয়ে সবাই ফিরে যেতেই আথস গোপন স্থান থেকে বাইরে এলো। সরাসরি গিয়ে হাজির হল মিলাডির দরজায়।
কে তুমি? কী চাও এখানে?
আমি লা-ফ্লেরের কাউন্ট, একদা তোমার স্বামী। মন্ত্রীর লেখা কাগজটি আমি চাই। নইলে---

কী, দেবে? নাকি জোর করে আদায় করতে হবে?
রাগে কাঁপতে কাঁপতে ভিতরে গেল মিলাডি ---

এই নাও কাগজ। দূর হও আমার সামনে থেকে।
তা যাচ্ছি। কিন্তু তোমার দুষ্কর্মের সব পথ এবার বন্ধ করে দেবো। এ পাপ আর চলতে দেওয়া যায় না!

পরের দিন জলযোগের সময় দার্তাঁয়ার সঙ্গে দেখা হল মাসকেটিয়ারদের। সরাইখানায় প্রচণ্ড হল্লা। কথাবার্তা বলবার সুযোগ কোথাও নেই।
গতকাল একটা দুর্গের খানিকটা আমরা উড়িয়ে দিয়ে এসেছি। আজ ওদের লোকজন আসবে ওটা মেরামত করতে। দুর্গটাও দখলে রাখবার চেষ্টা করবে।
তাহলে আমি বাজী ধরতে পারি ওখানে গিয়েই আমরা চার বন্ধু জলখাবার খেয়ে আসবো।

এটা কিন্তু জেনেশুনে মৃত্যুকে ডেকে আনা!
তা কেন? ওখানে গেলে আমাদের কথাবার্তা বলবার সুযোগ হবে। কেউ সন্দেহও করবে না।

চার বন্ধু জলখাবার হাতে দুর্গের কাছে পৌঁছে গেল। এখনো লোকজন কেউ আসেনি। দেখা গেল - ভিতরেও কেউ নেই। অতএব নিশ্চিন্ত।

বল আথস, কী যেন বলতে বলছিলে?

গতরাতে মিলাডিকে আমি দেখেছি। লর্ডের সঙ্গে তার একটা চুক্তি হয়েছে। বিনিময়ে সে চায় তোমার প্রাণ।
মিলাডি! এখানেও?

হঠাৎ দূরে দেখা গেল শত্রুপক্ষ।
ওরা মনে হয় কাজের লোক। মেরামতির জন্যে আসছে।

দুহাত তুলে দারতাঁয়া হাঁকলো-
ওহে, এখানে আমরা এখন খাওয়া-দাওয়া করছি। একটু পরে এসো।

সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গেল গুলিবৃষ্টি। চারবন্ধুর পালটা জবাবে পিছু হটে শত্রুরা পালালো।

মিলাডি বাকিংহামের ডিউককে হত্যা করবার চেষ্টা করবে তাঁকে সাবধান করতে হবে। আর এই চিঠিটা রাখো, পরে কাজে লাগবে

এবার দেখা গেল একটা বাহিনী...
তৈরী হও বন্ধুগণ, ঐ আরও সৈন্যদল আসছে!

সৈনিকরা এসে পৌঁছে গেল দুর্গের নিচে...
আমাদের অস্ত্র এই ভাঙা দেয়ালটা। এটা কাঁপছে। একটু ঠেলা দিলেই একদম নিচে। গোলাগুলির দরকারই হবেনা।

ভাঙা দেয়াল হুড়মুড় করে ধ্বসে পড়লো...
ঐ সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। আর মনে হয় সাহস করে এখানে আসবে না। যুদ্ধ শেষ।

এই যথেষ্ট। এক ঘন্টা হয়ে গেল, জলখাবারও শেষ। চলো এবার, বাজীর টাকা আদায় করতে হবে।

চার বন্ধু ফিরে এলো। বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ রাজা মাস্কেটিয়ার রূপে দারতাঁয়াকে গ্রহণ করলেন।

আমার সারা জীবনের স্বপ্ন আজ সার্থক হল।

মিলাডি পৌঁছে গেল ইংল্যাণ্ড। মাস্কেটিয়ারদের চিঠিও যথাস্থানে পৌঁছে গেছে। ফলে বন্দর থেকেই তাকে অভ্যর্থনা করা হোল।
এই যে মাদাম আমার সঙ্গে আসুন।

তাকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হল, সেটা একটা গরাদ-ঘেরা ছোট্ট ঘর।
এর মানে কী? আমি কি বন্দী?

দরজায় লর্ড উইন্টার দেখা দিলেন।
ফেলটন, তুমি এখন যাও।

আমি জানি, তুমি কী কারণে ইংল্যাণ্ড এসেছো। কিন্তু তোমাকে আমি সফল হতে দেবো না।
চালান করে দেবো হাজার মাইল দূরে।
একা ঘরে বন্দী হয়ে রইলো মিলাডি।

ওহ্-দারতাঁয়া, শুধু তার জন্যে এই হেনস্থা। একবার যদি তাকে পেতাম! এখন ভরসা শুধু এই ফেলটন।

বইটা পড়ুন, মনে শান্তি পাবেন।
শান্তি! আপনিও একথা বলছেন?

একজন পিউরিটান হয়েও আপনি আমাকে ব্যঙ্গ করছেন?

আপনি একজন পিউরিটান?
হা ঈশ্বর! তা-ও কি আপনাকে বলে দিতে হবে?

রূপমুগ্ধ ফেলটন তখনি রাজী হয়ে গেল মিলাডিকে মুক্ত করে দিতে। তারপর এক ঝড়জলের রাত্রে…
এসেছো ফেলটন? আহ্, বাঁচলাম!
চুপ করুন। এই শিকগুলো আগে কেটে ফেলি।

শিক কাটবার পর…
আপনি আমার গলা জড়িয়ে ধরে থাকবেন। কোন ভয় করবেন না।

ধীরে ধীরে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে তারা নেমে গেল বাড়ীটার বাইরে। এবার বন্দরের পথ—

ফেলটন মিলাডিকে পৌঁছে দিল একটা জাহাজে। একটা নৌকা এসে তাকে নিয়ে গেল। ফ্রান্সের উপকূলে এবার পৌঁছে যাবে মিলাডি। অথচ ডিউক অফ বাকিংহাম এখনো অক্ষত। তাহলে?
আপনি যাবেন না?

না, আমি পরের জাহাজে গিয়ে আপনার সঙ্গে মিলিত হব। তার আগে ডিউককে দেখি। আপনার কথা মতো যদি তাঁকে হত্যা করতে পারি!
আহ্ ফেলটন, প্রিয় আমার!

ডিউককে অবশেষে পাওয়া গেল। মুহূর্তমাত্র অবকাশ ডিউক পেলেন না। ফেলটনের ছোরা সবেগে তাঁকে বিদ্ধ করলো।
আহ্-বিশ্বাসঘাতক! আমাকে মেরে ফেললে তুমি?
হ্যাঁ, এটা আমার পবিত্র কর্তব্য। পিউরিটানদের বাঁচাতেই হবে!

এসে পড়লো চারজন মাস্কেটিয়ার।

একটা প্রাণঘাতী বিষ। এর কোন প্রতিষেধক নেই।

মাদাম কঁন্স্টা, এটা কে আপনাকে দিয়েছিল?

সে বলেছিল, তার নাম মিলাডি।

ওহ্-মিলাডি! শয়তানী!

আথস মঠের অধ্যক্ষাকে সব কিছু খুলে বললো।
আমরা এই মহিলার মৃতদেহ আপনার পবিত্র হেফাজতে রেখে যাচ্ছি। আমরা এই বোনটির সমাধিতে প্রার্থনা করতে পরে আসবো।

সরাইখানায় আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। আমি এখুনি আসছি।

খানিক পরে একজন মুখোশধারীকে নিয়ে ফিরে এলো আথস। প্রচণ্ড দুর্যোগের রাত। তবু অপেক্ষা করার কোন উপায় এখন নেই। মিলাডিকে ধরতেই হবে।
চার ঘোড়সওয়ার এগিয়ে চললো আথসের নির্দেশিত একটা বাড়ীর দিকে।

আথসকে দেখেই ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলো মিলাডি।
কী চাও তোমরা ?

কেন এখানে এসেছো ?
আমরা তোমার বিচার করতে এসেছি। দারতাঁয়া, তোমার অভিযোগই প্রথম। শুরু করো তুমি।

আমি এই মহিলাকে অভিযুক্ত করছি মাদাম কঁস্ত্যাকে হত্যা করার জন্যে এবং আমাকেও বিষ দিয়ে হত্যা করবার চেষ্টা করার জন্যে।

আমি বাকিংহামের ডিউককে হত্যা করার জন্যে তোমাকে অভিযুক্ত করলাম।

এই মহিলাটিকে আমি বিয়ে করেছিলাম। আমার নাম এবং ঐশ্বর্য একে দিয়েছিলাম। তারপর জানলাম—এ একজন দাগী অপরাধী, লিলি-পদ্মের ছাপ মারা।

বিচারে দোষী সাব্যস্ত হল মিলাডি। প্রাণদণ্ড ঘোষণা করা হল। রাগে কাঁপতে লাগলো মিলাডি।
তোমরা কাউকে পাবেনা যে এমন শাস্তি আমাকে দিতে পারে।

আমাদের কাহিনী এইখানেই শেষ। এরপর পোর্থস বিয়ে করলো এক ধনী বিধবাকে। আরামিস চলে গেল সন্ন্যাসীদের মঠে। আথস ফিরে গেল আপন জমিদারীতে। দারতাঁয়া এখন লেফটেনান্ট। রোমাঞ্চকর জীবনের আনন্দ নিয়ে সে এগিয়ে চললো তার পরবর্তী দিনগুলির সফলতার দিকে।

উইলিয়াম সেক্সপিয়ারের
ম্যাকবেথ

স্কটল্যান্ডের রাজা ডানকান যখন মহা-সমারোহে রাজত্ব করছেন, দেশে অগাধ শান্তি-সুখ, তখনি একদিন নরওয়ের যুদ্ধ-জাহাজ এসে থামলো স্কটল্যান্ডের উপকূলে। আর এলো ম্যাকডোন্যাল্ড-দুর্ধর্ষ আইরিশ যোদ্ধা। সঙ্গে সুবিশাল এক বাহিনী।

রাজা ডানকান তাঁর সেনাবাহিনীকে পাঠালেন বিদ্রোহীদের দমন করে সমুদ্রপারে তাড়িয়ে দেবার জন্যে। বাহিনীর পুরোভাগে রইলেন রাজকুমার ম্যালকম, প্রধান সেনাপতি ম্যাকবেথ আর ব্যাংকো।

যুদ্ধ যখন এক ভয়ানক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে তখন স্কটল্যান্ডের এক পাহাড়-ঘেরা জলার ধারে তিন ডাইনী নাচছিল। আর ফন্দী আঁটছিল একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে তা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করতে। বলাবলি করছিল-যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে ওরা ম্যাকবেথের সঙ্গে দেখা করবে।

রণক্ষেত্র থেকে একজন রক্তাক্ত সৈনিককে ধরে ধরে আনা হল রাজার সামনে।
এই সেই সার্জেন্ট, পিতা, শত্রু যখন চার পাশ থেকে আমাকে ঘিরে ফেলেছিল, তখনও-ই আমাকে রক্ষা করেছে প্রচণ্ড লড়াই করে।

পিতার কাছে যুদ্ধের সম্পর্কে কিছু বলো বন্ধু। উনি তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।
মহান রাজার জয় হোক!

যুদ্ধের অবস্থা তখন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। কখনো জিতছি আমরা, কখনো ওরা। দীর্ঘকাল যাবত মনে হচ্ছিল – শত্রুদল এবং রাজকীয় বাহিনী, দু-পক্ষই সমান বলবান।

কোন পক্ষই জয় লাভ করতে পারবে না বলেই মনে হচ্ছিল সকলের।

তারপর প্রচণ্ড বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো ম্যাকডোন্যাল্ড। সঙ্গে আইরিশ পদাতিকদের সুবিশাল বাহিনী। রণক্ষেত্রে যেন প্রচণ্ড একটা সামুদ্রিক ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হল এবার। আমরা অনেকটা কোনঠাসা হয়ে এলাম। অবস্থা এমন হল যে ম্যাকবেথ আর ব্যাংকোর পরিচালিত রাজকীয় বাহিনী প্রায় পরাজিত হবার মুখে।

দুঃসাহসী ম্যাকবেথ কিন্তু নির্বিকার।

বিপুল বিক্রমে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুবাহিনীর উপর। সামনে যাকে পেলেন তাকেই হত্যা করতে করতে এগিয়ে চললেন তিনি।

সে কী আশ্চর্য বীরত্ব! দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছেন ম্যাকবেথ। এমন সময়ে ম্যাকডোনাল্ড তাঁর সামনে।

তলোয়ারটা উপরের দিকে তুলে ধরে শত্রুর বুকের উপর আচমকা আঘাত করলেন ম্যাকবেথ।

তারপর কেটে ফেললেন তার মাথা। আইরিশ বাহিনী তখন হতচকিত।

নায়কহীন শত্রুরা এবার সন্ধি করতে বাধ্য হল। ম্যাকবেথ জয়ী হলেন রাজা!

এবার কাছাকাছির একটা প্রাসাদে খানিক বিশ্রাম নেবার জন্যে চলে গেলেন ম্যাকবেথ। সামনের দেয়ালে তিনি সাজিয়ে রাখলেন ম্যাকডোনাল্ডের মাথা। শত্রুদের বুক ভয়ে কেঁপে উঠলো সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে।

এদিকে নরওয়ের রাজা সোয়েনো ততক্ষণে পৌঁছে গেছেন রণক্ষেত্রে। সঙ্গে কয়েক হাজার দুর্ধর্ষ পদাতিক।

সেনাপতি ম্যাকবেথ আর ব্যাংকো আবার এগিয়ে গেলেন শত্রুর মোকাবিলা করবার জন্যে। সে কী প্রচণ্ড উদ্দীপনা!

ক্ষতমুখ থেকে ঝরে ঝরে চলেছে রক্ত। নেতিয়ে পড়লো সার্জেন্ট। তার কাহিনী শেষ করা হলনা।
ক্ষমা করুন মহান রাজা, বড়ো কষ্ট হচ্ছে আমার! মনে হচ্ছে, এখনিআমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবো।

ব্যথিত হলেন ডানকান।
সৈনিকগণ, ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। ক্ষতমুখ-গুলোর শুশ্রূষা করা এখনি দরকার।

ঠিক তখনি দুজন বীর সৈনিক – রস আর অ্যাঙ্গাস শিবিরে পৌঁছলেন রাজা ডানকান তাঁদের খবর শোনার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠলেন।
তোমরা কোনখান থেকে আসছো?
ফাইফের কাছে এখন যেখানে যুদ্ধ চলছে আমরা সেখান থেকে আসছি মহান রাজা!

রাজা সোয়েনো ম্যাকবেথ এবং তাঁর বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচুর সৈন্য নামিয়েছেন। তাঁকে সাহায্য করছেন কডরের থেন। তিনি স্কটল্যাণ্ডের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছেন।

আবার মনে হল-আমরা বোধহয় যুদ্ধে হেরে যাবো।

কিন্তু এবারও সেই দুর্জয় ম্যাকবেথ আর মহান ব্যাংকো প্রচণ্ড দক্ষতায় যুদ্ধের গতি আমাদের অনুকূলে নিয়ে এলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রাজা সোয়েনো আর তাঁর সেনাবাহিনী এখন প্রচণ্ড মার খাচ্ছে, মহান রাজা। আমরা জয়লাভ করছি।
শুভ সংবাদ রস। যুদ্ধ তাহলে শেষ! আমি রাজা সোয়েনোর সঙ্গে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর দেবো।

খিল খিল করে হেসে উঠলো তিন ডাইনী। তারপর ঘোষণা করলো

জয় হোক ম্যাকবেথ, গ্ল্যামিসের থেন!

জয় হোক ম্যাকবেথ, কুডরের থেন!

জয় হোক ম্যাকবেথ, স্কটল্যাণ্ডের ভাবী রাজা!

ব্যাংকো এবার ডাইনীদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।
কই, আমার সম্পর্কে কিছু বলবে না?
তুমি রাজা হতে পারবে না ব্যাংকো, তবে রাজাদের পিতা হবার গৌরব তুমি লাভ করবে।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গেল তিন ডাইনী। ম্যাকবেথ চিৎকার করে উঠলেন।
থামো! কেন এ সব কথা আমাকে বললে! আরও কিছু অন্তত: বলে যাও আমাকে।

রস এবং অ্যাঙ্গাস ইতিমধ্যে কাছে এসে পড়েছেন।
ম্যাকবেথ, রাজার কাছ থেকে শুভসংবাদ নিয়ে এসেছি আমি।
আপনিই হবেন কডরের নতুন থেন।

বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে রাজা ডানকান কডরের থেনের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। তারপর ঐ পদ দিয়েছেন আপনাকেই।

ডাইনীদের ভবিষ্যৎবাণী এভাবে সত্য হতে দেখে ম্যাকবেথ স্তম্ভিত।
বন্ধু ব্যাংকো, তোমার কী মনে হচ্ছে এ সব শুনে? তোমার ছেলেরা রাজা হবে জেনে নিশ্চয়ই খুব আনন্দ হচ্ছে তোমার?
না ম্যাকবেথ, ডাইনীদের কথা আমি বিশ্বাস করি না।

কখনো কখনো ভুল পথে মানুষকে চালিত করার জন্যে এ রকম কথা ওরা বলে থাকে বন্ধু।
কিন্তু ওদের ভবিষ্যৎ-বাণীর একটি তো ইতিমধ্যেই সত্য হয়ে উঠেছে!

এ সব যখন ঘটছিল তখন রাজা ডানকান তাঁর ফোরেসের প্রাসাদে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন ম্যাকবেথের জন্যে।

কডরের থেনের মৃত্যুদণ্ড কি কার্যকর হয়েছে ম্যালকম?

হ্যাঁ পিতা, স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁর বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা স্বীকার করে তিনি মারা গেছেন।

খানিক পরেই ম্যাকবেথ, ব্যাংকো, রস এবং অ্যাঙ্গাস ফোরেসে পৌঁছলেন। সরাসরি তাঁরা হাজির হলেন রাজার সামনে।

অভিনন্দন নাও ম্যাকবেথ! স্কটল্যাণ্ডকে রক্ষা করার জন্যে তোমাকে এবং ব্যাংকোকে আমি পুরস্কৃত করবো। তোমরা দুজনেই দেশের গর্ব।

রাজপ্রাসাদ থেকে রাজপথে এসে ম্যাকবেথ দাঁড়ালেন। ভিতরে তাঁর তোলপাড় চলেছে---
কামবারল্যাণ্ডের যুবরাজ সম্পর্কে আমার এখনি কিছু করা উচিত। যুবক ম্যালকম যদি আমার পথে এসে দাঁড়ায় তবে কেমন করে আমি রাজা হবো?

ইতিমধ্যে ম্যাকবেথের প্রাসাদে লেডি ম্যাকবেথ তাঁর স্বামীর লেখা একটি চিঠি পড়ছিলেন।
ম্যাকবেথ লিখেছে-তিন ডাইনী ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিল যে সে কডরের থেন হবে। এখন তা সত্যি হয়েছে। তারা এমনও বলেছে যে ম্যাকবেথ রাজা হবে। কিন্তু সে কি পারবে তা সত্যি করে তুলতে?

হঠাৎ একজন দূত এলো দারুণ খবর নিয়ে।
রাজা ডানকান ইনভারনেসের পথে আসছেন।
কই, ম্যাকবেথ তো সে কথা লেখেনি?

তিনিই আমাকে দূত পাঠিয়েছেন। উনিও বোধ হয় পৌঁছে যাবেন এখনি।
যাক, ম্যাকবেথ তাহলে আগে এসে পড়বে।

একটা কাজই এখন করার আছে, কেবল ডানকানকে সরতেই হবে!

এসব মতলব কাজে লাগাতে হলে শক্ত হতে হবে আমাকে। ম্যাকবেথকে তো জানি, রাজ-সিংহাসনের লোভেও সে এমন কিছু করবে না যা ন্যায়সঙ্গত নয়।

ইনভারনেসে প্রবেশ করলেন ম্যাকবেথ
অভিনন্দন নাও স্বামী, একাধারে গ্ল্যামিস আর কডরের থেন!

প্রিয়তমা আমার, আজ রাতেই রাজা আসছেন।
সেই তো একটা সুযোগ!

কখন উনি ফিরে যাবার কথা ভেবেছেন?
আগামীকাল।

তাহলে উনি আগামীকাল কখনো দেখবেন না। প্রিয় স্বামী, ওঁকে অভ্যর্থনার জন্যে তৈরী হও। বাকী কাজ আমার হাতে ছেড়ে দাও।

চিন্তা কোরো না। আজ রাতেই স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসন তুমি জয় করবে।

ব্যাপারটা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল ম্যাকবেথের।
পরে এ সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে।

সামান্য কিছু পরেই রাজা ডানকান তাঁর পাত্র মিত্র সভাসদদের নিয়ে ইনভারনেসে পৌঁছলেন।
এই প্রাসাদটি আমি বড়ো ভালোবাসি। এখানে বাতাস খুব মৃদু এবং মধুর।

আহ, লেডি ম্যাকবেথ! আমার বীর স্বামী এখন কোথায়?
ভিতরে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

চলো, তার সঙ্গে আগে দেখা করা যাক

রাজা ডানকান এবং তাঁর সঙ্গীদের জন্যে বিরাট ভোজের আয়োজন করলেন ম্যাকবেথ। ইনভারনেসে পৌঁছতে ওঁদের অনেক দূর ভ্রমণ করতে হয়েছে। ফলে তাঁরা সকলেই খুব ক্ষুধার্ত ছিলেন।

ম্যাকবেথের চিন্তা তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল কেবল। তিনি টেবিল ছেড়ে সরে গেলেন। লেডি ম্যাকবেথ তাঁকে অনুসরণ করলেন। প্রাসাদের বাইরে দুজনের দেখা হল।
ম্যাকবেথ! টেবিল ছেড়ে চলে এলে কেন? তুমি কি চাও, রাজা কিছু সন্দেহ করুন?
এভাবে কিছু করাটা আমি উচিত বলে মেনে নিতে পারছি না। ডানকান সম্পর্কে আমার ভাই, বিশেষ করে আজ তিনি আমার অতিথি!

কিন্তু তুমিই তো প্রথমে ভেবেছিলে-রাজমুকুটের জন্যে তাঁকে হত্যা করতে হবে?

চিন্তা কোরো না ম্যাকবেথ। প্রহরীদের আমি মাতাল করে রাখবো। ওরা কেউ জেগে থাকতে পারবে না। ঘুমন্ত অবস্থায় রাজাকে তুমি ছুরিকাঘাত করতে পারবে।

ভোজ শেষ হয়ে যাবার পর ব্যাংকোর ছেলে তার পিতাকে খুঁজছিল।
রাত বড্ড অন্ধকার পিতা। শুতে যাবেন না?
ঘুম এলেই কেমন আজ-বাজে স্বপ্নে ঘুমটা ভেঙে যায়

হঠাৎ ব্যাংকো কারও পদশব্দ পেয়ে সতর্ক হয়ে উঠলেন। উন্মুক্ত করে নিলেন তলোয়ার
কে ওখানে?
বন্ধু!

ম্যাকবেথ, তুমি! শুতে যাওনি এখনো? আমিও ঘুমোতে পারছি না। গতকাল সেই তিন ডাইনীকে স্বপ্নে দেখেছি।

ওদের সম্পর্কে আমি অবশ্য এখনো ভাবিনি তবে তোমার সঙ্গে পরে এ বিষয়ে কিছু কথা বলবো ভাবছি।
ঠিক আছে। যখন খুশী বোলো ম্যাকবেথ। শুভরাত্রি!

ম্যাকবেথ চত্বরেই অপেক্ষা করতে লাগলেন যতোক্ষণ পর্যন্ত না লেডি ম্যাকবেথ রাজার প্রহরীদের পানীয় দিয়ে অচৈতন্য করে ফেলেন।

হঠাৎ একটা অলৌকিক ছোরা জেগে উঠলো ম্যাকবেথের সামনে। চমকে উঠলেন তিনি।

ঠিক তখনি একটা ঘন্টা বেজে উঠলো ভিতরে। এটা লেডি ম্যাকবেথের সংকেত। ভিতরে সবকিছু এখন প্রস্তুত হয়ে গেছে।
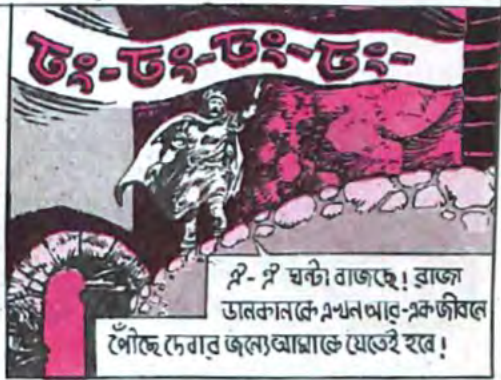
রাজার শয়ন-কক্ষের বাইরে লেডি ম্যাকবেথ দাঁড়িয়েছিলেন-

প্রহরীদের ছোরাদুটো কেড়ে নিয়ে ম্যাকবেথ ডানকানের ঘরে প্রবেশ করলেন। খানিক পরেই ফিরে এলেন তিনি। ছোরা থেকে তাজা রক্ত ঝরে ঝরে তখনো পড়ছে।

ভীত ব্যথিত ম্যাকবেথ ডানকানের পাশের ঘরটার দিকে ইঙ্গিত করলেন।

ইতিমধ্যে ম্যাকবেথ তাঁর হাত দুখানি দেখছিলেন।

রক্তের দাগ কি ধুলে উঠবে? একসমুদ্র জল হয়তো দরকার হবে আমার।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ম্যাকবেথ এলেন।
সুপ্রভাত, মহাশয়গণ!
সুপ্রভাত! রাজা কি শয্যাত্যাগ করেছেন?
করেছেন আশা করি। ঐ তো ওঁর শয়নকক্ষ।
ঠিক আছে ম্যাকবেথ, আমরা ওখানেই যাচ্ছি
রাজা ডানকানের দরজায় ম্যাকডাফ করাঘাত করলেন।
দরজা খুলে গেল। ভয়ে পিছিয়ে এলেন ম্যাকডাফ
খুন! বিশ্বাসঘাতকতা! খুন!
ম্যাকডাফের চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল সকলের।
কী ভয়ঙ্কর! রাজা ডানকান নিহত!
কী! আমাদের প্রাসাদে? হায় ভগবান, আমি মূর্চ্ছা যাবো মনে হচ্ছে!
কে খুন করলো আমার পিতাকে?
দেখে মনে হচ্ছে প্রহরীদেরই কাজ এটা। ওদের হাতে ছোরা রয়েছে, রক্তে মাখামাখি, মুখেও রক্তের ছিটে। কিন্তু আদেশ দিল কে?
কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ারের কোপে প্রহরীদের হত্যা করলেন ম্যাকবেথ।
এ কী করলে ম্যাকবেথ? প্রহরীদের মেরে ফেললে!
আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। ওদিকে মহান রাজা, রক্তে মাখা, মৃত। এদিকে প্রহরীরা— ওঁকে খুন করে শান্তিতে ঘুমোচ্ছে! এ কী ভয়ঙ্কর অন্যায়!

কিছুক্ষণ পরে রাজার ছেলে ম্যালকম এবং ডোনালবেন দুজনে আলোচনায় বসলেন।
কেউ নিশ্চয়ই স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসন দখল করতে চায়। আমাদের পিতাকে যে হত্যা করেছে সে আমাদেরও এবার হত্যা করতে পারে। আমি বরং গোপনে ইংল্যাণ্ডচলে যাই। স্কটল্যাণ্ড এখন আমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়।
আমি তাহলে ইংল্যাণ্ড যাবো। আমরা যদি দূরে দূরে থাকি তবে দুজনেরই মঙ্গল।

কয়েক ঘন্টা পর। রস এবং ম্যাকডাফ ডানকানের মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন।
কে সেই শত্রু রাজাকে হত্যা করবার জন্যে যে প্রহরীদের আদেশ দিয়েছিল?
কে বলতে পারে, তবে ম্যালকম এবং ডোনালবেন দুজনেই এখন পলাতক।
সত্যি, এটা খুবই খারাপ ব্যাপার। এমনভাবে পালিয়ে যাওয়াটা উচিত হয়নি ওদের। কে জানে, হয়তো ওরাই কাণ্ডটা করেছে!
যে-ই এটা করে থাকুক, ম্যাকবেথই এখন পরবর্তী রাজা।

চলে যাচ্ছেন? আপনি কি স্কোনে যাবেন না ম্যাকবেথের অভিষেক দেখতে?
না, এটা আমি মেনে নিতে পারছি না। আমি ফাইফে আমার প্রাসাদে যাচ্ছি। বিদায়!

স্কটল্যাণ্ডের রাজা হতে ম্যাকবেথের দেরী হল না বিশেষ। তিনি স্থির করলেন-একটা বিরাট ভোজ দিয়ে সকলকে আপ্যায়িত করবেন।
ফোরেসের প্রাসাদে তার আয়োজন চললো

রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে ব্যাংকো ম্যাকবেথের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।
ডাইনীরা যা বলেছিল তার সবই ম্যাকবেথ লাভ করলো।
কিন্তু আমার ভয় হয়, রাজ-সিংহাসনের লোভেও-ই হয়তো খুন করেছে ডানকানকে।

তূর্য বেজে উঠলো। রাজা ম্যাকবেথ তাঁর রাজসভার কয়েকজন সভাসদকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন।
ব্যাংকো, বন্ধু আমার! আজ রাতে একটা ভোজসভা হচ্ছে। তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে তো?
নিশ্চয়। তবে আমি আমার ছেলেকে নিয়ে খানিক বেড়িয়ে তার পরে এখানে আসবো।

ব্যাংকো চলে যাবার পর…
ডাইনীরা বলেছিল-ব্যাংকো হবে রাজাদের পিতা। তাহলে সে আমার সিংহাসনের অন্তরায়

খানিক পরেই দুজন ঘাতককে তিনি ডাকালেন।
শোনো তোমরা, ব্যাংকো আমার শত্রু। তিনি এবং তাঁর ছেলেকে আজ রাতেই তোমরা হত্যা করবে।
যথা আজ্ঞে প্রভু!

ঘাতকরা চলে যাবার পর কক্ষে প্রবেশ করলেন লেডি ম্যাকবেথ।
যা আমরা করেছি তার জন্যে অতো চিন্তা করছো কেন? ও সব তো শেষ হয়ে গেছে!
না, এখনো হয়নি। আজ রাতে আরও একটা হত্যাকাণ্ড ঘটবে, তবেই এর নিষ্পত্তি। ওটা শেষ হয়ে যাবার পর আমি সব কিছু তোমাকে বলবো।

অন্ধকার রাত। পুত্র ফ্লিয়্যান্সকে নিয়ে ব্যাংকো তাঁর ভ্রমণ শেষ করে ফিরছেন, ওদিকে পথের আড়ালে ঘাতকের দল…
ঐ ওরা আসছে!

আচমকা ব্যাংকোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ঘাতকের দল। তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলো ব্যাংকোকে। কিন্তু ফ্লিয়্যান্সকে ধরতে পারলো না।
পালাও, পালাও ফ্লিয়্যান্স, যেমন করে পারো আত্মরক্ষা করো।

বাপকে আমরা পেয়েছি, কিন্তু ছেলেটা পালালো!
উপায় কী! চলো, খবরটা রাজাকে দিয়ে আসি।

ইতিমধ্যে ভোজ-সভার অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে।
আপনারা সকলেই এখানে স্বাগত। দয়া করে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করুন।

আপনাদের সকলকে এখানে পেয়ে আমি আনন্দিত। রাণী খানিক পরেই আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন।

ভোজ সভা শুরু হয়ে গেল। ম্যাকবেথ দেখলেন-দরজার মুখে একজন ঘাতক।

চমকে উঠলেন ম্যাকবেথ। তাড়াতাড়ি তাকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন আড়ালে, তবু বুকের মধ্যে কীসের যেন একটা তাণ্ডব--
একি! তোমার মুখে রক্ত?

হ্যাঁ প্রভু, এ রক্ত ব্যাংকোর। তিনি একটা খানার মধ্যে এখন মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন।
আর ফ্লিয়্যান্স?
আমাদের মার্জনা করুন প্রভু। ছেলেটা পালিয়েছে।

ঠিক আছে, মূল কাজটাই হয়ে গেছে। অন্য সময় আমরা ব্যবস্থা করবো ফ্লিয়্যান্সের। এখন তুমি এসো। এভাবে এখানে থেকো না।
যথা আজ্ঞা প্রভু!

ভোজসভায় প্রবেশ করলেন ম্যাকবেথ। দেখলেন- একটা আসনও খালি নেই।
এ কি! আমি কোথায় বসবো? একটা চেয়ারও তো কোথাও খালি দেখছি না!

রাজসিংহাসনের পাশেই বসেছিলেন এক সভাসদ। ম্যাকবেথের কথা শুনে তিনি অবাক বিস্ময়ে তাকালেন।
সেকি প্রভু, আপনার জন্যে তো এই সিংহাসন!

ম্যাকডাফ ইচ্ছা করেন - ইংলণ্ডের রাজা এডওয়ার্ড নর্দামবারল্যাণ্ডের আর্ল সিওয়ার্ডকে পাঠান ম্যালকমকে সাহায্য করার জন্য। তাহলে তিনি ম্যাকবেথকে পরাস্ত করতে পারবেন। কারণ এখন সকলেই বুঝে গেছেন - ম্যাকবেথই মহান রাজা ডানকানের হত্যাকারী।

শুনে খুশী হলেন ম্যাকবেথ। কিন্তু ব্যাংকো রাজাদের পিতা হবেন – এই ভবিষ্যৎ-বাণীও কি তাহলে সত্য হয়ে উঠবে? ডাইনীরা এবার হাসলো।

এ প্রথম লোকটি ব্যাংকো, বাকী সবাই ওরই মতো দেখতে। অর্থাৎ – ওরই বংশধর। সবারই মাথায় রাজমুকুট। আজ আমার বড়ো মন্দ দিন!

ডাইনী তিনজন অন্তর্হিত হয়ে গেল শূন্যে। ম্যাকবেথের খোঁজ করতে করতে লেনক্স গুহায় এসে পৌঁছলেন।

প্রভু, থেন ম্যাকডাফ সম্পর্কে আমি খবর নিয়ে এসেছি। তিনি এখন ইংলণ্ডে পলাতক।

ম্যাকডাফের স্পর্ধা সীমাহীন হয়ে উঠেছে। ওকে শাস্তি দেবার জন্যে আমাকে তৎপর হতে হবে। ওর স্ত্রী-পুত্রকে হত্যা করবার জন্যে তার প্রাসাদে আমি সৈন্যদের পাঠাবো।
ইতিমধ্যে লেডি ম্যাকডাফকে আনন্দ দেবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন রস। তাঁর স্বামী যে কেন এভাবে চলে গেলেন - এই চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে পড়েছিলেন।
ম্যাকডাফ বিশ্বাসঘাতকের মতো কাজ করলো।
না ম্যাডাম,আপনার স্বামী বুদ্ধিমান। তিনি যা করেছেন তা দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্যে।

খানিক পরে রসও চলে গেলেন ইংলণ্ডের পথে। লেডি ম্যাকডাফ চোখের জলে ভেসে গেলেন।
মা, তুমি কাঁদছো কেন?
তোমার বাবা চলে গেছেন। আমি জানি না, তাঁকে ছাড়া আমরা কেমন করে বাঁচবো?

কয়েক মুহূর্ত পরেই একজন দূত এলো এক ভয়ঙ্কর খবর নিয়ে।
ম্যাকবেথের সৈন্যদল এইপথেই আসছে। তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালান!
কেন,আমরা তো কোন অন্যায় করিনি!

আলোচনার সময় আর মিললো না। সৈন্যদল জোর করে ভিতরে প্রবেশ করলো ওরা হত্যা করলো লেডি ম্যাকডাফ এবং তাঁর পুত্রকে।

ইংলণ্ডে পৌঁছবার আগেই রস খবর পেয়ে গেলেন লেডি ম্যাকডাফ এবং তাঁর পুত্র নিহত। রাজা এডওয়ার্ডের প্রাসাদে প্রবেশ করে রস দেখলেন- ম্যালকমের সঙ্গে কথা বলছেন ম্যাকডাফ।
আসুন,আসুন রস। স্কটল্যাণ্ডের খবর কী?
ম্যাকবেথ একটা পাগল। সারা দেশ এর জন্যে কষ্ট ভোগ করবে।

বিচলিত হোয়ো না রস। ইংলণ্ডের রাজা নর্দামবারল্যাণ্ডের আর্ল সিওয়ার্ডকে আমাদের দিয়েছেন। সঙ্গে দশ হাজার যোদ্ধা। খুব শীগগিরই আমরা যুদ্ধযাত্রা করবো ম্যাকবেথের কবল থেকে স্কটল্যাণ্ডকে বাঁচাতে।

স্কটল্যাণ্ডের রাজ-অন্তঃপুরে এ দিকে শুরু হয়েছে এক নতুন নাটক। লেডি ম্যাকবেথের এক পরিচারিকা একজন ডাক্তার ডেকে এনেছেন

অসুখটা আজ কতোদিন হল?

যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবার জন্যে রাজা ম্যাকবেথ যেদিন প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে গেলেন সেদিন থেকেই এটা হচ্ছে। ঐ-ঐ দেখুন!

হঠাৎ একজন দূত এলো ভয়ঙ্কর সংবাদ নিয়ে।
প্রভু, দশ হাজার ইংরেজ সৈন্য এই পথেই আসছে!
আসতে দাও, তাদের ভয়ে ভীত আমি নই। যাও, পাঠিয়ে দাও সেটনকে।

বিচক্ষণ ম্যাকবেথ আর নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন না। শত্রুর মোকাবিলা করবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন।
সেটন, বর্ম পরতে সাহায্য করো আমাকে। সবাই দেখুক - শত্রুর ভয়ে ভীত নয় ম্যাকবেথ।
সবাই সেটা জানে প্রভু।

ইংরেজ সেনাবাহিনীর সঙ্গে স্কটল্যাণ্ডের রাজদ্রোহী বাহিনী খুব শীগগিরই বার্নাম বনে মিলিত হল।

সৈন্যদের বলো - বার্নাম বন থেকে সবাই এক একটা গাছের ডাল নিয়ে এবার যাত্রা শুরু করুক। এভাবে গেলে ম্যাকবেথ আমাদের সৈন্যবল সম্বন্ধে কোন ধারণা করতে পারবে না!
তাই হবে স্যার!

এখন ডানসিনেনে আমরা ম্যাকবেথের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার জন্যে প্রস্তুত। এগিয়ে চলো সবাই।

ম্যাকবেথ এ সময় ভাবছিলেন- ম্যালকম, সিওয়ার্ড, ম্যাকডাফ- সবাই তাঁর বিরুদ্ধে অসহায়।
পতাকাগুলো দেয়ালের উপর বসিয়ে দাও। ডানসিনেন প্রাসাদ শত্রুর চেয়ে শক্তিশালী।

নিজের প্রাসাদেই কিন্তু বিপদ ঘটে গেল এবার। ম্যাকবেথ শুনতে পেলেন - ভিতর থেকে মহিলাদের কান্না ভেসে আসছে।
সেটন, কী হয়েছে ভিতরে?
হায় প্রভু, রাণী এইমাত্র মারা গেলেন!

শোক করার মতো সময় ম্যাকবেথের ছিল না। ঠিক সেই সময়ই এক দূত এলো এক আশ্চর্য খবর নিয়ে।
প্রভু, কথাটা প্রলাপের মতো শোনাবে কিন্তু আমি যখন প্রাসাদের উপর থেকে বার্ণাম বনের দিকে তাকিয়েছিলাম- আমার মনে হল- বনের গাছগুলো সব পাহাড়ের মাথার দিকে উঠে আসছে।

গর্জে উঠলেন ম্যাকবেথ-
মিথ্যে কথা! এ কখনো হতে পারে না।
না প্রভু, সত্যি, আপনি নিজের চোখে দেখে আসুন।
ডাইনীদের ভবিষ্যৎ-বাণী এবার মনে পড়লো ম্যাকবেথের। বার্ণাম বন ডানসিনেনের দিকেই উঠে আসছে তাহলে!

যুদ্ধের জন্যে প্রাসাদের সকলকেই ম্যাকবেথ ডাক দিলেন।
অস্ত্র নাও সবাই। প্রাসাদের বাইরে আমরা শত্রুদের মুখোমুখি হবো। যদি মরতেই হয় তবে লড়াই করতে করতেই মরবো।

ম্যালকম এবং তাঁর সৈন্যবাহিনী ততক্ষণে প্রাসাদের কাছে পৌঁছে গেছেন।
ম্যাকডাফ, সৈন্যদের বলো- ওরা ওদের ডালপালার আড়ালগুলো ফেলে দিক।

ভেরীগুলো বাজাও! ম্যাকবেথ জানুক- আমরা তার জন্যে নিয়ে এসেছি শুধু রক্ত আর মৃত্যু!

রণদামামার শব্দ পেয়ে ম্যাকবেথ তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলেন একটা সমতলভূমিতে।

যুদ্ধের সময় নর্দামবারল্যাণ্ডের আর্ল সিওয়ার্ডের ছেলে তলোয়ার-যুদ্ধে আহ্বান করলো ম্যাকবেথকে।
কী নাম তোমার?
নাম শুনলে চমকে উঠবে। আমি ম্যাকবেথ!

যুদ্ধ হল সামান্যই। ম্যাকবেথের তলোয়ার হত্যা করল শত্রুকে

হা-হা ! নারীগর্ভজাত মানুষ ! আমি তোমাদের ভয় করি না। কেউ আমাকে আঘাত করতে পারবে না এই যুদ্ধে!

এসো, যুদ্ধ হোক!
ম্যাকবেথ বিপুল বিক্রমে আঘাত হানলেন।
আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় সরে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করলেন ম্যাকডাফ তারপর আক্রমণ করলেন ম্যাকবেথকে।
ইতিমধ্যে ম্যালকমের বাহিনী যুদ্ধ শেষ করে ফেলেছে। তারা জয়ী।
কত মানুষকে আমরা হারালাম!
বলতে কষ্ট হচ্ছে প্রভু, তরুণ সিওয়ার্ড ম্যাকবেথের হাতে নিহত হয়েছেন।
হায় পুত্র, বীরের মৃত্যু লাভ করেছো তুমি!
ম্যাকডাফ ছুটতে ছুটতে ভিতরে এলেন এবার।
ম্যাকবেথের ছিন্নমুণ্ড আমার হাতে।
জয় ম্যালকম।
ম্যাকডাফের এই চরম কৃতিত্বের পর প্রতিটি থেন স্কটল্যাণ্ডের নতুন রাজা রূপে অভিনন্দন জানালেন ম্যালকমকে।
কসাই ম্যাকবেথের মৃত্যু হয়েছে! আমরা জয়ী।
এবার স্কটল্যাণ্ডে শান্তি আসুক।
অভিনন্দন গ্রহণ করুন ম্যালকম।
স্কটল্যাণ্ডের নতুন রাজা ম্যালকমের জয়!
শেষ

ডন কুইকসোট

মিগুয়েল সার্ভান্তিস

স্পেনদেশের একটি ছোট্ট গ্রাম – লা মাঞ্চা। সেখানে বাস করতেন এক প্রৌঢ়– অ্যালোনসো কুইকসানো। মানুষটি ছিলেন খুব গরীব। কিন্তু দিনগুলো তাঁর বই পড়েই কেটে যেতো। বহু বহু বছর আগে যে সব বীর নাইট জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের গল্প পড়া ছাড়া আর কোন কিছুই তাঁর ভালো লাগতো না।

ভাইঝি যখন কাছে এসে ডাকতো…

আমি যখন সূর্যের মহান নাইটের কথা পড়ছি, তখন এভাবে ডাকবে না।

মহান অশ্ব ! ভুলে যাও তুমি কখনো একটা সাধারন ঘোড়া ছিলে। আজ থেকে তুমি রোজিনান্টি - ডন কুইকসোট-ডিলা-মাঞ্চার বাহন ।

এখন আমার একটা আশ্চর্য নাম, চমৎকার বর্ম আর একটি অতুলনীয় অশ্ব রয়েছে। এবার আরাধনা করার জন্যে একটি সুন্দরী বালিকার প্রয়োজন।

তুমি তো জানো রোজিনান্টি, একজন হৃদয়হীন নাইট একটা পাতাঝরা গাছের মতো, আত্মাহীন শরীরের মতো।

কাছেই ছিল একটা গ্রাম – এল টোবোসো। সেখানে বাস করতো অতি সাধারণ একটি গ্রাম্য মেয়ে। নাম – অ্যালডোনজা লোরেঞ্জো। কুইকসানো একবার গ্রামের মেলায় তাকে দেখেছিলেন।

নারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, যদিও তুমি জানো না, তবু তুমিই আমার আরাধ্যা। এই মুহূর্ত থেকে আমার গৌরব, যা আমি অর্জন করবো – সব তোমার।

এবার তিনি গৌরবের সন্ধানে বের হয়ে পড়লেন।

সব কিছু ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু সম্মানই হচ্ছে সব।

খুব শিগগিরই কিন্তু ভাবিত হয়ে পড়লেন কুইকসোট।

ওহ, নাঃ, ভুলেই গিয়েছিলাম। কেউ একজন নাইট বলে আমাকে স্বীকার না করলে মহৎ কাজকর্ম আমি করবো কী ভাবে?

হুম, মনে হচ্ছে – এ সম্পর্কে কিছু পড়েছিলাম। প্রথম যার সঙ্গে দেখা হবে তাকেই ধরতে হবে যাতে সে আমাকে নাইট বানিয়ে দেয়।

অতএব এগিয়ে চললেন কুইকসোট।
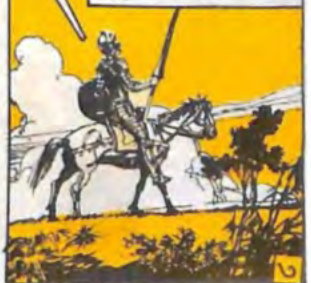
খুব তাড়াতাড়িই একটা সরাইখানায় তিনি পৌঁছে গেলেন।
দেখো রোজিনান্টি, আমরা একটা প্রাসাদের সামনে এসে পড়েছি। দুটি রূপসী মহিলা আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।

ঠিক তখনই এক রাখাল তার শূকর ছানাগুলিকে ডাকবার জন্যে শিঙা বাজিয়ে দিয়েছে।
আমাকে এভাবে অভ্যর্থনা করার জন্যে ধন্যবাদ।

সরাইখানার মালিকও তখন বাইরে এসে পড়েছে।
স্যার নাইট, আপনি সর্বদাই স্বাগত। কিন্তু আজ যে কোন ঘর খালি নেই?

চিন্তা নেই, আমি গাছতলায় ঘুমোবো।
বেশ, তবে নামুন।
ঘোড়াটিকে কিন্তু যত্নে রাখতে হবে, কারন এমন মহাজ্ঞানী অশ্ব আপনি দুটি পাবেন না।

ডন কুইকসোট তাঁর শিরস্ত্রাণ খুললেন না। তখন মেয়ে দুটি তাঁকে খাইয়ে দিল।
ইস! কী দুর্গন্ধ!
না না, চমৎকার খাবার।

খাওয়া শেষ হবার পর--
দেখুন, আরো একটু দাক্ষিণ্য আমার চাই।
নিশ্চয়, নিশ্চয়। তার জন্যে এতো কাতর হচ্ছেন কেন? উঠে দাঁড়ান।

প্লিজ স্যার, দেখুন, অনেক মানুষ আছে যাদের আমি সাহায্য করতে চাই। কিন্তু আমি শুরু করতেই পারছি না, যদি না আপনার মতো কোন রাজকুমার আমাকে নাইট বলে ঘোষণা করেন।
বেশতো, বেশতো, আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমিও খুশী হবো। আজ রাতের মতো এখানের পূজাবেদীতে আপনার বর্মগুলি আপনি রাখতে পারেন মহান নাইট।

রাত বাড়ছিল। এমন সময় এক পথিক এসে পড়লো সঙ্গে একটি তৃষ্ণার্ত ঘোড়া নিয়ে।

দেখুন, এই কিম্ভুতটাকে সরিয়ে দিন। আমি ঘোড়াটাকে জল খাওয়াবো।

রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন কুইকসোট।

কী, আমি কিম্ভুত? একজন নাইটের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়, তা-ও শেখেন নি?

কী ব্যাপার? মারবেন নাকি আমাকে?

সরাইমালিক এগিয়ে গিয়ে আটকে দিলেন কুইকসোটকে।

থামুন স্যার, থামুন! এ আপনি কী করছেন?

ও আমাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। ও কী জানে না – সারা-রাত আমি এখানে প্রার্থনা করবো?

অতএব ডন কুইকসোট এবার বের হবার জন্যে তৈরী হলেন।

দেখুন, আপনার সঙ্গে টাকাকড়ি আছে তো?

না। কেন বলুন তো? কোন নাইটের এসব দরকার হয় বলে তো শুনিনি।

রোজিনান্টির পিঠের উপর কুইকসোটকে তুলে দিলেন সরাইমালিক।
ভুল ধারণা আপনার। সব নাইটেরই একটা সোনা ভর্তি থলি থাকে সঙ্গে।
আশ্চর্য! আমি তো এটা জানতাম না।

আমার কথাগুলো মনে রাখবেন। আপনি এখন বাড়ী ফিরে যান। কিছু পরিষ্কার জামা-কাপড় সংগ্রহ করুন। তারপর একজন অনুচর খুঁজে নিন। অনুচর বাদ দিয়ে কোন নাইটের কথা কখনো শুনেছেন?

সুতরাং ডন কুইকসোট তাঁর গাঁয়ের পথেই ফিরে চললেন। ভোরবেলা একটা আর্তনাদ তাঁর কানে এলো।

কী ব্যাপার! মনে হচ্ছে - কারো কোন সাহায্য দরকার নাইটের?

এগিয়ে গেলেন কুইকসোট।
থামো, আমার হুকুম! নিজেকে যে রক্ষা করতে পারে না, তেমন কাউকে আঘাত করা ঠিক নয়।
দেখুন স্যার নাইট, এই ছেলেটা আমার ভেড়াগুলোকে পাহারা দিত। কিন্তু রোজই ও একটা করে ভেড়া হারিয়েছে। এখন ও তার কাজের জন্যে পারিশ্রমিক চেয়েছে।
আমি সেটা ভালোভাবেই ওকে মিটিয়ে দিচ্ছি।

খবর্দার! এখনি ওর বাঁধন খুলে দাও। আর ওর পাওনা টাকা মিটিয়ে দাও। নইলে আমি তোমাকে হত্যা করবো।
আপনার আদেশ শিরোধার্য মহান নাইট।

আমি হলাম ডন কুইক-সোট-ডি-লা-মাঞ্চা। বেঠিক ব্যাপারকে ঠিক করাই আমার কাজ।
মনের আনন্দে আবার এগিয়ে চললেন কুইকসোট

কিন্তু যখনি তিনি চোখের আড়ালে চলে গেছেন--
নে, এবার তোর পাওনা। ডাক ওকে, ওইযে- বেঠিক জিনিষকে ঠিক করার ওস্তাদ - নাইট না কে, দেখি সে এটা ঠিক করতে পারে কিনা।

চলতে চলতে এক দল বণিকের সঙ্গে কুইকসোট মুখোমুখি হলেন।

থামো, আমার হুকুম! কেউ তোমরা যেতে পারবে না যতোক্ষণ না স্বীকার করছো ডালসিনিয়া-ডেল-টোবোসোই হচ্ছে পৃথিবীর সেরা সুন্দরী।

স্যার, আমরা এ কথা বলতে খুবই আনন্দ পাবো, কিন্তু আগে তার একটা ছবি অন্ততঃ আমাদের দেখান।

কী! আমার কথায় অবিশ্বাস?

ডন কুইকসোট আক্রমণ করতে গেলেন, কিন্তু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল রোজিনান্টি।

ও-হো-হো-

তবেরে! এইবার?

গান শুনতে পেয়ে তাঁর গাঁয়েরই এক জন ভাগ্যক্রমে এসে পড়লো সেখানে।
কে ওখানে? আশ্চর্য!
মুখের থেকে বর্ম সরানোর পর—
অ্যালোনসো, আপনি?
না, আমি ডন কুইকসোট-ডি-লা-মাঞ্চা। দশজন দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করে এই অবস্থা।
সরল মানুষটি তাঁকে তার খচ্চরের পিঠে চড়িয়ে তাঁর গাঁয়ের বাড়ীতে পৌঁছে দিল।
মানুষটা গেল কোথায়?
ঐ দেখুন উনি আসছেন।
ও সব বই আপনি আর পড়বেন না। ওগুলো পড়ে আপনার মাথার ঠিক নেই।
সবাই মিলে ধরাধরি করে কুইকসোটকে ভিতরে নিয়ে গেলেন।
খানিক পরে তিনি যখন ঘুমিয়ে পড়লেন…
চিন্তা করবেন না। উনি জেগে ওঠার আগেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।
একি! কী হয়েছে?
জেগে উঠেই চমকে উঠলেন কুইকসোট
আর বলবেন না! গত রাতে মেঘে চড়ে এক যাদুকর এখানে এসেছিল। সেই আপনার লাইব্রেরীর সব বইপত্তর নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে।
ওই বিরাট যাদু আমার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কোন কিছুই আমার কর্তব্য থেকে এক চুল সরাতে পারবে না।
দু'সপ্তাহ বেশ শান্তিপূর্ণভাবেই বাড়ীতে কাটালেন কুইকসোট। এ সময় এক গরীব প্রতিবেশীকে তিনি লোভ দেখাতে লাগলেন।
আমার অনুচর হলে তুমি বিরাট ধনী হয়ে যাবে, এমনকি কোনদিন কোন রাজ্যপালও হয়ে যেতে পারো।
রাজ্যপাল? আমি!

কতকগুলো পারিবারিক সম্পদ এবার বিক্রী করে দিলেন কুইকসোট।
আপনি কিন্তু আমার ভাইঝি বা গৃহকর্ত্রীকে কিছু বলবেন না।
ভয় নেই অ্যালানসো-নানে জন কুইকসোট, আপনার গোপন সম্পদ আমার কাছে নিরাপদেই থাকবে।

এরপর এক রাতে কুইকসোট বের হয়ে পড়লেন পথে। সরাইমালিক যেমনটি বলেছিলেন – এবার তাঁর সঙ্গে একজন অনুচর - সাঙ্কো পাঞ্জা, একথলি সোনা আর কতকগুলো পরিস্কার পোষাক। মনের আনন্দে এগিয়ে চললেন কুইকসোট।
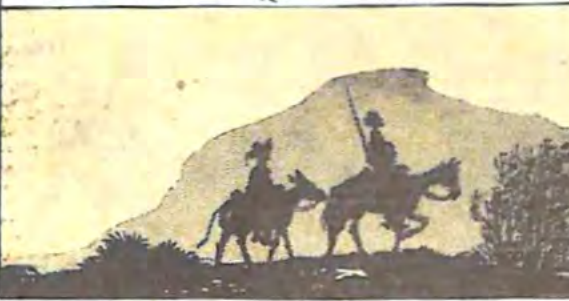
পরের সকালে কতকগুলো বায়ু-কলের সামনে এসে তাঁরা থামলেন।
ভাগ্য আমাদের ঠিক জায়গাতেই এনে দিয়েছে সাঙ্কো। আমি ঐ দৈত্য-গুলোর সঙ্গে লড়াই করবো। ওদের ধন-সম্পদ সব আমার হবে।
দৈত্য? কোথায়?
আরে ঐ তো, দেখতে পাচ্ছে না, বিরাট বিরাট হাত নেড়ে কেমন ভয় দেখাচ্ছে?
ভালো করে দেখুন স্যার, ওগুলো বায়ু-কল। হাত যেগুলো বলছেন - ওগুলো কলের পাখা। কল দিয়ে জাঁতা ঘোরানো হচ্ছে।

ঠিক তখনি একটা জোরো হাওয়া বয়ে যেতে লাগলো, আর বায়ুকলের পাখাগুলো ঘুরতে শুরু করলো।
সাঙ্কো, অভিযান সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে - ওরা আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে হাতগুলো নাড়ছে।

সুতরাং বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কুইকসোট।

পরের সকালে গাছের ভাঙা ডাল বেঁধে বর্শাটা জুড়ে নিলেন কুইকসোট।

এবার আমরা অভিযানে যেতে পারবো।

আশা করি গতকালের চেয়ে আরো ভালো হবে এবার।

খানিক পরেই তাঁরা এক দল ভ্রমণকারীর সামনে এসে পড়লেন।

দেখো, ওরা একজন রাজকুমারীকে চুরী করে নিয়ে পালাচ্ছে।

আমি কিন্তু দু'জন সন্ন্যাসী আর একটা গাড়ী দেখতে পাচ্ছি, স্যার।

ওহ, স্যাঙ্কো, তোমার এখনো অনেক কিছু শেখবার আছে।

দূরে যাও শয়তানের দল। রাজকুমারীকে রক্ষা করবার জন্যে আমি এসে পড়েছি।

বাহ, প্রভুর বীরত্বের পুরস্কারটা এবার আমার হাতেই এসে পড়েছে।
ভূপাতিত সন্ন্যাসীটির উপর চড়াও হোল স্যাঙ্কো।

সন্ন্যাসীর সঙ্গীরা তখন সাহায্যের জন্যে ছুটে এলো।
ওরেরে! চোর কোথাকার!
এই নে তোর পাওনা!

ইতিমধ্যে কুইকসোট গাড়ীর কাছে পৌঁছে গেছেন।
আমি ডন-কুইকসোট-ডি-লা-মাঞ্চা আপনাকে রক্ষা করলাম। বিনিময়ে আমার মানসী ডালসিনিয়া-ডেল-টোবোসোকে আমার বীরত্বের খবরটা জানাবেন-এই আমার অনুরোধ।
আপনি নিশ্চয় মজা করছেন!
মহিলার এক সঙ্গী এবার রুখে উঠলো।
ভাগো এখান থেকে-মূর্খ কোথাকার!
বটে! এতোদূর স্পর্ধা!

স্পর্ধা আমার নয়-তোমার। এই নাও তার পুরস্কার।
মানসী ডালসিনিয়া, তোমার নামে আমি এ আঘাতটা সহ্য করে নিলাম।

এর পরেই এলো কুইকসোটের পালা।
এই নাও দুষ্ট শয়তান কোথাকার!

কুইকসোট এবার রোজিনান্টির পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালেন।

অস্ত্র ফেলে দাও, নইলে মাথা কাটবো তোমার!

ওহ, মহান নাইট। আমি ওর প্রাণ ভিক্ষা চাইছি।

আপনি মহৎ, তাই আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করলাম। কিন্তু ওকে এম টোবোসোতে যেতে হবে। ডালসিনিয়ার কাছে সব বলতে হবে।

ঠিক আছে, ও যাবে।

মুক্তি পেয়ে যাত্রীরা ছুটে পালালো।

ওহ, প্রভু! কী দারুণ খেল আপনি দেখালেন! এবার আমাকে রাজ্যপাল কবে করছেন?

আহ, সাংকো, অপেক্ষা করতে শেখো। সামনে যে সব দুঃসাহসিক কাজ আমাদের করতে হবে- এটা তারই একটা ভূমিকা।

অতএব তাঁরা এগিয়ে চললেন সামনে।

শিরস্ত্রাণটা নষ্ট হয়ে গেল। খুবই দুঃখের কথা সাংকো।

তবু ভালো, মাথাটা তো বেঁচেছে!

যে পাথরটার ধারে মার্সেলাকে সে প্রথম দেখেছিল, সেখানেই কাল সকালে তাকে কবর দেওয়া হবে।

ভালো কথা, আমিও সেখানে তোমাদের সঙ্গে যেতে চাই।

পরের দিন সকালে···
এখানে শুয়ে আছে ক্রাইসোসটোম। সে মার্সেলাকে ভালোবাসতো। কিন্তু বিনিময়ে পেয়েছে ঘৃণা। অহঙ্কারী মেয়েটি তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে।

হঠাৎ করে মার্সেলা হাজির।
শান্ত হোন,
কেন আমাকে মন্দ বলছেন?
আমি কখনো কাউকে ঠকাইনি। আমি শুধু বলি - আমাকে একা থাকতে দিন।

শুনেছি - খাঁটি ভালোবাসা কখনো বাঁধে না। তাহলে একটা জন্তুর মতো লোকে আমাকে শিকার করতে চায় কেন? আমি শুধু ভালোবাসি - একা একা ঘুরে বেড়াতে। চারপাশের এই পাহাড়, বন আর নদীর ধারে বসে বসে আমার প্রিয় গানগুলি গাইতে।

আমার স্বাধীনতা কেউ দয়া করে কেড়ে নেবেন না। আমাকে একা থাকতে দিন।
এই বলেই মেয়েটি চোখের আড়ালে সরে গেল।

মেষপালকদের কেউ কেউ ওর পিছু নেবার চেষ্টা করছিল।
না, পিছু নেবে না। ও দোষী নয়; ওকে বরং সম্মান করা উচিত।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হয়ে যাবার পর···
এতো তাড়াতাড়ি আমরা চলে যাচ্ছি কেন প্রভু? কোথায় যাচ্ছেন?
মার্সেলাকে আমি খুঁজে বের করবো। ওর এখন নিরাপত্তার দরকার।

সুতরাং তিনি পর্বতগুলির দিকে এগিয়ে চললেন, কিন্তু সেই মিষ্টি সুন্দর মেয়েটিকে আর দেখতে পাওয়া গেল না।

সেদিন বিকেলে এক বিরাট সমতলভূমির উপর তাঁরা দুজনে এসে পৌঁছলেন। দূরে দুটো সুবিশাল মেঘ এসময় জেগে উঠলো।

ডন কুইকসোটি সে কথায় কান দিলেন না। তিনি একাই সেই মেষের মধ্যে ছুটে গেলেন।

ভেড়াগুলো আহত হয়ে প্রবল চিৎকার শুরু করে দিল। তাই দেখে মেষপালকের দল তাদের ফিঙা দিয়ে সবাই পাথর ছুঁড়তে শুরু করলো কুইকসোটের দিকে।

ডন কুইকসোট ঘোড়ার থেকে ছিটকে পড়লেন। মেষপালকরা মনে করলো- তিনি মারা পড়েছেন। তারা তাদের আহত ভেড়াগুলিকে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালালো। সাঙ্কো ততক্ষণে কাছে এসে পড়েছে।
হায় প্রভু: আমি তো আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম! আপনি শুনলেন না।

শান্ত হও সাঙ্কো, তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না, দুষ্ট যাদুকর সেনাদের ভেড়া বানিয়ে দিয়েছে?
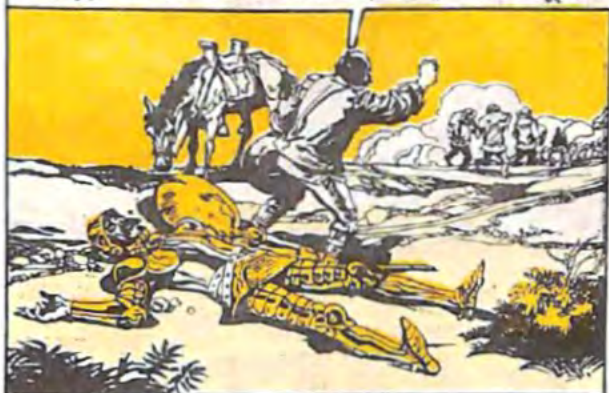
এবার সাঙ্কোর নজর পড়লো তার খচ্চরের দিকে।
হায় হায়, আমার জিন আর খাবার-দাবার, সব ওরা চুরী করে পালিয়েছে।
সত্যি, খুবই অন্যায় কথা।

ভয় হচ্ছে- কাছাকাছি আমরা অতিথি হবার মতো কোন প্রাসাদ এখন পাবো না।
সুতরাং তাঁদের এগিয়ে যেতে হোল ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। ক্রমে বিকেল পড়ে যেতে সন্ধ্যা নেমে এলো।
দেখুন, দেখুন- দূরে কেমন আলো দেখা যাচ্ছে!
ভয় কোরনা, মনে হচ্ছে- এবার সব কিছু মিলে যাবে।

আসলে এটা ছিল একটা অন্ত্যেষ্টি শোভাযাত্রা। একজন পুরোহিত আসছিলেন আগে আগে, পিছনে কফিন বয়ে আনছিল মৃতের বন্ধুরা।
থামো, আমার হুকুম! কী করছো তোমরা?
সরিয়ে যাও, পথ ছাড়ো। এমন করুণ একটা শোভাযাত্রা, তুমি সরতে বলো কোন সাহসে?

এটা কিন্তু ডন কুইকসোটের সাথে কথা বলার ভাষা নয়।
এভাবে আমার সাথে কথা বলতে পারো, এতো সাহস!
পুরোহিতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন কুইকসোট।

সকাল হতে তাঁরা পর্বতের দিকে এগিয়ে চললেন।

চলতে চলতে একজন ভ্রাম্যমান ক্ষৌরকারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

ঐ একজন নাইট আসছে। মাথায় সোনার শিরস্ত্রাণ

না প্রভু, ও একজন নাপিত। মাথায় ওটা দাড়িকামানোর বাটি।

আহ সাঙ্কো, তোমাকে এখনো অনেক কিছু শিখতে হবে। ওটা হচ্ছে ম্যামব্রিনোর সোনালী শিরস্ত্রাণ। ওটা আমার নিজের জন্যে জয় করে নিতে হবে।

আপনি তাহলে এগিয়ে যান। আমি পিছনে থাকছি।

ডন কুইকসোট আক্রমণ করলেন। গরীব ক্ষৌরকার তার গাধার পিঠ থেকে এক লাফে নেমে পড়েই প্রাণ বাঁচানোর জন্যে দে ছুট।
ম্যামব্রিনোর শিরস্ত্রাণ মাথায় নেবার মতো মহৎ তুমি নও।

আঃ! আমার সবগুলি যুদ্ধের বিনিময়ে এই আশ্চর্য শিরস্ত্রাণটি আমি গ্রহণ করলাম।
আর নাইটের অনুচর হিসাবে পুরস্কার স্বরূপ আমি নিলাম এই জিনটা।

আবার তাঁরা এগিয়ে চললেন। সাঙ্কো তার জিন পেয়ে খুব খুশী
আমি তো ভাবতে শুরু করেছিলাম- নাইটের অনুচরের জন্যে কোন পুরস্কার কখনো মেলে না।
থামো। কারা আসছে।

ওরা কয়েদী। রক্ষীরা ওদের বান্দা করতে নিয়ে যাচ্ছে কোন যুদ্ধজাহাজে।
ব্যাপারটা তো খুব ভালো মনে হচ্ছে না আমার।
কয়েদীগুলোর করুণ অবস্থা দেখে রাগে গর্জন করে উঠলেন কুইকসোট।

থামো! কার হুকুমে এদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সবাইকে বন্দী করে তোমরা বান্দা করবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছো?
রাজার হুকুম। পথ ছাড়ো!

না, এ আমি মানবো না। অন্যের স্বাধীনতা হরণ করা ঠিক নয়। আমি প্রতিটি কয়েদীর কাছ থেকে জানতে চাই- কেন তাকে বন্দী করা হয়েছে। ভয় নেই, তোমরা সব বলো।

আমি একজনকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম।
আমি ছিলাম খুব গরীব।
আমি চুপ করে থাকতে পারতাম না। মাঝে মাঝে গান গেয়ে উঠতাম।

কারণগুলো হাস্যকর। আমি বলছি- ওদের মুক্ত করে দাও।
তুমি মূর্খ, তাই এমন কথা বলছো। এটা রাজার হুকুম। সরে যাও বলছি।

কিন্তু ডন কুইকসোট জানতেন - কী তাঁর করা উচিত। তিনি আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে কয়েদীরাও রক্ষীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

মনে রেখো- তোমাদের সাহায্য করলেন ডন কুইকসোট ডি লা মাঞ্চা।
হুররে!
কী চমৎকার মানুষ!
আনন্দে দু'হাত তুলে কয়েদীরা সম্মান জানালো তাদের মুক্তিদাতাকে।

এর বিনিময়ে আমি তোমাদের বলছি - ডালসিনিয়া ডেল টোবোসোর কাছে যাও। তাঁকে বলো - তাঁর নাইট কী দুঃসাহসের সঙ্গে লড়াই করে তোমাদের মুক্তি এনে দিয়েছে।
কথা শুনে ঘাবড়ে গেল কয়েদীরা, তারপর চটে গেল।

কী বলছে রে পাগলটা? বুড়ো বানরটাকে আচ্ছা করে ঢিল মারো সবাই।

কয়েদীরা তাদের মুক্তির কথা ভুলে গিয়ে সদলে আক্রমণ করলো কুইকসোটকে।
বেচারা সাঙ্কোর পোষাকগুলোও তারা চুরী করে নিয়ে পালালো। কুইকসোট তক্ষণে ধরাশায়ী।

শিগগির এখান থেকে পালিয়ে যেতে হবে প্রভু। রক্ষীদের জ্ঞান ফিরলে আর রক্ষা থাকবে না।

অবশেষে তাঁরা পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করে সমতলভূমির সামনে এসে দাঁড়ালেন।
আহ্ সাঞ্চো, এবার আমার আসল কাজটা সেরে ফেলতে হবে।
সেটা কী প্রভু?

এল টোবোসোর কাছে এসে একজনের দেখা পেয়ে গেল সাঙ্কো।

শুনছেন? রাজকুমারী ডালসিনিয়ার প্রাসাদটা কোন্ দিকে বলতে পারেন?
কী বলছো হে?

এটা একটা ছোট্ট গাঁ। এখানে কোন প্রাসাদও নেই, রাজকুমারীও নেই।
এখন আমি কী করবো? আমার মনিব একটু খ্যাপাটে, তবু তাঁকে তো আমি আঘাত দিতে পারি না।

খানিক দূরেই অ্যালডোনজাকে দেখতে পেল সাঙ্কো। তখনি একটা চমৎকার মতলব এসে গেল তার মাথায়। সে কুইকসোটের কাছে ফিরে গেল।
প্রভু, তাড়াতাড়ি আপনার বর্মগুলো পরে নিন। রূপসী ডালসিনিয়া তাঁর ঘোড়ায় চড়ে এ পথেই আসছেন।
আহ্ সাঙ্কো, তুমি কী কাজের! তুমি ধন্য।

ডন কুইকসোট তৈরী হয়ে আগালেন। কিন্তু কোথায় ডালসিনিয়া? খচ্চরের পিঠে একটি কদাকার গাঁয়ের মেয়েকে তিনি দেখতে পেলেন।

সাঙ্কো, কই, কোথায় আমার মধুরা ডালসিনিয়া?
ও মেয়েটাকে আটকাচ্ছো কেন?
পথ ছাড়ো বলছি, আমার তাড়া আছে।
ওহ্ প্রভু! কী ভয়ঙ্কর যাদু! সুন্দরী ডালসিনিয়াকে তাঁর আসল রূপে আমরা দেখতে পাচ্ছি না।
হতাশ হলেন কুইকসোট। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তাঁর স্বপ্নের ডালসিনিয়াকে দেখতে পেলেন না।

নাইট এবং তাঁর অনুচর- দুজনে এগিয়ে চললেন আবার। এই আশ্চর্য যাদু দেখে খুবই ভেঙে পড়লেন কুইকসোট। হঠাৎ--
সাঙ্কো, দেখ, মনে হচ্ছে- আমরা ওদের সাহায্য করতে পারি।
কী জানি প্রভু, দেখুন- যেন কোন ঝামেলা না হয়।

দুটো ঘোড়া একটা চাকালাগানো বিরাট খাঁচা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।
থামো! আমার হুকুম। কী নিয়ে যাচ্ছো গাড়িতে? কোথায় যাচ্ছো?

আজ্ঞে, এটা একটা সিংহ। রাজাকে উপহার দিতে হবে। পথ বড়োই দীর্ঘ, আর সিংহটাও ক্ষুধার্ত। তাই থামতে পারছি না।

সিংহটাকে বের করে দাও। আশ্চর্য যাদুর বলে ওটা যতোই শক্তিমান হোক, আমি দেখিয়ে দেবো - ডন কুইকসোট ওটার চেয়েও শক্তিধর।

খাঁচার দরজাটা যদি এখনি খুলে না দাও, তবে এই বর্শাটা দিয়ে তোমাকে গেঁথে ফেলবো আমি।
আপনি যদি ওটার সাথে লড়তে চান, আমি থামাতে পারি না। কিন্তু জেনে রাখুন - এতে আমার কোন দোষ নেই।

প্রভু! দয়া করে এটা করবেন না।
দূরে থাকো সাঙ্কো — তুমি এবং আর সবাই। তবে আমি যদি মারা পড়ি, তুমি সুন্দরী ডালসিনিয়ার কাছে যাবে। তাকে বলবে - আমি তার জন্যেই প্রাণটা দিয়েছি।

রক্ষকটি এবার খাঁচার দরজা খুলে দিয়ে তার সঙ্গীদের সাথে ছুটতে ছুটতে পালালো।
ছুটতে থাকো, থেমো না।
সিংহটা পিছু নিতে পারে।

সুবিশাল সিংহটা উঠে বসলো। হাই তুললো একটা।
ডন কুইকসোটের দিকে ঘুরে তাকালো।
গর্জন করলো একবার, কিন্তু নড়লো না। অলসভাবে শুয়ে পড়লো। তারপর ঘুমিয়ে গেল।
গতিক দেখে বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন কুইকসোট। রক্ষীদের চিৎকার করে ডাকলেন।

ফিরে এসো তোমরা, সিংহটাকে উত্তেজিত করে দাও। ও বেরিয়ে আসুক। আমি ওটার সঙ্গে লড়াই করবো।

কী আশ্চর্য! আপনি এখনো জীবিত আছেন?

নাইট এবং তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরকে নিয়ে অনেক ঘটনাই ঘটে গেল। কেটে গেল বেশ কয়েকটা বছর। তাঁদের অভিযান কাহিনীগুলো নিয়ে ইতিহাস লেখা হোল একটা। তাঁরা স্পেনদেশে তো বিখ্যাত হলনই, পৃথিবীর অন্য দেশেও তাঁদের নাম ছড়িয়ে পড়লো।

ডিউক এবারজন্য একটা পরিকল্পনা করলেন।

ডন কুইকসোট, আপনি একজন মহান নাইট। আপনাকে সম্মান জানানোর জন্যে আমি সাঞ্চোকে একটা দ্বীপেররাজ্যপাল করে দিতে চাই।

সাঞ্চো, হাঁটু মুড়ে ডিউকের সামনে বোসো। এটা একটা বিরাট সম্মান।

একদিন তার কৃত্যটি অকপটে জানালো --
স্যার, আমি হৃদয়ের সঙ্গে আপনাকে সম্মান করি। আপনি সত্যিই মহান।

রাজ্যপালের দায়িত্ব বেশীদিন ভালো লাগলো না সাঙ্কোর। প্রভুর সঙ্গে দেখা না হওয়ায় তার মন খারাপ হয়ে যেতে লাগলো।
অনেক দিন এখানে রাজ্যপাল হয়ে রইলাম। এবার আমি দেশে ফিরে যাবো।

ইতিমধ্যে ডাচেস আর ডিউক - যাঁরা বোকা বানাতে চেয়েছিলেন কুইকসোট আর সাঙ্কোকে, তাঁরা নিজেরাই খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।
সত্যি, আমরাই শেষ পর্যন্ত হেরে গেলাম।

ডন কুইকসোট আর সাঙ্কো আবার নতুন করে অভিযানে বেরুলেন। সময় বয়ে চললো তার আপন নিয়মে। আরও অনেক ঘটনা দিনে দিনে ঘটে গেল। একদিন তাঁরা অবাক হয়ে দেখলেন- ঘুরতে ঘুরতে নিজেদের গাঁয়েই ফিরে এসেছেন।
আহ্, চমৎকার! সামনে ঐ লা মাঞ্চা!

মেয়র আর ক্ষৌরকার তাঁদের কাছে পেয়ে খুশী হলেন। অনেক দিন পরে আবার নিশ্চিত হলেন সকলে।
বন্ধুগণ! আমি এবার বিশ্রাম নেবার জন্যে ফিরে এসেছি।

সুদীর্ঘ অভিযানের শেষে ডন কুইকসোট অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর ভাইঝি আর গৃহকর্ত্রী তাঁর সেবা করতে লাগলেন। মেয়র আর ক্ষৌরকার প্রতিদিন দেখা করতে আসতেন তাঁর সঙ্গে। বিশ্বস্ত অনুচর সাঙ্কো একটি দিনও তাঁর সঙ্গ ছেড়ে যায়নি।
প্রিয়বন্ধুগণ, আমি একটু উন্মাদ ছিলাম। কিন্তু এখন আমার সুবুদ্ধি ফিরে এসেছে।
আমি আর ডন কুইকসোট ডি লা মাঞ্চা নই, আমি অ্যালোনসো কুইক্সানো- একজন সাধারণ মানুষ।
চলে গেলেন কুইকসোট। শোকে কাতর হয়ে পড়লেন সবাই। কারণ আশ্চর্য সব স্বপ্নকে রূপ দেবার জন্যে এমন অসাধারণ একটি মানুষকে আর কখনো পাওয়া যাবে না।
শেষ
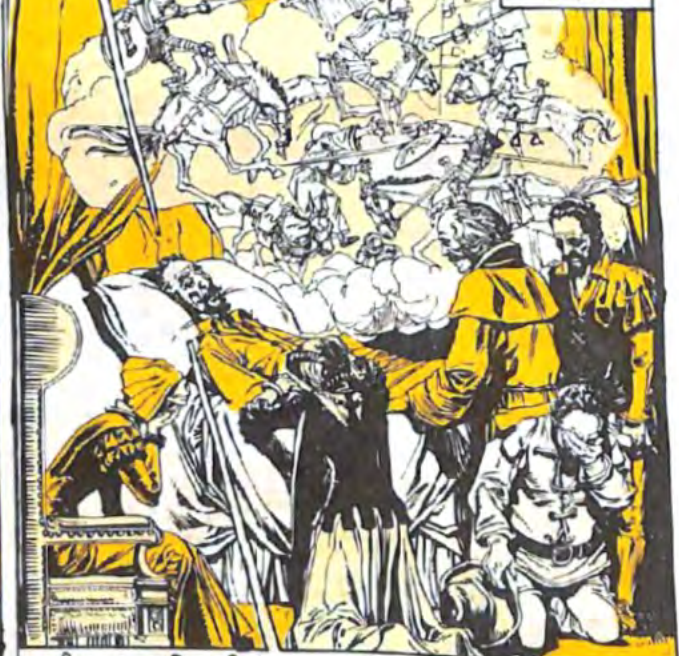
এমন এক দিন ছিল যখন রোমের সেনাবাহিনী ছিল অজেয়। পরিচিত পৃথিবীটার প্রায় সবখানেই ছিল রোমের রাজ্যপাট। তবু পরাজিত মানুষের স্বাধীন হবার স্বপ্ন তখনো ছিল। জুডিয়ার ইহুদি সম্প্রদায়ের পুরোহিতগণ সেই আশ্বাসই মানুষকে দিলেন। জ্যোতিষের গণনা থেকে তাঁরা জানালেন- রাজা আসছেন। তিনি তাদের রক্ষা করবেন। বেথলেহেমে তিনি জন্ম নেবেন। রক্ষা করবেন ইহুদিদের। সসাগরা পৃথিবী তিনি পালন করবেন।

দ্বিতীয় পুরুষটি একজন ভারতীয় জ্ঞানী, নাম-মেলসিওর। তৃতীয় জন গ্যাসপার, একজন গ্রীক।
ঈশ্বর দূর দূর দেশ থেকে আমাদের টেনে এনে এখানে মিলিত করেছেন। অপার তাঁর করুণা।

তিনিই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন, ইহুদিদের রাজা হবার জন্যে

যে শিশুটি এখন জন্মেছে-তার কাছে।

আমরা নতজানু হয়ে তার পূজা করবো। তবেই মানুষ বুঝতে পারবে বিশ্বাস আর ভালোবাসা দিয়েই স্বর্গকে জয় করা সম্ভব, তলোয়ার দিয়ে নয়।

তিন জ্ঞানী যাত্রা শুরু করলেন এক সময়। রাত তখন অন্ধকার। হঠাৎ তাঁরা আকাশে একটা উজ্জ্বল আলো দেখতে পেলেন।
সেই তারা! সেই তারা! ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে।

তারাটির অনুসরণ করে তাঁরা বেথলেহেমের এক আস্তাবলে এসে পোঁছলেন।
এখানে কি কোন শিশুর জন্ম হয়েছে?

হ্যাঁ, গত কাল রাতে।
তার কাছে আমাদের নিয়ে চলো। আমরা তার পূজা করবো।
আঃ, আমাদের সুদীর্ঘ যাত্রা এবার তীর্থযাত্রায় পরিণত হবে।

ভিতরে তাঁরা যোসেফ, মেরী আর সেই শিশুটিকে পেলেন। নতজানু হয়ে শিশুটির পূজা করলেন তাঁরা।
ইনিই সেই! পৃথিবীর পরিত্রাতা।

জ্ঞানী তিন জন ফিরে গেলেন তার পর। দিনে দিনে শিশুটি বড় হয়ে উঠতে লাগলো। রোমানরাও জুডিয়া শাসন করে চললো। দীর্ঘ বিশ বছর পার হয়ে গেল। জুডিয়ার নতুন রাজ্যপাল হয়ে এলেন ভ্যালেরিয়াস গ্রেটাস।

রোম আমাদের অনেক দুঃখ দিয়েছে। এখন এই গ্রেটাস আমাদের ধর্মাচরণেও হাত দিতে চায়। আমরা ওকে মানবো না।

তা কী করে সম্ভব? ও যে বিরাট একটা সেনাবাহিনী নিয়ে এখানে এসেছে!

খুব কাছাকাছিই দুটি বন্ধু এবারে মুখোমুখি হোল পাঁচ বছর পর। এক জন অভিজাত রোমান, নাম—মেশালা, আর এক জন ইহুদি—জুডা বেন হুর।

রোমে আমি অনেক কিছু শিখেছি। ভালোবাসা কিছুই না, আসল হোল যুদ্ধ। আমি এক বিরাট যোদ্ধা হবো। তুমি কী হবে?

এখনো কিছু ভাবিনি।

চলে এসো। আমার ধর্মমত মেনে নাও। আমি একজন সেনাপতি হবো। তুমিও আমার সৌভাগ্যের অংশীদার হবে।

মেশালার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমাকে আর আমাদের দেবতাকে ও ব্যঙ্গ করলো মা।
চিরকালের জন্যে ওই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।
মা, আমরা কি রোমানদের চেয়ে ছোট? একজন রোমান যা পারে, ইসরায়েলের কোন ছেলে কেন তা পারবে না মা?
মেশালা বড় মানুষের ঘরে জন্মেছে। কিন্তু তোর বংশ বা জাত আরও অনেক বেশী প্রাচীন, অনেক বেশী বনেদী।
আমি কি একজন সৈনিক হতে পারবো মা?
যতোদিন তুই ইসরায়েলের দেবতাকে মান্য করবি, আমার অনুমতির অভাব হবে নারে!
শুনে খুশী হোল জুডা। মনের সুখে ঘুমিয়ে পড়লো। পরের সকালে ঘুম যখন ভাঙলো, ওখন ওর ছোট বোন টির্জা ওর পাশে বসে গান গাইছে।
আঃ, বড়ো মধুর গান রে টির্জা! তো এসময় হঠাৎ গান গাইছিস?
তোকে জাগাবার জন্যে দাদা।
দাসীরা খাবার এনে দিল।
কী ভাবছিস? আমি রোমে যাচ্ছি। সৈনিক হবার জন্যে শিক্ষা নিতে হবে।
বলিস কী? রোমানদের কাছে?
যুদ্ধও একটা ব্যবসা। এটা শিখতে হয়। আর কে না জানে—রোমান শিবিরের চেয়ে ভালো স্কুল কোথাও নেই?
আমি রোমের হয়েই যুদ্ধ করবো। বিনিময়ে সে আমাকে শিক্ষা দেবে—কোন একদিন তারই বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে।
বাইরে হঠাৎ তূর্যনাদ শোনা গেল। কারণ জানতে ছুটে গেল দু'জনে।
দুর্গ থেকে রোমান সেনারা আসছে।
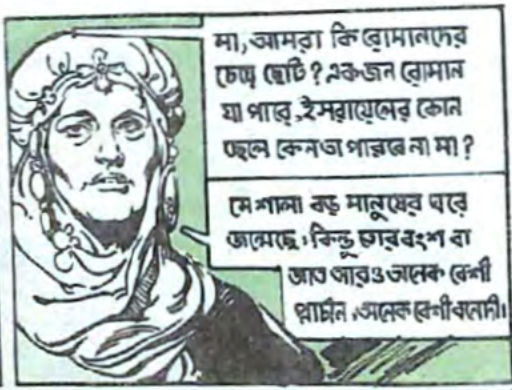
তারপর এলেন এক জন অশ্বারোহী।
ঐ হচ্ছে রাজ্যপাল গ্রেটাস।

ঝুঁকে দেখতে গিয়ে একটা টালি হঠাৎ খুলে গেল।

টালিটা সরাসরি গিয়ে আঘাত করলো গ্রেটাসের মাথায়।
ওহ্-টির্জা!

নিচে প্রচণ্ড সোরগোল শোনা গেল। রোমান সেনারা ভেঙে পড়লো বাড়ীর উঠোনে। উপর থেকে নেমে এলো জুডা, সঙ্গে টির্জা।

সৈনিকরা তত্‌ক্ষণে ধরে ফেলেছে ওর মা-কে।
মা! মা!!
ঐ লোকটাই গ্রেটাসকে হত্যা করতে চেয়েছিল। এরা ওর মা আর বোন।

মেশালা, ওরা কিছুই করেনি। এটা আসলে একটা দুর্ঘটনা। আমাদের বন্ধুত্বের কথা ভুলে যেও না ভাই। ওদের সাহায্য করো।

মেশালা সে অনুরোধ রাখলো না।
সে আমি পারি না। চললাম।
অসহায় ক্রোধে গর্জন করে উঠলো জুডা।

হে ঈশ্বর! তোমার কাছে প্রার্থনা করি- এই মুহূর্তে মেশালা যা করে গেল, এই হাত দিয়ে তার শাস্তি যেন আমি দিতে পারি।

জুডার মা-বোনকে বন্দী করা হোল।
ওদের টাওয়ারে নিয়ে যাও।

প্রাসাদ থেকে সব দূর করে দেওয়া হোল. তারপর বন্ধ করে দেওয়া হোল গেটটা।
মহান হুর বংশের কী হয়েছে?
এ বাড়ী এখন সম্রাটের সম্পত্তি।
যে রোমের বিরুদ্ধে যাবে, তারই এমন পরিণতি এখন অনিবার্য।
বিচারে জুডাকে দোষী সাব্যস্ত করা হোল।
তোমার বন্দী এমন সুকুমার, কী করেছে ও?
মহান গ্রেটাসকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল।
ঈশ্বর ওকে রক্ষা করুন!
সে যুগের জাহাজগুলোতে পাল থাকলেও দাঁড়ের জোরেই সেগুলো চলতো। এই সুকঠিন কাজের জন্যে বান্দাদের নিয়োগ করা হোত। জুডাকেও এ রকম একটা জাহাজে তোলা হোল।
নতুন বান্দা? বাঃ - চমৎকার হবে। এরকমই দরকার ছিল।
তিনটে বছর পার হয়ে গেল। নৌবাহিনীর রোমান অফিসার কুইন্টাস এরিয়াস নতুন নৌবহরের দায়িত্বভার পেলেন। ঈজিয়ান সাগরে জলদস্যুদের দমন করতে হবে।
বিদায় কুইন্টাস। দেবতারা তোমার সহায় হোন।
পাটাতনে দাঁড়ীদের সর্দারকে কুইন্টাস ডাকলেন।
দিন হোক, রাত হোক, দাঁড় থামা চলবে না। খুব তাড়াতাড়ি আমাদের আগাতে হবে।
প্রধান চালকের দিকে এবার ঘুরে দাঁড়ালেন কুইন্টাস।
এমন পথ ধরো যাতে তাড়াতাড়ি আমরা পৌঁছতে পারি।
যাত্রা শুরু হবার পর কুইন্টাস বড় কেবিনে গেলেন তাঁর কর্মীদের দেখতে।
কেউ কেউ আর পারছে না মনে হচ্ছে। দস্যু জাহাজগুলো জয় করতে পারলে এদের বদলে দেওয়া যাবে।

বান্দাদের কোন নাম ছিল না জাহাজে। দাঁড়ে তাদের অবস্থান অনুযায়ী সংখ্যাটিই ছিল তাদের পরিচয়।
ষাট সংখ্যক বান্দাটি তো বেশ কাজের !

ষাটের বান্দাটিই জুডা-জুডা বেনহুর। সে একটু পাশ ফিরতেই তার মুখ দেখতে পেলেন কুইন্টাস।
একজন ইহুদি - সামান্য বালক। ও কেমন করে বান্দা হোল?

কুইন্টাসের সহানুভূতিশীল মুখের দিকে তাকিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল জুডা। ফলে সর্দার দাঁড়ীর চাবুক নেমে এলো তার পিঠে।
দাঁড়ের দিকে মন দে। থেমেছিস-কি চাবুক খেয়েছিস !
আহ্...

কুইন্টাস পরে এক সময় সর্দার দাঁড়ীকে ডাকলেন।
ষাট নম্বরের ছেলেটির সম্পর্কে কিছু জানো?
খুব কাজের ছেলে হুজুর !
ও যখন বিশ্রাম নেবে তখন ডেকে থাকলে আমার কাছে ওকে পাঠিয়ে দিয়ো।

কয়েক ঘন্টা পর। কুইন্টাস সমুদ্রের দিকে চেয়ে ছিলেন। জুডা তাঁর কাছে এলো।
সর্দার দাঁড়ী বলে গেল-তুমিই সবার সেরা। মনে হচ্ছে-তুমি এক জন ইহুদি ?
হ্যাঁ, তাই। কিন্তু তার জন্যে আমি গর্বিত।

জেরুসালেমের একজন যুবরাজকে আমি জানতাম। তিনি হুর বংশের ছেলে ই থামার। জলপথে ব্যবসা বাণিজ্য করতেন। রাজা হবার মতো যোগ্যতা তাঁর ছিল।
তিনিই আমার বাবা, আর আমি এখন সামান্য এক জন বান্দা।

বলো কী। তুমি হুর বংশের ছেলে? এখানে এলে কী করে?
ওরা বলে-আমি রাজ্যপাল গ্রেটাসকে খুন করতে গিয়েছিলাম।

ডেকের নিচে বান্দারা জানতো-যুদ্ধ আসছে। এসময় বেঞ্চের সঙ্গে তাদের বেঁধে রাখার নিয়ম। তারা যাতে পালাতে না পারে তার জন্যে এই ব্যবস্থা।

কুইন্টাস তখনি এসে পড়লেন।
কী আশ্চর্য শক্তি ওর, কী উৎসাহ! ওকে বেঁধো না।

কৃতজ্ঞ জুডা মাথা নত করলো। জাহাজ এগিয়ে চললো দস্যুজাহাজের দিকে। হঠাৎ ভীষণ একটা সংঘর্ষে জাহাজটা টলমল করে কেঁপে উঠলো। দস্যুজাহাজটা ধাক্কা দিয়েছে আচমকা। জাহাজটা লাফ দিয়ে ওঠায় আসন থেকে ছিটকে পড়লো বান্দারা। ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলো সবাই।

উপরের ডেক থেকে দামামার গর্জন নিচে ভেসে আসছে। দস্যুদের হুংকার প্রবল হয়ে উঠছে। ধোঁয়ায় জাহাজের খোল ক্রমেই অন্ধকার হয়ে আসছে। শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টকর হয়ে উঠছে। চোখেও দেখা যাচ্ছে না পরিষ্কার।

বান্দারা প্রাণপণে তাদের শিকল ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। আর্তনাদ করছে। জুডা লাফ দিয়ে এবার সিঁড়ির উপর উঠে এলো।
মুক্তি পাবার একমাত্র আশা কুইন্টাস। ওঁকে বাঁচাতেই হবে। উনি চলে গেলে আমিও শেষ হয়ে যাবো

ডেকের উপর লড়াই চলছে প্রচণ্ড। জাহাজটা দাউদাউ করে জ্বলছে।

মেঝের পাটাতনটা হঠাৎ উপরের দিকে যেন লাফ দিয়ে উঠলো। তার পর টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। জুডা আছড়ে পড়লো শূন্যে।
আআআআ---

সমুদ্রের জল তখন বিপুল গর্জনে ছুটে আসছে।
আররর

জুডা ক্রমে নিচে—আরো নিচে, তলিয়ে যেতে লাগলো। হঠাৎ হাতে একটা কিছু ঠেকতেই সে প্রাণপণে সেটা আঁকড়ে ধরলো।

তারপর সে উঠে এলো উপরে। বুক ভরে শ্বাস নিল কিছুক্ষণ।
উহ্‌-এ যাত্রা বেঁচে গেলাম মনে হচ্ছে।

চারপাশে তখনো যুদ্ধ। সব কটা জাহাজই দাউ দাউ করে জ্বলছে। লড়াই করতে করতে সমুদ্রের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে কতো জন। আহতদের আর্তনাদে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।
জাহাজ থেকে খানিক দূরেই জুডা ভাঙা পাটাতনটা ধরে ভেসে রইলো কোনক্রমে।

হঠাৎ তার পাশটিতেই এক ডুবন্ত মানুষকে দেখা গেল।
কুইন্টাস! আপনি!

নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আছি।

বহু কষ্টে কুইন্টাসকে ধরে তুললো জুডা। একটা জাহাজ হঠাৎ এগিয়ে এলো ওদের গা ঘেঁষে। দাঁড় গুলোর ধাক্কা এসে গায়ে লাগছে। তার উপর কুইন্টাস তখনো ডবন্ত। সর্ব শক্তি নিয়োগ করে কুইন্টাসকে ধরে রাখলো জুডা। কোন ক্রমে নিজেদের বাঁচালো শেষ পর্যন্ত।

জাহাজটার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের কোলাহলও দূরে সরে গেল এক সময়। দিনের আলো ফুটে উঠলো। জুডা তখনো প্রাণপণে কুইন্টাসকে ধরে রেখেছে পাটাতনের উপরে।
নিজের জীবন বিপন্ন করে তুমি আমাকে বাঁচিয়েছো। আমি সব দেখেছি।
শেষ পর্যন্ত যদি রক্ষা পাই তবে আজীবন তোমাকে দেখবো। সব আগে আমি ব্যবস্থা করবো তোমার মুক্তি - পূর্ণ স্বাধীনতা।
দেখুন, দেখুন, একটা জাহাজ এই দিকেই আসছে।

কোন্ দেশের জাহাজ? পতাকা দেখতে পাচ্ছো? রোমান জাহাজ হলে পতাকা থাকবেই।
কই, পতাকা তো দেখতে পাচ্ছি না।

তাহলে দস্যুজাহাজ। তুমি ওদের হাতে পড়লে বেঁচে যেতেও পারো। কিন্তু ওদের হাতে বন্দী হবার আগে আমি আমার জাহাজ খানার সঙ্গেই তলিয়ে যেতে চাই।
দাঁড়ান, ভালো করে দেখি। মাস্তুলের ডগায় একটা শিরস্ত্রাণ রয়েছে। একটা ডিঙিনৌকা জলমগ্ন লোকদের তুলে নিচ্ছে।

অশ্বচালনাতেও সে পটু হয়ে উঠলো এক সময়। যুদ্ধজয়ের সম্মানে রোমের সম্রাট যে অজস্র উপঢৌকন কুইন্টাসকে দিয়েছিলেন, তার ফলে তখন বিরাট এক ধনী হয়ে উঠেছেন তিনি। রোমের এক মহামূল্যবান ভিলায় তখন বাস করছেন। রোমের সুবিখ্যাত রথের দৌড়ের জন্যেও তাই শিক্ষিত হয়ে উঠলো জুডা।

পাঁচটি বছর পার হয়ে গেল দেখতে দেখতে। জুডা এখন এক আকর্ষণীয় সুপুরুষ। কুইন্টাস সমুদ্রেই একদিন দেহরক্ষা করলেন। জুডা তাঁর বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হোল। এবার সে চাইলো সৈন্য পরিচালনা করতে। পার্থিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেবার জন্যে সে রোম থেকে আন্তিয়কের পথে যাত্রা করলো। পথিমধ্যে একদিন সে শুনতে পেল দু'জন যাত্রীর কথোপকথন।

ড়ী খুঁজে ভিতরে ঢুকেপড়লো জুডা।
ন যদি আমার বাবার দাস ছিলেন হলে তাঁর ধন-সম্পদ আমার হাতে তুলে দিতে নিশ্চয়ই চাইবেন না।

দেখুন, আমি বণিকশ্রেষ্ঠ সাইমনিডেজের সঙ্গে দেখা করতে চাই।
ঠিক আছে, আমার সঙ্গে আসুন।

ছাদের উপর চমৎকার একটি বাগান, মাঝখানে অপূর্ব একটি ঘর।
একজন বণিক প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে চান।
ভিতরে আসতে বলো।

ঘরের মাঝখানে একটা মহামূল্যবান আসনের উপর সাইমনিডেজ বসেছিলেন। পাশে এক রূপময়ী কিশোরী। হাত তুলে অভিবাদন জানালো জুডা।
আমি জুডা, হুরবংশের ছেলে। শুনলাম - আমার বাবাকে আপনি চিনতেন?
যুবরাজ হুরকে আমি জানতাম। একসঙ্গে ব্যবসা ছিল আমাদের।

আপনজন বলতে একমাত্র এইমেয়েটি, আমারই কন্যা - এসথার। বাকী যাঁদের আমি ভালোবাসতাম, যদি জানতাম - তাঁরা এখন কোথায়?

আপনি কি আমার মা-বোনের কথা বলছেন?
হুরবংশের সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে আমাকে প্রমাণ দাও - তুমি সত্যিই কে?
প্রমাণ? আমিই যে যুবরাজের ছেলে তেমন কোন প্রমান তো আমার নেই।

যাঁরা আমাকে চিনতেন তাঁরা এখন হয় মৃত, নাহয় নিখোঁজ।
এই প্রথম জুডা অনুভব করলো - হুরবংশের কোন পরিচিতিই আজ তার শরীরে নেই।
তিন বছর ধরে বান্দা হিসাবে সুকঠোর পরিশ্রম তার শরীর থেকে হুরবংশের চিহ্নগুলিকে করে অদৃশ্য করে দিয়েছে।

মহান সাইমনিডজ, আমি কেবল আমার কাহিনীটুকুই আপনাকে শোনাতে পারি।
জুডা ধীরে ধীরে বলে গেল সেই দুর্ঘটনা, অরেবন্দীর, জাহাজ বাকের শাস্তিভোগ, কুইন্টাসকে বাঁচানো, কুইন্টাসের প্রতিদান।
টাকা আমি চাই না। ধনসম্পদের কোন প্রয়োজন আমার নেই। দয়া করে আমার মা-বোনের খবর আমাকে দিন।
শেষ আশাও চলে গেল। এখন আমার একমাত্র উদ্দেশ্য - প্রতিশোধ। ধন্যবাদ আপনাদের। বিদায়।

জুডা ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই--
দুর্ঘটনার পর আমিও অনেক খুঁজেছি, কিন্তু কোথাও কিছু জানতে পারিনি।
শিগ্গির-- এসথার, ঘন্টা বাজিয়ে মালুশকে ডাকো।

মালুশ কাছে আসার পর--
শোন মালুশ, যে যুবকটি এইমাত্র বেরিয়ে গেল, ওকে অনুসরণ করো। ওর সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে আমাকে জানাবে। যাও- জলদি!
যে আজ্ঞে প্রভু।

রাস্তাপথে জুডার নাগাল ধরে ফেললো মালুশ।
মামলের ঐ স্টেডিয়ামে রথের দৌড় আরম্ভ হতে চলেছে। যাবেন নাকি দেখতে?
তাই নাকি! চলুন। আমিও এক-আধটু জানি।

আসন সংগ্রহ করে ওরা বসে পড়লো। শেষ রথটি যখন সমাপ্তি-রেখা পার হয়েছে, তখন তার চালক রথটির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেললো।
হতচ্ছাড়া রোমান! গাধাটা বলেছিল- সামলাতে পারবে। রোমানকে এভাবে বিশ্বাস করাটাই উচিত হয়নি

ঘোড়াগুলো বশে আসার পর জুডা মালুশের দিকে ফিরলো।
কী চমৎকার ঘোড়া! আগে কখনো দেখিনি। মালিকের ক্ষোভ আমি বুঝতে পারছি। কে উনি?

শেখ ইলদারিম। মরুভূমি থেকে এসেছেন একজন মহৎ এবং ধনী মানুষ।
ওরা যখন ফিরছে, তখন এক ঘোষক কিছু বলছিল।
ভদ্রমহোদয়গণ! সবাই শুনুন। মহান শেখ ইলদারিম আসন্ন বাজী-দৌড়ের দিন তাঁর ঘোড়াগুলিকে চালনা করবার জন্যে এক জন শক্তিমান সওয়ার চান। যিনি পারবেন তাঁকে প্রচুর টাকা দেবেন শেখ।
ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দিল না জুডা। ওরা চললো কাস্টালিয়া ঝর্ণার দিকে।
অন্য দর্শকদেরও দেখা গেল সেখানে।
দূর দেশের কোন রাজা এসেছেন সঙ্গে রাজকুমারী।
হাঁটু মুড়ে উটটি বসলো। চালক গেল ঝর্ণার থেকে জল আনতে। হঠাৎ শোনা গেল রথের ঘর্ঘর আর ঘোড়াদের চিৎকার।
পালাও, পালাও সব! রোমানটি আমাদের মেরে ফেলতে পারে।
থামো তোমরা!
ছুটে গিয়ে ঘোড়াটার লাগাম টেনে ধরলো জুডা।
বেয়াদব রোমান! মানুষের জীবনের কোন দাম নেই তোমার কাছে?
ঘোড়াগুলো শান্ত হয়ে আসার পর মেয়েটির কাছে এগিয়ে গেল চালক।
মাপ করবেন, আমি মেশালা। আপনাকে দেখতে পেলে এমনটা হোত না।
মেয়েটি এবার জুডার দিকে তাকালো।
তুমি কি এই পাত্রটা আমাকে ভরে দেবে? বাবা তৃষ্ণার্ত।
আনন্দের সঙ্গেই জল এনে জুডা দিল। মেশালা তখন পিছন ফিরে দাঁড়ালো।
তুমি রূপসী, অতএব আবার আমাদের দেখা হবে।

রোমানটাকে আমি চিনি। আমার মা-বোনকে যেদিন ধরে নিয়ে যায়, সেদিন ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল। ওদের খবর ও নিশ্চয়ই জানে। সেটা না পাওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। তবে তুমি যদি আমাকে সাহায্য করো, তাহলে আমি ওকে শাস্তি দিতে পারি।

ও একজন রোমান, আমরা ইহুদি। আমি আপনাকে সাহায্য করবো।

জুডা তার কাহিনী মালুখকে শোনালো। সামনের ঘোড়দৌড়ে নিশ্চয়ই যোগ দেবে মেসালা। তাকে হারাতে গেলে শেখ ইলদারিমের সাহায্য এখন জরুরী।

চিন্তা নেই, উনি রোমানদের ঘৃণা করেন। ইহুদিদের যে রাজার কথা ভবিষ্যৎবক্তারা বলেছেন—তাঁরই আশায় উনি পথ চেয়ে আছেন।

আগামীকাল আমার ঘোড়াগুলি নিয়ে বাজিয়ে দেখতে পারো—

আমার আপত্তি নেই। তবে আজ যখন এসেছো—একটা কাহিনী অবশ্যই শুনে যাও।

আহার-পর্বের পর বালথাজার আরম্ভ করলেন তাঁর কাহিনী। সেই তিন জ্ঞানীর ইতিহাস—সাতাশ বছর আগের। জুডা শুনলো—ইহুদিদের রাজাকে পূজা করবার জন্য কীভাবে তাঁরা একটা নক্ষত্রের অনুসরণ করে তিনজনে এসেছিলেন।

আশ্চর্য ঘটনা—যা আপনি শোনালেন। সেই পরিত্রাতা এখন কোথায়?

সম্ভবত—জুডিয়াতে আছেন। খুব শিগ্গিরই তিনি আত্ম-পরিচয় দেবেন। কিন্তু তাঁর রাজ্যপাট হবে এই পৃথিবীতে নয়—স্বর্গে। কারণ পৃথিবীর চেয়ে স্বর্গ অনেক বড়। ঈশ্বরের পুত্র তিনি—প্রেমের রাজা।

্ সকালে ঘোড়াগুলি নিয়ে মেতে
লা জুডা।
সবগুলো ঘোড়াকেই
মার চেনা দরকার, ওদের ও দরকার
নাকে ভালো-
র চেনা।

কখনো সরলরেখায়, কখনো বৃত্তাকারে ঘোড়াগুলোকে চালিত করলো জুডা। দুলকি চালে হাঁটালো; আবার চার পা তুলে ছোটালো।
বাঃ -এলেম আছে ছোকরার। রোমানটা এক মাসে যা পারেনি ও দু ঘন্টাতেই তা করে ফেললো।

মালুশ ফিরে আসতে তার সাহায্য চাইলো জুডা।
খোঁজ নাও-মেশালারের রথটা হালকা না ভারী, বিশেষ করে ওর গাড়ীর দিকটা মাটি থেকে কতোটা উপরে-তা জানা খুব জরুরী।
ঠিক আছে। সব খবরই এনে দেবো।

সে একে সাবধান করে দিল জুডা।
রোমানদের অনেক কৌশল আছে। অচেনা কাউকে ঘোড়াগুলোর কাছে ঘেঁষতে দেবেন না।
সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

আচ্ছা, তুমি তো ল্যাটিন জানো। এই চিঠিটা পড়ে শোনাও তো।
এটা একটা গোপন চিঠির নকল। অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি।

চিঠি পড়তে পড়তে মুখ সাদা হয়ে গেল জুডার, হাত কাঁপতে লাগলো।
ওহ্- মেশালা তাহলে চিনে ফেলেছে আমাকে। পাষণ্ড, শয়তান!

গ্রেটাস আর ও-দু'জনে ষড়যন্ত্র করে হুরবংশকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল, যাতে ওরা আত্মসাৎ করতে পারে পুরো সম্পত্তিটা।

আমার মা-বোনের কোন খবর ও জানে না। গ্রেটাসকে লিখেছে- আমাকে হত্যা করবার ব্যবস্থা করতে, আর আপনাকে বান্দা করে রোমে পাঠাতে।

কী! বান্দা! আমি-আমার লোকজন- আমরা স্বাধীন। আমাকে বান্দা করবে! আমার যা কিছু আছে, সব এখন তোমার। রোমের বিরুদ্ধে এসব ব্যবহার করো জুডা। তোমাকে জিততেই হবে।

সেদিনই ইলদারিম জুডাকে নিয়ে সাইমনিডেজের কাছে গেলেন। চিঠি দেখে সাইমনিডেজ বুঝতে পারলেন-জুডা সত্যিই হুর বংশের সন্তান। বালথাজারের কাহিনী নিয়েও তাঁদের আলোচনা হোল
আমার ধন-সম্পদ সব তোমারই জুডা, তুমি গ্রহণ করো এসব।
আমার তো কোন প্রয়োজন নেই।
রাজা হবার জন্যে যিনি আসছেন, আমাদের সমস্ত সম্পদ আমরা তাঁকেই নিবেদন করে দেবো।
চমৎকার প্রস্তাব! জুডা, তুমি লোকজন সংগ্রহ করো। গোপনে তাদের যুদ্ধবিদ্যা শেখাও।
হ্যাঁ, তাই আমি করবো। কিন্তু বাজী-দৌড়ের আগে আমি কোথাও যাবো না।
বাজী-দৌড়ের আকাঙ্খিত দিনটি অবশেষে এসে গেল।
আপনার বিরুদ্ধে মেশালা তর সব সম্পদ বাজী রেখেছে।
আর ওর রথের নিগা আপনার এই রথটার চেয়ে অনেক উপরে।
ঠিক আছে. চিন্তা নেই।
চারপাশ থেকে দর্শক মণ্ডলী বিরাট সম্বর্ধনা জানালো রথচালকদের।
মেশালা!
মেশালা!
বেন হুর!
বেন হুর!
অবশেষে দৌড় শুরু হোল। সব চালকই চাইলো তাদের নির্দিষ্ট পথটির মাঝখান দিয়ে আগাতে।
বাহ- বাহ-মেশালা, এগিয়ে যাও!
মেশালার নিগা তার পাশের রথটির একটা ঘোড়ার গায়ে আঘাত করলো। সেটা হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে বাকী ঘোড়াগুলোকেও বিভ্রান্ত করে দিল। রথটা আছড়ে পড়লো আর একজনের পথের উপর।
জনতা হায় হায় করে উঠলো সমবেদনায়, আর উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো মেশালা।
লোকজন এসে হতভাগ্য চালকটিকে তার ঘোড়াগুলির সঙ্গে সরিয়ে নিয়ে গেল। দৌড় চলতে লাগলো এবার মেশালা আর বেন হুর ছুটে চললো পাশাপাশি।

বাঁক নেবার মুখে হঠাৎ হুংকার দিয়ে উঠলো মেশালা।
দূর হটো আমার পথ থেকে।

মেশালার চাবুকের ঘায়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেল ইলদারিমের ঘোড়া।
সপাং
চিঁহিঁহিঁ

জনতা রাগে গর্জন করে উঠলো। আর বেন হুরের হাত-তিন বছর ধরে যে হাত শুধু দাঁড় চালিয়েছে, সেই হাত ঘোড়াগুলোর রাশ টেনে রইলো প্রাণপণে।
অ্যাসটেয়ার, রিগেল, অ্যানটারেস - প্রিয়জন আমার! ঠিক থাকো সব। এর বদলা নিতে হবে।

প্রচণ্ড শক্তিতে ঘোড়াগুলোকে সংহত করে বাঁক নিল বেন হুর। দুটি রথ এগিয়ে চললো আবার।
মেশালাকে দেখেছো- অ্যাপোলোদেবের মতো সুন্দর!
বেন হুরের চেয়ে? ভালো করে দেখো তো।
সাবাশ!
সাবাশ বেন হুর!

শেষ বাঁক এসে গেল। বেন হুর তার বাঁ দিক ঘেঁষে ঘোড়াগুলোর বাঁক নিতেই তার রথের চাকা মেশালার রথের চাকাটাকে আঘাত করলো।
আহ্‌হ্‌হ্‌...
একটা দারুণ সংঘর্ষ। মেশালার রথের লিগা ভেঙে গেল। সে আছড়ে পড়লো মাটিতে।

সমাপ্তিরেখায় পৌঁছে যাবার সাথে সাথেই বিপুল হর্ষধ্বনিতে চারপাশ মুখর হয়ে উঠলো।

বিরাট বাজী-দৌড়ের জয়মুকুট পেল বেন হুর।

বেন হুর আর শেখ যখন মরুভূমির পথে যাত্রা করেছে, তখন মালুশ এসে হাজির।
পুরস্কারের টাকা আমরা পেয়ে গেছি। মেশালা প্রাণে বেঁচে যাবে, কিন্তু জীবনে আর নিজের পায়ে কখনো দাঁড়াতে পারবে না।
ও যদি বাজী অনুযায়ী ওর সব সম্পদ দিয়ে দেয়, সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে, না দিলে বিরাট বদনাম হবে ওর।
সাইমনিডেস এবার রোমান সম্রাটকে দিলেন বিরাট উপঢৌকন। বিনিময়ে জুডিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া হল গ্রেটাসকে। হুকুম গেল- সেখানের সব বন্দীকে অবিলম্বে মুক্ত করে দেবার।

গ্রেটাসের স্থলাভিষিক্ত হয়ে এলেন পনটিয়াস পাইলেট। একজন কারারক্ষী কিছু খবর নিয়ে এলো তাঁর কাছে।
আট বছর আগে গ্রেটাসের আদেশে তিনজন বন্দীকে অন্ধ করে দেওয়া হয়, তাদের জিভ কেটে ফেলা হয়
ওদের খাবার একটা ছোট গর্তের ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া যেত। সেলের দরজা কখনো খোলা হয়নি।
আপনার নির্দেশমতো বন্দীদের তালিকা তৈরী করতে গিয়ে দেখি - একজন মাত্র মানুষ।
অথচ এতো গুলো বছর ধরে খাবার দেওয়া হয়েছে তিনজনের?
আমি লোকটিকে বাইরে এনে মুক্ত করে দিতে খুব খুশী হোল। বিনিময়ে আমাকে সেই সেলের ভিতরেই নিয়ে গেলও।
সেখানে সে একটা ছোট গর্তের সন্ধান আমাকে দিল।
শুনতে পাচ্ছো? ভিতরে যে রয়েছো, উত্তর দাও।
আমি - ইসরায়েলের এক মহিলা আর আমার মেয়ে এখানে রয়েছি। দয়া করে সাহায্য করুন, নাহলে মরে যাবো আমরা।
আশ্চর্য! ওদের মুক্ত করা দরকার।
আমি দেয়াল ভাঙার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে মজুরদের আসতে বলেছি প্রভু।
আট বছর ধরে বন্দী থাকবার পর টির্জা আর তার মা এই প্রথম আলোর মুখ দেখতে পেলেন।
না না, ঘরের মধ্যে ঢুকো না। এই ঘরটা থেকেই আমাদের কুষ্ঠ রোগে ধরেছে।
হায় হতভাগিনী! কী নাম তোমার? কে এখানে তোমাদের রেখেছিল?
আমি বেন হুরের যুবরাজের বিধবা পত্নী। গ্রেটাস এখানে আমাদের রেখেছিল। দয়া করে কিছু পোষাক আর জল আমাদের দাও।
সব পাবে। আজ রাতেই তোমাদের মুক্ত করে দেওয়া হবে।
নগরীর প্রধান তোরণের বাইরে নিয়ে গিয়ে মুক্তি দেওয়া গেল দু জনকে।
চল, আমাদের বাড়ীটা একবার দেখে আসি। সকাল হলে ঢুকতে দেবে না আর।
জুডাও সেই রাতেই এসে পৌঁছলো তার মা-বোনের খোঁজে। কারো কোন সাড়া না পেয়ে সে শুয়ে পড়লো দরজার সামনে। তারপর ঘুমিয়ে গেল কখন।
এ বাড়ী এখন সম্রাটের সম্পত্তি
ঈশ্বর মঙ্গলময়! টির্জা, দেখ - ঐ তোর দাদা। না রে, কাছে যাসনে। তুই কি চাস, ওকেও রোগে ধরুক?
না, না মা।

একটু পরেই এসে পড়লো অমরা।
আমার মা-বোন এখন কোথায় অমরা?
আহ্-জুডা! তোকে দেখে যে কী ভীষণ আনন্দ হচ্ছে!
কিন্তু তোর মা-বোনের কোন খবর তো আমি জানি না রে
রাতটা ওইখানেই জুডা কাটিয়ে দিল। সকালে অমরা গেল খাবার আনতে। জেলখানার দেয়াল যারা ভেঙেছিল তাদের কথাবার্তা ওর কানে এলো সেখানে।
জুডা বেন হুরের মা আর বোন। আট বছর ধরে ওঁদের আটকে রেখেছিল। কুষ্ঠব্যাধিতে ওঁরা দু'জনেই এখন আক্রান্ত।
আহ্-জুডার মা-বোন তাহলে জীবিত!
জুডাকে বিদায় দিয়ে অমরা গেল সেই কুয়োটার কাছে, ব্যাধিগ্রস্ত লোকেরা যেখান থেকে জল নেয়।
অমরা! তুই! জুডাকে কিন্তু আমাদের কথা বলিস না।
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমি আপনাদের দেখা পেয়েছি।
তুই বরং আমাদের জন্যে খাবার এনে দিস আর জুডার খবর।
মেনে নেওয়া কঠিন, তবে চেষ্টা করবো।
শীত শেষ হবার মুখে জুডা প্রায় পনেরো হাজার সৈনিক তৈরী করে ফেললো। একদিন বেলা শেষে যখন মরুভূমির পথে চলেছে তখন বালথাজারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।
রাজা এসে গেছেন জুডা। জর্ডন নদীতে তাঁর দেখা মিলবে এখন।
আনন্দে আইরাসের সঙ্গে কিছুক্ষণ ভ্রমণ করলো জুডা।
সব ভাবনার শেষ হতে চলেছে।
রাজার জন্যে তুমি যা করেছো, বিনিময়ে একটা রাজ্য উনি নিশ্চয়ই দেবেন। আমি তোমার রাণী হবো জুডা।
পরের দিন জর্ডন নদীতে তারা পৌঁছলো। ভবিষ্যৎবক্তা জন সেখানে ছিলেন।
দেখুন, ইনি ঈশ্বরের পুত্র।
ইনিই সেই, যাঁকে শিশুকালে আমি দেখেছিলাম।
তিন বছর পরে…
কী আশ্চর্য এই রাজা।
তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে তাঁর পায়ের তলার পাথরও হয়ে যায় সোনা। অথচ গরীব থাকাই তাঁর ইচ্ছে। রোগীরা তাঁর শরীর একবার স্পর্শ করলেই নবজীবন লাভ করে। আমি নিজের চোখে দেখেছি।
২২

পরের সকালে খাবার নিয়ে আমরা পাহাড়ের উপর উঠে গেল।
ঈশ্বরের পুত্র আবির্ভূত হয়েছেন, যে কোন রুগ্নকেই তিনি নিরাময় করে দিতে পারেন।

উনিই তাহলে সেই পরিত্রাতা।
জেরুসালেমের পথ দিয়ে তিনি আজ হেঁটে যাবেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে খুব দ্রুত আমাদের যেতে হবে।

পাহাড়ী পথের চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে অনেক কষ্টে তাঁরা পৌঁছলেন। দু জনে তাঁরা সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।
ইসরায়েলের পবিত্র মহান রাজা এসেছেন ঈশ্বরের নাম নিয়ে।
চল মা, আরো কাছে যাই আমরা। নইলে উনি শুনতে পারেন না

হে প্রভু, পরিত্রাতা, দয়া করুন আমাদের।
তোমাদের বিশ্বাসই তোমাদের শক্তি দেবে মা।
তোমরা যা চাও, তাই হবে।

জনতা এগিয়ে চললো। আর কোন কোলাহল শোনা গেল না।
আঃ - আমাদের মুক্তি হোল টির্জা। চল এবার ঘরে যাই মা।

খানিক দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল জুডা। সে পরিত্রাতার অনুসরণ করে এসেছিল।
মা, টির্জা, আমি কি সত্যিই তোমাদের দেখছি?
হাঁ রে, আমাদের দেবতা মহান।

ঘরে ফিরে যাবার পর—
একি! তুই সশস্ত্র? এখন কি যুদ্ধ চলছে?

না, তবে পরিত্রাতার জন্যে রোমানদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হতে পারে। আমাদের পুরোহিতরাও তাঁর বিপক্ষে।

কিছু পরেই খবর এলো - পরিত্রাতা বন্দী। বিচারে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।
ভাঙা মন নিয়ে ঘরে ফিরলো জুডা। সেখানে আইরিস তার জন্যে অপেক্ষা করছিল।
কই - কী দেখলেন তোমাদের রাজা? ঈশ্বরের পুত্র - পৃথিবীর ত্রাণকর্তার জন্যে প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে - হা হা - হা -

াণী করবে আমাকে পারবে?
াহ্য হ--
ওঃ- আইরাস। এতো তোমার খেলা? আজ থেকে আমাদের পথ আলাদা হয়ে গেল।
পায়ে পায়ে জুডা গেল এবার সাইমনিডেজ-এর কাছে। এসথার তখন ঘুমোচ্ছিল।
সত্যি, আমার ভালোবাসার উপযুক্ত পাত্রী এই এসথার। কী রূপময়ী আর সহানুভূতিশীল!
বধ্যভূমি ঘিরে এক বিশাল জনতা। কেউ এসেছে কাঁদতে, কেউ ব্যঙ্গ করতে, কেউ বা প্রার্থনা করতে।
প্রভু, স্বর্গে গিয়ে আমাদের দয়া করে ভুলে যাবেন না!
চিন্তা কোর না। কথা দিলাম স্বর্গে তোমরা আমার সঙ্গেই থাকবে।
উনি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র। ওঁর রাজ্যপাট এই পৃথিবীতে হতে পারে না। এই জীবনের চেয়ে মহত্তর কিছু নিশ্চয়ই আছে।
কয়েক বছর পর--
সম্রাট নীরো হত্যা করছেন ক্রিশ্চানদের।
তুমি রোমে যাও জুডা। সমাধিভূমিকে রোমানরা পবিত্র ভূমি জ্ঞান করে। তারই নিচে তুমি প্রার্থনা গৃহ নির্মাণ করো। রোমানরা কাছে আসবে না জুডা।
চমৎকার প্রস্তাব! আমি কালই রোমে যাবো। প্রভুর কাজে ধন্য হবে আমার ধন-সম্পদ। তুমি কী করবে এসথার?
স্বামী, আমি তোমার সহধর্মিনী। মহান খ্রীষ্টের জন্যে কাজ করায় তোমার সঙ্গী হবো আমি।
আজ যদি কেউ সান ক্যালিক্সটোর প্রাচীন ভূগর্ভস্থ সমাধিগৃহে যাও, তাহলে দেখতে পাবে-বেন হুরের সম্পদ কীভাবে নিয়োজিত হয়েছিল সেখানে। সেই সব সুবিশাল প্রকোষ্ঠে ক্রিশ্চানরা প্রার্থনা করতেন। তারপর সেখান থেকেই একদিন স্বাধীনভাবে সারা পৃথিবীর পথে তাঁদের যাত্রা-পরিত্রাতার বাণী প্রচার করবার মহিমা নিয়ে অবিরাম অভিযান
শেষ

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের
কোলাহলমুখর লণ্ডন
থেকে পাড়ি দিয়েছিলাম
ট্রানসিলভ্যানিয়ার পার্বত্য
রাজ্য কারপেথিয়ানে।
৩১ মে ড্রাকুলা দুর্গের কাছে
বিসট্রিজে পৌঁছলাম।
GOLDEN KRONE
আপনি কি
ইংরেজ?
হ্যাঁ ম্যাডাম,
আমি জোনাথন
হারকার
স্বাগতম!
কাউন্ট
ড্রাকুলা আপনাকে
সাহায্য করবার
নির্দেশ দিয়েছেন।

পরদিন সকালে যাত্রা শুরুর আগে
আশ্রয়দাতারা আমাকে নিবৃত্ত করতে
চাইছিলেন আমার যাত্রাপথ থেকে।
মাঝরাতে
মৃতেরা ওখানে
জেগেওঠে!

আমি নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, মনে হয় দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম। একদল ক্রুদ্ধ নেকড়ে গাড়ীটাকে ঘিরে ধরল। ঘোড়াগুলো ভয়ে ফুঁকড়ে ফুঁকড়ে উঠছিল। কোচোয়ান মাটিতে নেমে দাঁড়াল। তারপর একটা হাত আন্দোলিত করল। মুহূর্তের মধ্যে নেকড়ের দলটা হারিয়ে গেল।

আমরা এসে গেছি। নেমে পড়ুন মিঃ হারকার।

দরজায় একটা ঘণ্টি কিংবা কড়া পর্যন্ত নেই. আলোই বা জ্বলছেলো কেন?... আমি কি এখনো স্বপ্ন দেখছি?

হঠাৎ ঘড়ঘড় শব্দে দরজাটা খুলে গেল।
কাউন্ট ড্রাকুলা!

আমিই ড্রাকুলা। স্বাগত জানাই আমার দুর্গে।
হাতটা ইস্পাতের মতো কঠিন আর বরফের মতো শীতল!

ভেতরে চলুন। আপনি নিশ্চয় ক্ষুধার্ত আর শীতার্ত।
গণগনে আগুন আর খাবার দেখে মনের ভয়-ভয় ভাবটা কেটে গেল।

অনুগ্রহ করে খেয়ে নিন।
ধন্যবাদ। মিঃ হার্কিন্সের পাঠানো কাগজগুলো দেখুন।

চমৎকার! মিঃ হকিন্স লিখেছেন — আপনি আমার ইচ্ছাধীন থাকবেন।
হ্যাঁ, নিশ্চয় স্যার!

দূর হতে মুহুর্মুহু ভেসে আসছিলো নেকড়ের গর্জন।
ঐ শুনুন, রাত্রির সন্তানেরা কেমন মধুর সংগীত রচনা করে চলেছে!

এইভাবেই আমার জীবন শুরু হল ড্রাকুলা দুর্গে। পরদিন দেখলাম প্রাতরাশ তৈরী, কিন্তু ঠাণ্ডা।

সারাদিন কোন মানুষের দেখা পেলাম না, নেকড়ের গর্জন ছাড়া অন্য কোন শব্দও পেলাম না

কাউন্ট ফিরে এলেন। এবারও কোন কর্মচারীকে দেখলাম না। অথচ ডিনার যথারীতি তৈরী। অতঃপর আমরা ড্রাকুলার জন্যে লণ্ডনে কেনা সম্পত্তি "কারফাক্স অ্যাবে" নিয়ে আলোচনায় বসলাম।

দেখুন প্রার্থনা-গৃহটা ঠিক এখানে।

চমৎকার, পুরাতন প্রার্থনা-গৃহও রয়েছে! আমরা ড্রাকুলারা কখনোই চাইনা আমাদের দেহগুলো সাধারণ মৃতদের পাশাপাশি থাকুক।

বন্ধু, আপনার কর্মকর্তাকে লিখুন, আপনি আমার কাছে একমাস কাটাবেন।

আপনি চান আমি এতদিন থাকি?

আমি কোন আপত্তি বরদাস্ত করিনা। জানেন তো, আপনাকে আমার ইচ্ছাধীন থাকতে হবে!

থেকে যাওয়া ছাড়া আমি কী-ই বা আর করতে পারি? নিজের ইচ্ছেয় তো আসিনি, এসেছি ব্যবসার কাজে।

ড্রাকুলা-দুর্গে দিনগুলো কাটতে লাগলো। আমি দুর্গের অসংখ্য কক্ষ ঘুরে ঘুরে দেখতাম, কিন্তু মানুষের দেখা মেলেনি।

ঘুরতে ঘুরতে সর্বদা একটা বন্ধ দরজার সামনে উপস্থিত হতাম। এ ছাড়া বাইরে যাবার কোন রাস্তা ছিলনা। আর একটা আশ্চর্যের ব্যাপার – এই দুর্গে কোন আয়না দেখিনি।
দাড়ি কামানোর আয়নাটা এনে ভালো করেছি।

এক সন্ধ্যায় অজান্তে ড্রাকুলা এসে দাঁড়ালেন আমার পিছনে।
শুভ সন্ধ্যা মিঃ হারকার।

কাউন্টের কোন প্রতিবিম্ব আয়নায় দেখছি না কেন?
আমি কি ভয় পাইয়ে দিলাম? একি, রক্ত!

হঠাৎ কাউন্ট যেন কেমন উন্মাদ হয়ে গেলেন।
আপনার গলায় রক্ত!
এটা তো সামান্য ব্যাপার স্যার।

ক্রুশটা দেখতেই কাউন্টের অদ্ভুত উন্মত্ততা মিলিয়ে গেল।
ক্রুশ!

সাবধান হারকার, রক্ত দেখাবেন না। রক্ত এখানে বিপজ্জনক!

এই ভয়াবহ বস্তুটি রক্তপাত ঘটিয়েছে।
না না, কাউন্ট ড্রাকুলা!

সময় বয়ে চলল এই নির্জন দুঃস্বপ্নের রাজ্যে।
কাউন্ট কি উন্মাদ, না কি আমি? বাস্তবিক পক্ষে আমি তাঁর কয়েদী। বেরুবার কোন পথ নেই, যোগাযোগ নেই বাইরের পৃথিবীর সাথে। সময়ের মেয়াদ শেষ হলে কাউন্ট কি আমাকে মুক্তি দেবেন?...

গলার ক্রুশটা সরিয়ে রাখি, তাহলে সবকিছু অন্যভাবে বুঝতে পারবো ।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল । উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় চারদিক ভরে গেছে। আমি বুঝতে পারছিলাম এখন আর একা নই ।

ওর শরীরে যা রক্ত আছে আমাদের পক্ষে তা যথেষ্ট।

মনে হচ্ছিল কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তি তোমাকে স্থির করে রেখেছে। লক্ষ্য করছিলাম আশ্চর্য মহিলারা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ যেন শূন্যলোক হতে...
তোদের এতো সাহস যে নিষেধ সত্ত্বেও আমার শিকারে হাত দিস?

পরদিন সকালে...
বসে বসে মৃত্যুর অপেক্ষা করার চেয়ে কিছু একটা করা অনেক ভালো ।

নিচের দিকে না তাকিয়ে খুব ধীরে ধীরে নামতে লাগলাম ।

একটা সিঁড়ি, সম্ভবত এটাই আমাকে বাইরে পৌঁছে দেবে ।

দুর্গ প্রাচীর বেয়ে নামার পর বহু দিন কেটে গেছে। আমি নিশ্চয় অবিশ্রান্ত পথে পথে হেঁটেছি। এখন কিছুই আর মনে পড়েনা। সবকিছুই কেমন যেন ঘোলাটে, কেমন ঝাপসা হয়ে গেছে। তবু আনন্দের কথা ড্রাকুলার দুর্গ থেকে আমি দূরে-অনেক দূরে--

দীর্ঘ ছয় সপ্তাহ অসুস্থ ছিলাম জেনে বিস্মিত হলাম।
অনুগ্রহ করে মিস মিনাকে খবর পাঠান।

খবর পেয়েই ছুটে এল মিনা।
তোমার এ কী হল?

খুব বিশ্রিভাবে আঘাত পাওয়ায় ব্রেন ফিভার হয়েছে। দেখবেন উনি যেন কোন মানসিক দুশ্চিন্তায় না পড়েন।

এই ডাইরীতে যা লেখা আছে, জানিনা তা সত্যি না পাগলের প্রলাপ। এটাকে নষ্ট করতেও মন চায়না। তুমি কি এটা রাখবে?
আমি এটা সরিয়ে রাখব। আশা করি পরে আর দরকার হবেনা।

এক ইংরেজ মন্ত্রীর হাতে আমাদের মিলন ঘটল।
আমি ঘোষণা করছি-আজ থেকে আপনারা স্বামী-স্ত্রী হলেন।

তখনো আমি হাসপাতালে। মনের নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্যে ও ওর বন্ধু লুসির কথা আমাকে শোনাতো
লুসিকে তো তুমি চেনো। ও আর ওর মায়ের সাথে ছুটি কাটাতে হুইটবি গিয়েছিলাম।

সমুদ্রতীরবর্তী ছোট্ট শহরটা চিনি। আমার মন উড়ে গেল সেই হুইটবিতে.
প্রথম দিনই ঘুরতে ঘুরতে একটা জায়গা আমাদের পছন্দ হয়ে গেল।

আমরা সেখানটায় প্রায়ই যেতাম। আলোচনা হোত তোমার আর ওর ভাবী স্বামী আর্থারের সম্পর্কে।

লুসি ঘুমের ঘোরে হেঁটে বেড়াতো…

লুসির মা রাতে ভালো করে দরজা বন্ধ রাখতে বলতেন।
আমার ভীষণ ভয় করে। যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায়!

ইতিমধ্যে অনেকগুলো সপ্তাহ পার হয়ে গেল। এখন আমি অনেকটা ভালো। একটু আধটু হাঁটাহাঁটি করতে পারি। মিনা তার বন্ধুর কথা বলে যেতে থাকে…
একদিন রাতে –

এ কী! লুসি কোথায়? দরজার চাবিটাও দেখছি নেই!

লুসির গরম পোষাকগুলো সবই এখানে। দরজাটা খোলা!

ঠাণ্ডায় জমে যাবে বেচারা! এখনি তাকে খুঁজে বার করতে হবে।

অনেক খুঁজলাম, কিন্তু কোথায় সে? আরে, ঐ তো…

কিন্তু ওর পিছনে ওটা কী? একটা ছায়ামূর্তির মতন!

দৌড়ে ওর কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। লুসি তখনো ঘুমিয়ে।

সাথে আনা কম্বলটা ওর গায়ে জড়িয়ে দিয়ে গলার কাছে একটা পিন এঁটে দিলাম।
মিনা, আমি কোথায়?
চুপ কর। বাড়ী চল।

পরদিন সকালে ওর গলায় দুটো লাল ফুটকি দেখতে পেলাম।
আরে লুসি, তোর গলা! কী মুশকিল, আমি বোধহয় পিন দিয়ে কান ফুঁড়ে ফেলেছি!
দূর, এ কিছু না। আমি বুঝতেই পারছি না।

পরদিন রাতে…
জানলা! ঐ জানলা!
ঘুমের ঘোরে কথা বলছে।

জানলার কাছে গিয়ে দেখলাম একটা বিরাট বাদুড়।

পরদিন আমাদের দুজনের নামে দুটো চিঠি এল।
আর্থার চিঠি পাঠিয়েছে। ও খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে চায়। তোমার চিঠিও এসে গেছে ---
শুনে সুখী হলাম খুব।

আহ, বেচারা অসুস্থ! মিঃ হকিন্স ওর কাছে আমাকে পৌঁছে দেবেন।

মিনার গল্প এখানেই শেষ হল। আমি এখন সুস্থ হয়ে উঠেছি। অবশেষে একদিন পাড়ি জমালাম দেশের উদ্দেশে।
ঈশ্বর তোমাদের সুখে রাখুন।

আমাদের ট্রেণ লণ্ডনের কাছে আসতেই আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম।
অবশেষে বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ালাম!
লুসির বিয়ের খবর শোনার জন্যে তর সইছে না আমার।

কিন্তু লণ্ডনের জনাকীর্ণ রাস্তায়··
ড্রাকুলা! হাঙেরীয়ান! এই তো সে!

সারা শরীর আমার থর থর করে কেঁপে উঠল। আমি হয়তো পড়েই যেতাম যদি না মিনা আমাকে ধরে ফেলতো!
ও নিশ্চয়ই কাউন্ট ড্রাকুলা। ওকে দেখে মনে হল যেন বয়সটা অনেক কমে গেছে।
ওহ্! তুমি আবার অসুস্থ হয়ে পড়ছো। চল, বাড়ী যাই।

বাড়ী ফিরেই দেখলাম মিনার নামে একটা টেলিগ্রাম।
নাহ্! এ হতে পারেনা!
TELEG
LEGRA
KER
ST. LONDON
দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, মিসেস ওয়েস্টরেনা পাঁচদিন আগে মারা গেছেন। লুসি মারা গেছে গত পরশু। আগামীকাল তাদের কবর দেওয়া হবে।
ফন হেলসিং।

মিনা, তুমি আজই কি আমার ডাইরীটা পড়বে? ওটা পড়ে দেখা এখন জরুরী বলে মনে হয়।

ঠিক আছে, পড়বো।

ডাইরীর পাতায় পাতায় কী শিহরণ জাগানো বর্ণনা।
বেচারা জোনাথনকে কতো যন্ত্রণাই না সহ্য করতে হয়েছে। ড্রাকুলা যদি সত্যি হয়!

ঘটনাগুলোর মধ্যে একটা যোগসূত্র দেখা যাচ্ছে। সুবিশাল বাদুড়, নেকড়ের ডাক--

কেউ যদি আমাদের সাহায্য করতে পারতো! কিন্তু কে বিশ্বাস করবে যে জোনাথন পাগল নয়?

সেই মুহূর্তে মিনা একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পেল।
ফন হেলসিং - লুসির ডাক্তার। লুসিকে লেখা আমাদের ঘটনাগুলো উনি পড়েছেন।

উনি এখানে আসতে চান। জয় ভগবান! এবার একটা উপায় হবে।

সেইদিন সন্ধ্যায় ডাক্তার এলেন।
ডাঃ হেলসিং, ইনি আমার স্বামী মিঃ জোনাথন হারকার।
শুভ সন্ধ্যা।

আমরা লুসি ওয়েস্টার্নার আশ্চর্য রোগ এবং মৃত্যুর কথা জানতে পারলাম।
ডাঃ সিওয়ার্ড যখন লুসিকে সুস্থ করতে পারলেন না তখন আমস্টারডাম থেকে আমাকে ডেকে পাঠালেন।

রক্তের অভাবে লুসি মারা যেতে বসেছে। এই মুহূর্তে ওকে রক্ত দিতে হতে পারে ডাঃ সিওয়ার্ড।
অসুবিধে হবেনা ডাঃ হেলসিং। ওর ভাবী স্বামী আর্থার এখনি এসে পড়বেন।

আর্থার হোমউড এসে গেলেন।
লুসির জন্যে আমার সব রক্ত আমি দিতে পারি ডাক্তার।
অতোটা আমাদের দরকার হবেনা।

দেখো, লুসির রঙ ফিরে আসছে!

হা ভগবান, এগুলো কীসের চিহ্ন! তবে কি...

পরের দিন ফন হেলসিং আবার এলেন।
হে ভগবান! ও বেঁচে আছে তো?
কেবল প্রাণটাই ধুকধুক করছে। রক্ত দিতে হবে।

এখন ও অনেকটা সুস্থ এবার নতুন কিছু করতে হবে।

একি! রসুনের মালা? মজা করছেন নাকি?

না, এটা দরকার।

মালাটা খুলোনা, জানলাটাও বন্ধ রাখবে।

ক আছিস তোমা?
হ্যাঁ মা, তুমি বরং আমার কাছেই থাকো।

কী ভয়ংকর! একটা নেকড়ে - জানলার কাচ ভেঙে ভিতরে ঢুকছে!

ভয় নেই মা, রসুনের মালা ওকে আটকাবে।
মায়ের ভয় তবু গেলনা তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন। যত্রের টানে মালাটা ছিঁড়ে গেল।
সর্বনাশ! মায়ের হার্ট দুর্বল। এখন উপায়?

শান্ত হও মা ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠাচ্ছি!

পরিচারিকারা আশা করি সাহায্য করবে।
একী! এরা যে সব ঘুমে আচ্ছন্ন। মনে হচ্ছে ওষুধের ঘোরে রয়েছে।

হে ভগবান, মা নেই! এ কী সর্বনাশ হল। নেকড়েটা বাইরে গর্জন করছে। আমি কী করবো? মনে হয় ঘরই এখন নিরাপদ।

পরদিন সকালে···
সর্বনাশ! দুজনেই মারা পড়ল নাকি?
না, লুসি বেঁচে আছে। রক্ত দিতে হবে। এখুনি-

আমি কি দিতে পারি?
দিতেই হবে। যতোক্ষণ শ্বাস ততোক্ষণ আশ।

ওহ্-একী হচ্ছে! দাঁতগুলো তীক্ষ্ণ, চোখে মুখে ভয়াল একটা অভিব্যক্তি!

আর্থার, প্রিয় আমার। কাছে এসো।
ওহ্ লুসি!

খবর্দার, কাছে যেওনা!

লুসি মারা গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয়ঙ্কর অভিব্যক্তিটাও মিলিয়ে গেল।
আহ্-দুঃস্বপ্নের শেষ হল।
না, শেষ নয়, এখানেই শুরু।
কী বলতে চান ডাক্তার?

চলন্ত মরদেহের জীবন থেকে ওকে রক্ষা করতে হবে। মাথা আর হৃৎপিণ্ডটা কেটে ফেলতে হবে।

না, দয়া করে ওকে কাটবেন না ডাক্তার!
লুসি আমাদেরও প্রিয়, কেন বুঝতে পারছো না?

আশা করবো তোমার মত নিশ্চয়ই বদলাবে।

ডাইরি নিয়ে চলে গেলেন তিনি। বলে গেলেন – খুব তাড়াতাড়িই খবর পাঠাবেন। উদ্বেগ নিয়ে আমরা অপেক্ষা করে রইলাম।

পরের দিনই ওঁর চিঠি এলো।
উনি তোমার সাহসেরও প্রশংসা করেছেন। আজ রাতে ডাঃ সিওয়ার্ডের কাছে আমাদের যেতে লিখেছেন উনি। ওখানেই বোধহয় সবকিছু খুলে বলবেন।
আনন্দের কথা, উনি লিখেছেন আমি পাগল হইনি।

আমারও তাই মনে হয় মিনা, কিন্তু তার পর?

কার ফাক্স আবে? এইজায়গাটাই তো কেনা হয়েছিল ড্রাকুলার জন্যে। সর্বনাশ, বাড়ীটা তো দেখছি ডাঃ সিওয়ার্ডের বাড়ীর পাশেই!
সেই রাতে আমি একটা বিস্ময়কর জিনিষ আবিষ্কার করলাম।

ওঁরা এখন কেউ নেই। আপনাদের অপেক্ষা করতে বলে গেছেন ডাঃ সিওয়ার্ড।

ঈশ্বরের দোহাই, এ কোথায় আমাদের নিয়ে এলেন?
বিচলিত হয়োনা আর্থার, এখনি দেখতে পাবে।

আমরা এখন লুসির কবরের সামনে। আর্থার, তুমি কি তোমার চাবি দিয়ে এটা খুলবে?
দোহাই ডাক্তার, এমন অনুরোধ করবেন না। এটা ধর্মসম্মত নয়।

আমি এখানে এসেছি একটি নিষ্পাপ মেয়েকে উদ্ধার করতে। আমিও অক্রেস্নেহ করতাম।
কিন্তু আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনা!

না, কফিনটা খুলবেন না!
LUCY WESTENRA
উপায় নেই আর্থার, এ ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই।

হা ঈশ্বর, এটা যে খালি!
ও এখন হেঁটে বেড়াচ্ছে।

এখন উপায়?

তখন গভীর রাত...
ভন হেলেসিং সঙ্গীদের নিয়ে লুসির সমাধির কাছেই লুকিয়ে রইলেন।
চুপ, ঐ আসছে।

একটা ভ্যামপায়ারের মতো লুসি বাচ্চাটার রক্ত শুষতে আরম্ভ করল।
হা ভগবান! লুসি!
কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে তাকাল লুসি-
কার এত সাহস আমাকে থামায়?

আর্থারকে দেখেই লুসির রাগ মিষ্টি হাসিতে পরিবর্তিত হল।
লুসি!
সাবধান আর্থার, ও যেন তোমাকে স্পর্শ না করে।

ঈশ্বর,
সহায় হোন!

ও ফিরে যাচ্ছে ওর কফিনে।
স্যার, এবার কী?

সিওয়ার্ড, বাচ্চাটাকে রক্ষা কর। আর্থার,
তুমি আমার সাথে এসো।

কেমন করে লুসী এমন
শয়তানী হল ডাক্তার?
ভ্যাম্পায়ারের দংশনে লুসির
মৃত্যু হয়েছিল। এভাবে যারা
মরে তারা সকলেই
ভ্যাম্পায়ার হয়ে যায়।

চিরকাল তাদের দেহটা রক্তের অন্বেষণে
ঘুরে বেড়ায়।

যে বাচ্চাগুলোর রক্ত লুসি খেয়েছে, তাদের অবস্থা এখনও
মারাত্মক হয়নি। কিন্তু আর
কিছুদিন এভাবে চললে ওরা
মারা যাবে, তারপর হয়ে
উঠবে এক একটা
ভ্যাম্পায়ার।

কিন্তু আমি যা বলি
তা যদি করো তবে
লুসি মুক্তি পাবে।
বাচ্চাগুলোও
বেঁচে যাবে।
আপনি বলুন,
আমি করবো।

তাহলে এইগোঁজটা
ওর হৃৎপিণ্ডে
এখনি বিঁধিয়ে
দাও আর্থার!

ছ'শো বছর আগে ড্রাকুলা নামে এক যুদ্ধপ্রিয় কাউন্ট তার প্রজাদের নামিয়েছিল এক অসম যুদ্ধে-তুর্কী সৈন্যদলের বিরুদ্ধে। জয়লাভের বিনিময়ে সে শয়তানের সাথে একটা চুক্তি করেছিল বলে শোনা যায়। মৃত্যুর বদলে সে লাভ করেছিল একটা চিরস্থায়ী ভ্যামপায়ারের রূপ।

সে ইংলন্ডে পঞ্চাশটি মাটি বোঝাই কফিন নিয়ে এসেছে। মিস লুসি তারই শিকার। এখানে সে এসেছে, অনেক রক্ত পান করে আবার তাজা হয়ে উঠছে।

কিন্তু তা কেবল দুপুরে, সূর্যোদয়ে এবং সূর্যাস্তের সময়। পবিত্র ক্রুশ, রসুন এবং উলফ্‌সবেনের সামনে তার শক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে আসে। আর হৃৎপিণ্ডটাকে বিদ্ধ করে যদি শরীর থেকে মাথাটা আলাদা করে দেওয়া যায়, তবে সে শেষ - চিরকালের মতো। দিনের আলোয় সে দুর্বল। তাই তার লুকোবার মতো একটা জায়গা কোথাও আছে। আর সেই পঞ্চাশটা কফিন খুঁজে বের করে যদি সেগুলো তার বাসের অযোগ্য করে দেওয়া যায়, তখন সে
কোথায় লুকোবে ?
DRACULA
অফিস থেকে কিছু তথ্য পাওয়া গেল ।
লারফ্লিট অ্যাবে-তে পঞ্চাশটা কফিন পাঠানো হয়েছিল। পরে সেখান থেকে কিছু সরানো হয়েছে ।
ভালো কথা, কালই কাজ শুরু করতে হবে। এখন ঘুমিয়ে নাও সব।
আমি তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম, কিন্তু মিনা তখনো ঘুমোয়নি ।
কে! কে ওখানে ?
চুপ! একটুকু শব্দ করেছো কি তোমার চোখের সামনেই তোমার ধনকে শেষ করে দেবো ।
মিনা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। অনুভব করল - কাউন্টের ঠোঁট গুলো ওর গলার উপর চেপে বসছে। --এবং দাঁত--

মিনার আর্তনাদ আমাদের সচকিত করল--
এ তো ড্রাকুলা!

পরদিন সকালে --
পিকাডেলি হাউসের কফিনগুলো শেষ করেছি।
বারমণ্ডসে-র গুলোও শেষ।
এবারে তাড়াতাড়ি চলো কারফাক্স অ্যাবে-তে।

কয়েক গোছা উলফসবেন এবং একটা করে ক্রশ-এই দিয়ে আমরা সব কটা কফিনকেই ভ্যামপায়ারের বাসের অযোগ্য করে দিলাম।

১৫টা কফিন পিকাডেলি হাউসে, ১৬টা বারমণ্ডসে-তে, ১৮টা এখানে, বাকী ১টা কোথায়?
চিন্তার কারণ নেই, মিনা হয়তো আমাদের সাহায্য করতে পারে।

মিনাকে দেখে চমকে উঠলাম আমি।
আমার গলায় শয়তানের চিহ্ন। ড্রাকুলা আমার মনটাকেও আচ্ছন্ন করে রেখেছে তোমাদের সব পরিকল্পনা জেনে নেবার জন্যে। জোনাথন, প্রিয় আমার, তোমাদের কোন ক্ষতি করার আগেই আমি মরে যেতে চাই!

না মিনা, মেয়ে আমার, তা হয় না। ড্রাকুলা এখনো জীবিত। মারা গেলে তুমিও ভ্যামপায়ার হয়ে যাবে। বরং বেঁচে থেকে আমাদের সাহায্য করতে পারবে।

তোমার মনে তার ছাপ রয়েছে। তোমাকে সম্মোহন করে ড্রাকুলার গতিবিধি আমি জেনে নিতে পারবো।...
ঘুমোও, ঘুমোও... অনুভব করো-তুমি কোথায়?
ঘুরঘুট্টি অন্ধকার! আমি ঢাকা রয়েছি...

চারপাশে জলের গর্জন, শিকলের ঘড়ঘড় শব্দ...
তুমি কি কোন জাহাজে?
হ্যাঁ, তাই।
ড্রাকুলা জাহাজে করে পালাচ্ছে। ওকে থামাতেই হবে। দুর্গের ভিতর ঢুকে গেলে সে কয়েক শতাব্দীর জন্যে নিশ্চিন্ত।
রুদ্ধশ্বাস অভিযানে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। পদে পদে বাধা। কিন্তু ট্রেন সময়ে পেলাম না, নৌকার ইঞ্জিন থেমে গেল, গাড়ির চাকা খুলে পড়ল...
লক্ষ্যস্থলে যখন পৌঁছলাম, তখন দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।
জিপসিগুলোকে থামাও। কফিনটা ওরাই বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।
সব বাধা জয় করে আমরা আগালাম।
খানিক দূরেই ড্রাকুলার দুর্গ। জিপসিগুলো গাড়ী থেকে কফিনটা নামাচ্ছে। ওরা নিরস্ত্র। আমরা বন্দুক হাতে সামনে দাঁড়ালাম।
থামো, না হলে গুলী চালাবো!
ফাঁকা আওয়াজ করুন। ওরা ভয় পাবে।
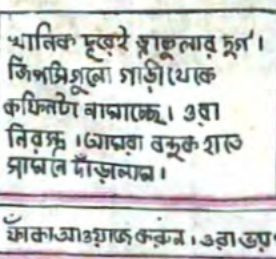
আর্থার, জোনাথন, তাড়াতাড়ি এসো। সূর্য প্রায় ডুবে গেছে।

বন্দুক দেখে কফিন ফেলে জিপসিরা পালালো।

ড্রাকুলা জেগে উঠছে। সম্মোহিত করবার চেষ্টা করছে। তার শক্তি ফিরে পেতে আর কয়েকটি মাত্র মুহূর্ত...

বিশ্বসাহিত্য চিত্রকথা একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা

বিশ্ববিখ্যাত লেখকদের সাড়া-জাগানো উপন্যাসের সার্থক চিত্ররূপ এই প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে। কাহিনীর সার্থক চিত্রায়ণ এবং চিত্রনাট্যের জীবন্ত বর্ণনা পাঠকদের দেবে মূল রচনা পাঠের দুর্লভ অভিজ্ঞতা। যে-কোনো বয়সের পাঠকের চোখের সামনে রচনার স্থান কাল পাত্র প্রকৃতি রঙিন চলচ্চিত্রের মতো প্রতিভাত হবে। এরকমেরই ১০টি বিশ্বশ্রেষ্ঠ কাহিনীর চিত্ররূপ এই প্রথম পর্যায়ের 'কমিকস অমনিবাস'। পরের পর প্রকাশিত হতে থাকবে আরও ১০টি করে কাহিনীর ঘনবদ্ধ চিত্ররূপ।

শৈব্যা প্রচ্ছদ বিভাগ | কলিকাতা-৭৩